ব্রহ্মসঙ্গীত।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অনুমত্যনুসারে প্রকাশিত।

তৃতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা,

৮১ নং বারানসী ঘোষের ষ্ট্রীট সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে,

শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত।

ব্রাহ্ম সংবৎ, ৫৫।

তৃতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

প্রথম ভাগ ব্রহ্মসংগীত ও সঙ্কীর্ত্তন তৃতীয়বার মুদ্রিত হইল। এবার অপ্রচলিত কয়েকটী গান পরিত্যক্ত এবং ৬০টি নূতন গান সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। দ্বিতীয়বারের ভ্রমগুলি সংশোধন করিতে চেষ্টা করা গিয়াছে। নূতন সংগীত গুলি অসময়ে সংগ্রহ হওয়ায় পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। সংগীত গুলি দ্বিতীয় সংস্করণে যে প্রণালীতে শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছিল এবার ও তাহাই করা হইয়াছে। কেবল পরিশিষ্টের গান গুলি বিশেষ কোন শ্রেণীবদ্ধ করা হয় নাই।

কলিকাতা,
২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।
ব্রাহ্ম সংবৎ ৫৫

প্রকাশক।

পূর্ব্বাহ্নঃ—৫।০টা—৬টা, ললিত। ৬টা—৮টা ভৈরব, ভৈরবী, আশা, রামকেলী, যোগিঞা ও খট। ৮টা—১০টা;—বিভাস, দেবগিরি, কুকব আলাইয়া, বেলাওল, শুক্ল বেলাওল ও সরফরদা; ১০টা,—১২টা, সিন্দুড়া, সিন্ধু, কাফি, টোড়ি এবং আসোয়ারি।

মধ্যাহ্নঃ—১২—২, শারঙ্গ, গৌড়শারঙ্গ ও সামন্ত।

অপরাহ্নঃ—২—৪, ভীমপলশ্রী, মূলতান, মুলতানী, বারোঁয়া ও পিলু; ৪—৬, পুরবী ও গৌরী।

সায়াহ্নঃ—৬—৮, কল্যাণ, জয়জয়ন্তী, ভূপালি ইমন্ ও ইমনকল্যাণ; ৮—১০, হাম্বীর, শ্যাম, কেদারা ছায়ানট, নটনারায়ণ এবং নারায়ণী।

রাত্রিঃ—১০—১২, কানেড়া, বাগশ্রী, আড়ানা সাহানা, গারা, পাহাড়ী, খাম্বাজ, ঝিঁঝিট, পরজ ও কালাংড়া। নিশীথে ১২—৪, বেহাগ, শঙ্করা, শঙ্করাভরণ, অহং ও বসন্ত।

ঊষাঃ—৪—৫।০, মালকোষ ও সোহিনী।

সর্ব্বকালে গেয়ঃ—মেঘ, মল্লার, বসন্ত, দেশ, স্থরট, স্থরটমল্লার, ধোরিয়া, ধুন ও বাউলের স্থর।

কলিকাতা,
২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। } প্রকাশক।
ব্রাহ্ম সংবৎ, ৫৩।

সূচী।

ব্রহ্মসঙ্গীত।

প্রথম অধ্যায়।

উদ্বোধন ও উপদেশ।

পূর্ব্বাহ্ণ।

রাগিণী আসোয়ারী—তাল ঝাঁপতাল।

জাগো সকলে (এবে) অমৃতের অধিকারী;
নয়ন খুলিয়া দেখ করুণানিধান, পাপতাপহারী।
পূরব অরুণ-জ্যোতি মহিমা প্রচারে,
বিহগ যশ গায় তাঁহারি।
হৃদয়-কপাট খুলি দেখরে যতনে,
প্রেমময় মুরতি জন-চিত্ত-হারী;
ডাকো রে নাথে, বিমল প্রভাতে,
পাইবে শান্তির বারি। ১।

রাগিণী আসোয়ারী—তাল ঝাঁপতাল।
(ঐ সুর)

ভজ প্রাণারামে ভুবনমোহনে,
ভব ভয় হরণ পতিত পাবনে, পাবে পরিত্রাণ।
শান্তি সুধা আর কোথায় পাইবে,
তিনি এক শান্তিনিধান।
মগন হওরে তাঁর প্রেমনীরে,
জুড়াইবে তাপিত হৃদয় ;
প্রাণসখা আসি হৃদে প্রকাশিলে,
শীতল হবে মন প্রাণ।
মুক্তি ভিখারী আছ যত নরনারী,
ডাকরে করুণানিধানে ;
দীন-হীন-সখা তিনি, পরম কৃপাময়,
দাসে দিবেন দরশন ॥ ২ ॥

রাগ ভৈরব—তাল একতালা।

প্রাতঃ সময়, জাগ রে হৃদয়, স্মর রে ভবতারণে।
চেয়ে দেখ নিশি যায় যায় যায়,
সরোজ-বান্ধব সমুদিত প্রায়,

ঝলসিছে নব নীল নীরদ,
দেখ রে স্নিগ্ধ গগনে।
এই ছিল বিশ্ব নিস্তব্ধ নীবব,
নিদ্রাগত প্রাণী বিহঙ্গ মানব,
জীবকোলাহল, আহা ঐ শোন,
উঠিল পুন ভুবনে।
যাঁহাব প্রসাদে লভিলে জীবন,
যাঁর কৃপাবলে মেলিলে নয়ন,
প্রেমমূর্ত্তি তাঁর হায় রে এখন,
হের না কেন নয়নে।
পুঞ্জীকৃত পাপ হইবে বিনাশ,
পরিতৃপ্ত হবে আশার পিয়াস,
মনস্তামরস প্রফুল্ল মানসে,
সঁপরে তাঁর চরণে॥ ৩॥

রাগ ভৈরব—তাল একতালা।

মোহন মৃদু তানে ললিত গাইছে বন-পাখী।
আরক্তিম হের পূর্ব্ব গগন,
কতই হাসিছে তরুণ অরুণ,

মুদিত কুমুদ মধুর মূর্ত্তি,
কমল মেলিছে আঁখি।
তারা শশী সব পাণ্ডু বরণ,
শীতল বহিছে সুখ সমীরণ,
ফুল দলে ঝরে শিশির নীর,
মগন ভাবুক নিরখি।
উষার শোভন শুভ আগমনে,
স্মর রে ভুবন-কারণ পরমে,
গাও রে আনন্দে বিভুর নাম,
হইবে চরমে সুখী ॥ ৪ ॥

রাগ ভৈরব—তাল একতালা।

(ঐ সুর)

ডাকো রে সবে পরম ব্রহ্মে মনের হরিষে যতনে।
জগতকারণ, জগতজীবন, ভবভয়বারণে।
সৃজন-কারণ, পালন, তারণ,
বিঘ্ন-বিনাশন, পতিত পাবন,

সে জনে অন্তরে করিলে স্মরণ,

ভয় কি বল শমনে ?

যাঁহার কারণে পেয়েছ জ্ঞান,

গাও রে মন তাঁর গুণ গান,

কাম, ক্রোধ, লোভ, মান, অভিমান,

অঞ্জলি দাও তাঁর চরণে ॥ ৫ ॥

রাগ ভৈরব—তাল একতালা।

(ঐ সুর)

পাপ নাশনে কররে স্মরণ হইবে জীবন সফল।
সুখ মোক্ষদাতা, অখিল বিধাতা, পাপী তাপীর সম্বল।
সেই পুণ্য সূর্য্য হইলে প্রকাশ,
মোহ অন্ধকার হইবে বিনাশ,
ফুটিবে হৃদয় সরসী সলিলে, শত শত প্রেম শতদল।
পুণ্যের সৌরভে হবে পুলকিত,
আনন্দ সাগরে ভাসিবে নিয়ত,
তাঁর পুণ্য সহবাসে নিরন্তর ভুঞ্জিবে বাসনা সকল।

হৃদয় মন্দিরে দেখরে আজ,
সেই পুণ্যময় করেন বিরাজ,
ভক্তিপুষ্প লয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে পূজরে ভক্তবৎসল॥৬॥

রাগ ভৈরব—তাল একতালা।

ওঠ জয় ব্রহ্ম বলে হওরে চেতন ;
দেখ নিরখিয়ে, নয়ন মেলিয়ে,
কিবা শোভা অনুপম।
মরুত হিল্লোলে, বনরাজি দোলে,
করে সুরভি বহন ;
শিশির সিঞ্চিত, নব কুসুমিত,
শ্যামল উপবন।
সুমধুর রবে, বিহঙ্গম সবে,
সুখে গায় বিভুগুণ ;
সরসী সলিলে, প্রফুল্ল কমলে,
ঝঙ্কারে অলিগণ।
লোহিত বরণে, পূবর গগনে,
উদিত তরুণ তপন ;

হল মনোহর, পরম সুন্দর,
প্রকৃতির প্রিয় বদন।
মহা কলরবে, জেগে উঠে সবে,
দেয় নিজ কার্য্যে মন;
ছিল মৃত-প্রায়, বিঘোর নিদ্রায়,
(এবে) পাইল নব জীবন।
দিবসের কর্ম্ম, নিত্য-ব্রত-ধর্ম্ম,
সাধনের কর আয়োজন;
প্রণমি ঈশ্বরে, বিনীত অন্তরে,
স্বকার্য্যে কর গমন।
হইয়ে প্রহরী, যিনি বিভাবরী,
করিলেন জাগরণ,
সেই দয়াময়ে, কৃতজ্ঞ হৃদয়ে,
কর রে জীব স্মরণ।
ছিলে তাঁরই কোলে, ঘোর নিশাকালে,
গভীর নিদ্রায় মগন;
তিনি প্রাণাধার, কর বার বার,
তাঁহারে অভিবাদন ॥ ৭ ॥

রাগ ভৈরব—তাল ঠুংরি।

(জয় ভবকারণ—স্থব)

গা তোলো পুরবাসী, রজনী পোহাইল,
দয়াময় নাম কর গান ;
কর হে ভজন, কর হে সাধন,
কর হে চিত্ত সমাধান।
অলস ত্যজিয়ে, হৃদয় ভরিয়ে
দয়াময় নাম রস কর পান।
ভজ হে দয়াময়, পূজ হে দয়াময়,
দয়াময় রূপ কর ধ্যান ;
শয়নে দয়াময়, স্বপনে দয়াময়,
দয়াময় নাম বল অবিরাম।
অনলে, অনিলে, অচলে, সলিলে,
দেখ হে দয়াময় বিরাজমান।
নগরে প্রান্তরে, অন্তরে বাহিরে,
দেখ হে দয়াময় বিরাজমান।
ভূতলে গগণে, অরুণ কিরণে,
দেখ হে দয়াময় বিরাজমান।

তরুলতা নীরবে, পশু পক্ষী মানবে,
গাইছে সকলে দয়াময় নাম ॥ ৮ ॥

রাগ ভৈরব—তাল ঠুংরি।
(জয় ভবকারণ—সুর)

ভোর ভয়ো পক্‌সীগণ বোলে,
উঠ জন্ প্রভু গুণ গাওরে।
লখ প্রভাত প্রকৃতি কী শোভা,
বার্ বার্ হর্ষাও রে।
প্রভু কি স্নেহের নিজ মনমে,
সরস্ ভাও উপজাও রে।
হোয় কৃতজ্ঞ প্রেমমে উনকে
নয়নন্ নীর বাহাও রে।
ব্রহ্ম রূপ সাগরমে মনকো,
বারম্বার ডুবাও রে।
নির্ম্মল শীতল লহরেঁ লেলে,
আত্তম তাপ বুজাও রে ॥ ৯ ॥

রাগ ভৈরব—তাল কাওয়ালি।

হৃদয় মন্দিরে বিরাজেন তিনি ধরি অতুল মহিমা।
অযুত তারকাগণ চন্দ্রমা তপন, উজলয়ে ত্রিদিব ভুবন;
সে রাজ রাজেশ্বরে, প্রকাশিতে নাহি পারে,
সে শোভার নাহি তুলনা।
কুসুম কাননে, উষার গগণে কতই সুন্দর মাধুরী;
সে পরম সুন্দর, জিনিয়া সবে সুন্দর,
পরাজিত কোটি চন্দ্রমা;
আকাশ পাতালে, স্থল জল অচলে,
দেখেছ কতই মহিমা;
জননী হৃদয় ধামে, সতীর পবিত্র প্রেমে,
দেখেছ কি তাঁর করুণা?
পাপীর হৃদয় ধামে, পুণ্যের বসনে,
বিরাজেন পতিত পাবন;
যেমন অমা অন্ধকার, নাশে পূর্ণ শশধর,
শীতল হইল হেরি প্রাণ।
সে চরণ সরোজে, রাখিয়া হৃদয় মাঝে,
দেখ অনিমেষ নয়নে;

শোক তাপ নাশিবে, শান্তি নীরে ভাসিবে,
রবেনা কলুষ যাতনা ॥ ১০ ॥

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

সবে মিলে গাও তাঁহার মহিমা;
আজ কর রে জীবনের ফল লাভ।
হৃদয় থাল ভার, ভক্তি পুষ্প হার,
প্রভুর চরণে ছাও রে ছাও।
নব-নব-রাগ-রচিত বন্দন-মালা,
গাঁথি গাঁথি দে উপহার;
বিশ্বাধার প্রভু সেই, যশোগীত তাঁরি,
প্রচার সকল সংসার ॥ ১১ ॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল যৎ।

ভজ মন বিভুচরণারবিন্দে;
গাও তাঁর গুণ পরম আনন্দে।
সেই চিত্তবিনোদন, মূরতি মোহন,
ধ্যান ধর সদা হৃদে;

ত্যজিয়ে বাসনা, অসার কল্পনা,
পিয় প্রেম রস অবিচ্ছেদে।
যোগিজন চিত, সদা প্রলোভিত,
যাঁর প্রেম-মকরন্দে ;
জীবন সঞ্চার, পাতকী উদ্ধার,
হয় নিমেষে যাঁর প্রসাদে।
মনঃ সংযম, ইন্দ্রিয় দমন,
করি লহ স্থান ব্রহ্ম পদে ;
গাও তাঁর জয়, হইয়ে নির্ভয়,
সুখ সম্পদ দুঃখ বিপদে ॥ ১২ ॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল যৎ।

প্রাণ খুলে সবে মিলে ডাকোরে তাঁরে ;
আসিবেন প্রাণেশ প্রাণের মাঝারে।
বৃথা চিন্তা পরিহরে, ভাবরে ভাব তাঁহারে,
অনুপম শান্তি সুখ পাইবে অচিরে ;
দুঃখ পূর্ণ এ জীবন, সফল কর এখন,
বসায়ে হৃদয়-নাথে হৃদয় মন্দিরে।

যাঁহার প্রেমের বারি, একবার পান করি,
বহু দিনের পাপের জ্বালা যাই পাসরে ;
কেমনে তাঁরে পাসরি, বল এ জীবন ধরি,
এস আজ প্রাণ ভরি, ডাকি সেই প্রাণেশ্বরে ॥১৩॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল যৎ।

প্রভাতি গাইছে বিপিনে পাখী।
বরষি শ্রবণে অমিয় ধারা ॥
যাঁর গুণে বাঁধা রে ভুবন,
নাম গুণ গাওরে তাঁহার।
যাঁর যশে ভাসিছে জগত,
তাঁর তরে মেলরে আঁখি ॥ ১৪ ॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল কাওয়ালি।

এসেছি সকলে পিতার ভবনে ;
পিতা পিতা বলি ডাকিব সঘনে।
লইবেন পিতা সকলে, পাতিয়ে স্নেহের কোলে,
ঢালিবেন শান্তি-বারি তাপিত প্রাণে।

দেখাবেন প্রেম-আননে, আজি পুত্র কন্যাগণে,
মোরা আঁখিভরে হেরিব সে আননে।
(আঁখি ফিরাবনা)
সে প্রেমের চাঁদ উদিলে, হৃদে সুখ সিন্ধু উথলে
আঁখি পান করিবে, সে চাঁদের কিরণে।
(চকোরের মত)
আসিছেন পিতা আমাদের, জানিতে বেদনা হৃদয়ের,
এস লুটাইগে প্রাণ মন তাঁরি চরণে॥ ১৫॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

এমন দিন না রবে তা জান।
এসেছিলে একেলা একা যাইবে।
চির দিন রহিবে যে ধন,
সেই ধনে রাখ যতনে॥ ১৬॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল তেওট।

শেষের সে দিন মন, কররে স্মরণ,
ভবধাম যবে ছাড়িবে।

স্থখ স্বপন যত, দেখিছ অবিরত,
চিরদিনের মত ফুরাবে।
কাল শয্যায় শুয়ে নিজ পাপ স্মরিয়ে,
যবে দুধারে নয়ন ধারা বহিবে ;
ভাই ভগিনী যত, কাঁদিবে অবিরত ;
শিশু সন্তান ধূলায় লুটাবে।
স্নেহময়ী জননী, হারায়ে নয়ন-মণি,
গাইয়ে তব গুণ কাঁদিবে,
প্রাণ সম প্রেয়সী, অধোবদনে বসি,
কেঁদে ধরাতল নয়ন জলে ভাসাবে।
অতএব লও, ব্রহ্ম পদে আশ্রয়,
যদি বিপদে নিরাপদ হইবে ;
তিনি হে মৃত্যুঞ্জয়, যাঁহার কৃপায়,
মরণে নব জীবন পাইবে ॥ ১৭ ॥

রাগিণী সিন্ধু—তাল মধ্যমান।

ও ভাই থেকনা বিষয়ে মগন।
গেল গেলহে দিন হও সচেতন ।

মানব জনম লয়ে, আছহে বল কি লয়ে,
অলসে অবশ হয়ে, যায় যে জীবন।
প্রভুর ইচ্ছা পালনে, এস সবে প্রাণপণে,
আনন্দে উৎসর্গ করি এ দেহ এখন।
তাঁরি কার্য্যে সদা রব, সেবিয়ে কৃতার্থ হব,
তাঁহারি করুণা স্রোতে দিব সন্তরণ ॥ ১৮ ॥

রাগিণী সিন্ধু—তাল আড়াঠেকা।

যার মা আনন্দময়ী তার কিবা নিরানন্দ।
তবে মামা করে রোগে শোকে পাপেতাপে কেন কান্দ।
মাঝখানে জননী বসে, সন্তানগণ তাঁর চারি পাশে,
ভাসাইছেন প্রেমময়ী প্রেমনীরে;
পাপ তাপ সব দূরে গেল, আনন্দ রস উথলিল,
বাহু তুলে মা মা বলে নৃত্য কর সন্তানবৃন্দ ॥১৯॥

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী তাল একতালা।

শিব সুন্দর চরণে মন মগ্ন হয়ে রও রে।
ভজ রে আনন্দময়ে সব যন্ত্রণা এড়াও রে,

বিভু পাদপদ্মে সুধাহ্রদে ডুবে প্রাণ জুড়াও রে।
শুদ্ধ, সত্য, হিরণ্ময় মানস-পটে তাঁরে,
নিরখিয়ে সচেতনে পূর্ণকাম হওরে ॥২০॥

রাগিণী টোড়ি—তাল আড়াঠেকা।

আনন্দ মনে, বিমল হৃদয়ে, ভজ রে ভব-তারণে।
ভরিয়ে হৃদয় প্রীতির কুসুমে,
ঢালি দাও প্রভুর চরণে ॥২১॥

রাগিণী টোড়ি—তাল আড়াঠেকা।

গেল বিভাবরী, আইল শুভ্র-বসনা উষা;
মগন হও রে অমৃত সাগরে।
চির দিন তাঁরে রাখ হৃদয়ে;
কেহ তাঁর সমান, চখে দেখে নাই, শুনে নাই
শ্রবণে ॥ ২২ ॥

রাগিণী ললিত—তাল আড়া।

কত আর নিদ্রা যাও ভারত সন্ততিগণ।
নয়ন খুলিয়া দেখ, শুভ উষা আগমন।

অধীনতা অন্ধকার, পাপ তাপ দুর্নিবার,
মঙ্গল জলধি জলে হতেছে চির মগন।
সযতনে ধীরে ধীরে, প্রাতঃসমীরণ স্বরে,
ডাকেন ভারত মাতা পরি উজ্জ্বল বসন;
উঠ বৎস প্রাণসম, যত পুত্র কন্যা মম,
কাল রাত্রি অবসানে উদিল সুখ-তপন।
বিশাল বিশ্ব-মন্দিরে, সত্য-শাস্ত্র শিরে ধ'রে,
বিশ্বাসেরে সার করে, কর প্রীতির সাধন,
নর নারী সমুদয়ে, এক পরিবার হয়ে,
গলবস্ত্রে পূজ তাঁরে, যা হতে পেলে এদিন।২৩

রাগিণী ললিত—তাল আড়া।

এত দিনে পোহাইল ভারতের দুঃখ রজনী।
প্রকাশিল শুভক্ষণে নব বেশে দিনমণি।
দেখে পাপেতে কাতর, সর্ব্ব জনে জর জর,
পাঠালেন স্বর্গরাজ্য, মুক্তি দাতা পিতা যিনি।
সেই রাজ্যে প্রবেশিতে, এস সবে আনন্দেতে,
ছিন্ন করি পাপ-পাশ বীর পরাক্রমে;

ঊর্দ্ধ দিকে হস্ত তুলি, গাও তাঁরে সবে মিলি,
জয় জগদীশ বলি, কর সদা জয়ধ্বনি ॥২৪॥

রাগিণী ললিত—তাল আড়া।

শান্তি নিকেতন ছাড়ি কোথা শান্তি পাবে বল ;
সংসারে শান্তির আশা, মরীচিকায় যথা জল।
কভু সুখ পারাবার, কভু হয় হাহাকার,
জীবন যৌবন ধন সকলি অতি চঞ্চল।
আজ পুত্র আলিঙ্গন, কাল তারে বিসর্জ্জন,
আজ প্রিয় প্রেমালাপ, কাল বিলাপ কেবল ;
সংসারের এই দশা, কোথায় শান্তির আশা,
শান্তি সুখ চাহ যদি, সেই আনন্দ ধামে চল ॥২৫॥

রাগিণী ললিত—তাল আড়া।

দুঃখ নিশা হল অস্ত, থাক কেন অচেতন ;
উঠ, হের, উজলিল, সত্য জ্যোতিতে ভুবন।
বিহঙ্গ মধুর স্বরে, বিভুগুণ গান করে,
মাতিল জগত আজি, পরমেশ প্রেমভরে ;

প্রকৃতি খুলি ভাণ্ডার, দিতেছে তাঁয় উপহার,
আমরা কি মোহাবেশে, থাকিব নিদ্রায় মগন?
আছি মোরা বহুদিন, জ্ঞানপ্রেমভক্তিহীন,
সত্য প্রস্রবণ ছাড়ি, রয়েছি পাপেতে লীন;
হবে সব দুঃখ শেষ, পূজি গিয়ে পরমেশ,
তাঁহার অর্চ্চনা বিনা, কোথায় নবজীবন॥২৮॥

রাগিণী ললিত—তাল আড়া।

কাল রাত্রি পোহাইল উদিল সুখ তপন;
আর কি ভারত যুবা থাকে ঘুমে অচেতন।
এত শোক যার ঘরে, সেকি গো ঘুমাতে পারে,
তার কি উচিত হয়, থাকে হয়ে অচেতন?
অধীনতা কারাগারে, অজ্ঞানতা অন্ধকারে,
কোটী কোটী নারী নরে উঠে কর দরশন।
কারার বন্দিনী প্রায়, বৃথা দিন চলি যায়,
রহিল পশ্চাতে পড়ি ভারত ললনা;
বিধবার হাহাকারে, প্রাণ ফাটে ঘরে ঘরে,
রমণীর নেত্রাসারে ভাসিছে বিধুবদন।

যুবক যুবতী যত, পাশবদ্ধ পাখী মত,
দারিদ্র্য দুর্দ্দশা ক্লেশ কত যে করে বহন ;
বহু পরিবার লয়ে, অর্থাভাবে ম্লান হয়ে,
অশেষ যন্ত্রণা সয়ে বিষাদে কাটে জীবন।
এই সব মহাপাপে, এই সব মনস্তাপে,
পড়েছ কি অভিশাপে আছ হয়ে বিচেতন ;
করো নাক অবহেলা, নাহি ঘুমাবার বেলা,
বিধাতা ডাকিছেন দ্বারে উঠহে মেলি নয়ন ॥২৭॥

রাগিণী ললিত—তাল আড়া।

অয়ি সুখময়ি উষে ! কে তোমারে নিরমিল ?
বালার্ক সিন্দূর ফোঁটা কে তোমার ভালে দিল
হাসিতেছ মৃদু মৃদু আনন্দে ভাসিছে সবে,
কে শিখাল এই হাসি, কেবা সে যে হাসাইল ?
ভুবন মোহিত কবি, গাইছ বিপিনে কারে,
বল কে সে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিছ যাঁরে ?
কমল নয়ন মেলি, কার পানে চেয়ে আছ,
কার তরে ঝরিতেছে প্রেম অশ্রু নিরমল ?

এই ছিল জীবগণ, মৃতপ্রায় অচেতন,
তব দরশন মাত্র পাইল নবজীবন ;
বারেক আমারে তুমি, দেখাও দেখাও দেখি তাঁবে,
হেন সঞ্জীবনী শক্তি যে তোমারে প্রদানিল ।২৮।

রাগিণী ললিত—তাল একতালা ।

আমায় বল ওগো ধরণি ! তুমি ধনী কার ধনে,
দয়া করে বল মোরে পাই না তাঁরে আমি মনে ।
উজ্জ্বল হেম অম্বরে, শিশির মুকুতা হারে,
কে তোমার কলেবরে, সাজাইল সযতনে ;
কে সাজাল তোমায় বল, ফুল ফল আভরণে,
গর্ভ তব কে পূরিল দিয়ে বিবিধ রতনে ?
সুখময়ী উষে বল, পাইয়ে কাহার বল,
ধরেছ রূপ উজ্জ্বল, পরেছ সিন্দূর ভালে ;
প্রভাকর প্রভাকর, বল কাহার প্রভা গুণে,
কাহার গুণে জগজ্জনে তুমি আনিলে চেতনে ?
বল তরু লতাগণ, সরিত সাগর বন,
নির্ঝর গিরি পবন, যত বিহঙ্গমগণ ;

কাহার বলে অবহেলে, রহিয়াছ এ ভূতলে,
সবে মিলে কুতূহলে, আছ কার গানে ধ্যানে ?
তোমরা সকলে যাঁরই, আশ্রয়েতে আছ তাঁরই,
আশ্রিত আমরা সবে চাই পূজিবারে তাঁরে ;
এস তবে মিলে সবে, ভক্তিভাবে উচ্চরবে ;
সঘনে প্রীত মনে মজি তাঁরই গুণগানে ॥ ২৯ ॥

রাগিণী ললিত—তাল একতালা।

বচন অতীত যাহা কয়ে কি বুঝান যায় ;
আকাশ যাঁহার নাম, সাদৃশ্য দিব কোথায় ?
দেশ কাল উভে জিনি, বিস্তারেন রাজ্য যিনি,
বাক্য কি বলিবে তাঁরে মন যাঁরে নাই পায় ?
যদ্যপি চাহ জানিতে, দৃঢ়ভাব করি চিতে,
চিন্তহ তাঁহায় ,
পাইবে যথার্থ জ্ঞান, নাশিবেক মিথ্যা ভান,
নাহি আর অন্য উপায় ॥৩০॥

রাগিণী ললিত—তাল জলদ তেতালা।

জগত মোহিনী ঊষা আগত অবনীতলে।
নয়ন মেলরে মন জয় জগদীশ বলে।
যাঁর স্নেহময় কোলে, নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে ছিলে,
নিশা অন্তে ভক্তি ভাবে নম তাঁর পদতলে।
কবি-জন-মনোহরা, সুন্দর শ্যামল ধরা,
দিতেছে অঞ্জলি দেখ, অশ্রুসিক্ত ফুলদলে।
জড়তা ত্যজরে মন, শীঘ্র হও সচেতন,
নাম জয় ধ্বনি শুন, বাজিতেছে জলস্থলে ॥৩১॥

রাগিণী ললিত—তাল জলদ তেতালা।

জাগরে প্রাণ বিহঙ্গ, ত্যজ নিদ্রাবেশ।
ঝঙ্কারি ললিত তান, ডাক হৃদয়েশ ॥
বিমল প্রভাতে, ডাক প্রাণ নাথে,
মেলিয়ে প্রেম নয়ন হের অনিমেষ।
আনন্দবদনে নাম, গাও গাও অবিরাম,
অপার আনন্দে প্রাণ, হইবে মগন;
প্রাণেশ শোভন, বিভু মনোমোহন,
দিবেন দরশন, রাজরাজেশ ॥৩২॥

রাগিণী ললিত—তাল ঢিমে তেতালা।

অচিন্ত্য রচনা বিশ্ব যেই করিল রচনা;
কি ভুলে ভুলিয়া মন বারেক তাঁরে ভাবনা?
জলে স্থলে শূন্যে যিনি, আছেন ব্যাপ্ত আপনি,
যাহতে হতেছে এই সংসার কল্পনা ॥৩৩॥

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা।

উঠরে অলস মানস আমার,
প্রণতি কর রে বিভুচরণে;
হল নিশি অবসান, বিভুগুণ গান,
কর রে মন রে অতি যতনে।
নিদ্রায় অচেতন ছিলে যে কালে,
রাখিলেন যিনি অতি কুশলে,
এখনি তাঁহারে ভুল কি করে;
তরঙ্গ-পূরিত সংসার জলে,
তোমায় উঠাইতে কূলে, এ মহীমণ্ডলে,
আর কেহ নাই সে বিভু বিনে।

লোহিত বরণ রবি গগনে,
তরুলতা আর বিহঙ্গগণে,
মজেছে দেখ রে সে গুণ গানে ;
অরে যত সব অচেতনগণ,
গায় বিভু গুণ হয়ে সচেতন,
চেতনের চেতনে ডাক সঘনে ॥৩৪॥

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা।

ধর ধৈর্য্যধর, ক্রন্দন সম্বর,
আশা কর নিরাশ হ'ও না হ'ও না।
পাপীর ক্রন্দন ধ্বনি, শুনিবেন জননী,
চিরদিন দুঃখ রবে না রবে না।
লয়ে প্রেম ক্রোড়ে, বসায়ে আদরে,
ভাসাইবেন সবে আনন্দের নীরে ;
মধুর বচনে, তুষিবেন যতনে,
ক্ষান্ত হও খেদ কর না কর না।
মুছাইয়ে চক্ষের জল,
তাপিত প্রাণ করবেন শীতল,

করিবেন মঙ্গল, স্থান দিয়ে শান্তি নিকেতনে।
শিশুর ক্রন্দনরব মায়ে কি কখন
নির্দ্দয় হয়ে পারেন করিতে শ্রবণ,
লইবেন কোলে, পাপী পুত্র বলে,
স্থির হও আর কেঁদ না কেঁদ না।
তাঁর স্নেহের নাই উপমা,
অসীম তাঁর করুণা,
নির্ভর কর তাঁহাতে, অধীর হইও না;
দেখ রে দৃষ্টান্ত তোমার মত কত,
শোকে তাপে যারা ছিল অভিভূত,
চরণ ছায়ায়, পাইয়ে আশ্রয়,
করিছে নির্ভয়ে সত্যের জয় ঘোষণা॥৩৫॥

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা।

আর কেন বৃথা দিন করি হে হরণ।
যদি জেনেছ হে ভাই, পরিত্রাণ নাই,
বিনা সে সুহৃদ পতিতপাবন।
শান্তি ছাড়ি কেন, অনিত্য কারণ,
রাশি রাশি কতই পাপ করি অনুক্ষণ;

একবার গদ গদ মনে, প্রভুর চরণে,
কৃতাঞ্জলি পুটে লইগে শরণ ॥৩৬॥

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা।

হৃদি পদ্মাসনে বসায়ে যতনে,
করবে অর্চ্চনা সেই প্রাণেশ্বরে।
নব নব ভাবে প্রেম অনুরাগে,
গাও তাঁর যশঃ প্রাণ মন ভরে।
পরম সুন্দর পবিত্র চরণ,
যতনে করবে হৃদয়ের ভূষণ,
ভক্ত চিত্তহারী ভবার্ণব তরী,
অতুল মাধুরী বর্ণিতে কে পারে?
পাপ তাপ নাহি রবে,
আনন্দ নীরে ভাসিবে,
পুণ্যময়ের আবির্ভাবে,
নিমেষে সন্তাপ হরে;
ছাড় আর যত অসার সাধন,
হৃদয়ে দেখরে হৃদয়ের ধন,

হয়ে শান্তচিত্ত প্রেমে বিগলিত,

পিয় প্রেমামৃত প্রফুল্ল অন্তরে ॥৩৭॥

রাগিণী বিভাস—তাল কাওয়ালি।

চিন্তয় মম মানস ;

পূর্ণ ব্রহ্ম নিরঞ্জনে,

বিষয় মদিরা পানে, থেকো না অচেতনে,

অসার সুখে অবশ।

দেখরে যতনে, মাজি হৃদি দরপণে,

অরূপ অপরূপ প্রাণ রমণে,

সফল করহ মানব জীবন ;

কিবা কায আছে আর আসি ভব বাসে,

থাকিয়ে বন্দীসম মহা মোহ-পাশে ;

কাট ভববন্ধন, স্মরি ভব-বন্দন,

বিভু প্রেম সুধারসে, হয়ে সরস ॥৩৮॥

রাগিণী বিভাস—তাল কাওয়ালি।

জয় জগবন্দন সত্য সনাতন।
গাও তাঁহার যশঃ আনন্দে হবে মগন॥
প্রেম অঞ্জলি দেও তাঁহার চরণে,
বসায়ে প্রাণেশ্বরে হৃদয় আসনে,
দেখ তাঁর প্রেমমুখ নয়ন ভরিয়ে,
ভক্তিভরে কর তাঁর প্রেম কীর্ত্তন।
তাঁর প্রেম তত্ত্ব কে জানে সংসারে,
প্রেমিক দেখে তাহা হৃদয় মাঝারে;
প্রেমে পরাজিত বিশ্ব ভুবন,
প্রেমসিন্ধু সেই ভুবনমোহন॥৩৯॥

রাগিণী বিভাস—তাল কাওয়ালি।

(মধুকানের সুর)

পেয়েছ নিকটে তাঁরে, হারাইও না হেলা করে,
তিনি অন্তরের ধন রাখিতে হয় অন্তরে।
সেই প্রাণ সখা হতে, নাহি থেক, অন্তরেতে,
তবে অবিচ্ছেদে তাঁরে, পাইবে নিজ অন্তরে।

দেখিতে চাহিলে তাঁরে, দেখা দিবেন অন্তরে,
তিনি অন্তরের ধন, কভু না থাকেন অন্তরে।
যত যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র, নিরখিছে সেই চন্দ্র,
আমাদের প্রাণবল্লভ, প্রাণ মাঝে দেখ তাঁরে॥৪০॥

রাগিণী ললিত বিভাস—তাল ঢিমেতেতালা।
(ইংরাজী সুর)

বহিছে ধীর, প্রাতঃ সমীর,
লয়ে নাথের বারতা মধুর।
মধুর স্বরে, বলিছে সবারে,
দেখ দুয়ারে, প্রাণের ঈশ্বর।
লয়ে অমৃত, প্রাণনাথ,
এলেন ত্বরিত, জাগিয়ে হের;
হৃদি দুয়ার, খুলি তোমার,
লও তাঁহারে লও সত্বর।
হেরি তাঁহারে, ভাস সুখনীরে,
গাও তাঁহার নাম মধুর;
প্রাণেশ বলি, ডাক প্রাণ খুলি,
সকল তাপ যাইবে দূর॥৪১॥

রাগিণী ললিত-বিভাস—তাল একতালা।

যিনি মহারাজা, বিশ্ব যাঁর প্রজা,
জান না রে মন আমি পুত্র তাঁর।
সামান্যত নই, রাজ পুত্র হই,
পিতার ধনে আমার পূর্ণ অধিকার।
আমারি পিতার রাজ্য সমুদয়,
আমারে কে বা দিতে পারে ভয়,
এ ভব সংসার, পিতার পরিবার, কণ্ঠের হার রে;
পিতার রাজসিংহাসন হৃদয় আমার।
পিতার ভালবাসায় সবে ভাল বাসে,
বৃক্ষগণ নানা ফল ফুলে তোষে,
বায়ু বহে গায়, জলদ যোগায়, জল রে;
তাইতে রবি শশী এসে নাশে অন্ধকার॥৪২॥

রাগিণী রামকেলি—তাল কাওয়ালি।

ভোর হইল নিশা ডাকরে মানস—
বিহঙ্গ নিজরবে প্রাণেশে।

তুমি নব রাগে, নব প্রেমে মাতি,
গাও সে নিত্য মহেশে ॥৪৩॥

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

উথলে হৃদয় যাঁর নাম গানেরে মন।
বৃথা কি ভাবরে আর, ভুলরে ভব সংসার,
শুন তাঁর নাম গুণ, এক মনে এক তানে।
অস্থিতে অস্থিতে নাম, লিখ হবে পূর্ণ কাম,
শীতল হবে হৃদয়, ঐ নাম পীযূষপানে ॥৪৪॥

রাগিণী রামকেলি—তাল আড়াঠেকা।

গ্রাস করে কাল পরমায়ু প্রতিক্ষণে ;
তথাপি বিষয়ে মত্ত সদা ব্যস্ত উপার্জ্জনে ;
গত হয় আয়ু যত, স্নেহে কহ হলো এত,
বর্ষ গেলে বর্ষ বৃদ্ধি বলে বন্ধুগণে।
এসব কথার ছলে, কিম্বা ধন জন বলে,
তিলেক নিস্তার নাই কালের দর্শনে।

অতএব নিরন্তর, চিন্ত সত্য পরাৎপর,
বিবেক বৈরাগ্য হলে কি ভয় মরণে ॥৪০॥

রাগিণী রামকেলি—তাল আড়াঠেকা।

এক দিন যদি হবে অবশ্য মরণ ;
তবে কেন এত আশা এত দ্বন্দ্ব কি কারণ ?
এই যে মার্জ্জিত দেহ, যাতে এত কর স্নেহ,
ধূলিসার হবে তার মস্তক চরণ।
যত্নে তৃণ কাষ্ঠ খান, রহে যুগ পরিমাণ,
কিন্তু যত্নে দেহনাশ না হয় বারণ।
অতএব আদি অন্ত, আপনার সদা চিন্ত,
দয়া কর জীবে, লও সত্যের শরণ ॥৪১॥

রাগিণী রামকেলি—তাল আড়া ঠেকা।

মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর ;
অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।
যার প্রতি যত মায়া, কিবা পুত্র কিবা জায়া,
তার মুখ চেয়ে তত হইবে কাতর।

গৃহে হায় হায় শব্দ, সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ,
দৃষ্টিহীন নাড়ীক্ষীণ হিমকলেবর।
অতএব সাবধান, ত্যজ দম্ভ অভিমান,
বৈরাগ্য অভ্যাস কর, সত্যেতে নির্ভর ॥৪৭॥

রাগিণী কুকব—তাল তেওট।

তাঁহারি শরণ লয়ে রহিও, শরণ লযে রহিও।
যাঁহারি কৃপায় তুমি খুলিলে নয়ন ;
তাঁরে আগে দেখিও ॥৪৮॥

রাগিণী কুকব—তাল আড়াঠেকা।

কেন ভোল ভোল চির সুহৃদে,
ভুল না চির সুহৃদে।
ধন প্রাণ মান সকলি যাঁহতে,
এমন সুহৃদে, কেন ভোল।
থেক না থেক না তাঁ হতে অন্তর,
তাঁরে ছেড়ে ত্রাণ কোথায়, কোথা শান্তি বল ;
চিরজীবন্ সখা, চির-সহায়ে,
করুণা-নিলয়ে, কেন ভোল ॥৪৯॥

রাগিণী আলাইয়া—তাল কাওয়ালি।

অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে, ভুলনারে তাঁয় ;
থাকিলে তাঁহার সঙ্গে পাপ তাপ দূরে যায়।
হৃদয়ের প্রিয়ধন তাঁর সমান কে,
সেই সখা বিনে সুখ শান্তি দিবে কে তোমায় ?
ধন জন জীবন সব তাঁরি করুণা,
তাঁর করুণা মুখে বলা নাহি যায় ;
এত যাঁর করুণা তাঁরে কি ভুলিবে,
তাঁরে ছাড়িয়ে ভব-সাগরে ত্রাণ কোথায় ॥৫০॥

রাগিণী আলাইয়া—তাল ঝাঁপতাল।

আনন্দ বদনে জয়জগদীশ বল রে।
জীবন সফল কর নাম-সুধা পানে রে।
যাঁহার ইঙ্গিত ক্রমে, দেখ পূরব গগনে,
লোহিত বরণে ভানু কি শোভা ধরিল রে।
এই যে মলয়ানিলে, বহিয়া মৃদু হিল্লোলে,
শীতলে জীবের প্রাণ তাঁহার আদেশে রে ;

এই যে বিহগগণে, মোহন মধুর তানে,
তাঁহার মহিমা গানে ঢালিছে সুধায় রে।
এই যে কুসুম কুল, সৌরভে করে আকুল,
তাঁর প্রেম পবিত্রতা বিকাশে হাসিয়া রে;
প্রকৃতি শিশির ছলে, তাঁর প্রেম রসে গলে,
ফেলিছে নয়ন বারি আনন্দে মাতিয়া রে।
গাইলে তাঁহার নাম, সুখ শান্তি অবিরাম,
নিত্য প্রেম পবিত্রতা লভিবে জীবনে রে;
সারা নিশি যাঁর বুকে, ঘুমায়ে ছিলাম সুখে,
সুখের প্রভাতে এস তাঁর গুণ গাইরে ॥৫১॥

রাগিণী আলাইয়া ঝিঁঝিট—তাল কাওয়ালি।

ওরে দয়াল নামে ভাস সুখে মন আমার।
কেন রে ভাব আর;
ওরে দয়াময় এই মন্ত্র জ'পে, দয়াময়ে প্রাণ সঁপে,
দয়াল বলে ভবার্ণবে দাও সাঁতার।
তরঙ্গ গর্জ্জনে শঙ্কা পেওনা,
কলুষ কুম্ভীর পানে ফিরেও চাহিও না;

ভয় কিরে মহামন্ত্র ভুলোনা,
কিছুতেই কিছু হবে না ;
যদি পড়রে আবর্ত্ত জলে, ঊর্দ্ধে দুই বাহু তুলে,
বলো কোথায় র'লে ভবের কর্ণধার।
চেয়ে দেখ হলো বেলা অবসান,
মিছে কাযে কেন হায় রে ভুল নিজ পরিত্রাণ,
দূরে ফেলে দাও ধূলির ধন মান,
বিবেক ভেলায় দৃঢ় বাঁধ প্রাণ ;
ওরে সাহসে নির্ভর করে, ঝাঁপ দিয়ে যাওরে পড়ে,
ডুবিলেও অবশ্য পাবে উদ্ধার ॥৫২॥

রাগিণী খট—তাল যৎ।

কি ভয় ভাবনা রে মন লয়েছি যাঁর আশ্রয়।
সর্ব্বশক্তিমান তিনি অনন্ত করুণাময়।
একবার ব্যাকুল অন্তরে, দয়াল বলে ডাকলে তাঁরে,
সেই দীনবন্ধু ভক্তবৎসল দেখা দিবেন তোমায়।
কি করিবে ভ্রাতৃগণে, অপমানে নির্য্যাতনে,
না হয় মরিব প্রাণে, গাইয়ে তাঁহার জয়।

শুনেছি আশা বচন, মরিলে পাব জীবন,
চিরকাল সুখে থাকিব, এই তাঁর অভিপ্রায়।
নির্জ্জন হৃদিকুটীরে, লয়ে সেই প্রাণের ঈশ্বরে,
আনন্দে আহ্লাদে সদা করিব জীবন ক্ষয়।
তাঁর কাছে খাঁটি হয়ে, থাকহে তুমি নির্ভয়ে,
বিশ্বাসের দুর্গে বসে, বল জয় জয় দয়াময় ॥৫৩॥

রাগিণী খট ভৈরবী—তাল পোস্ত।

দয়াল নামামৃত রসে ডুবে থাক্‌রে আমার মন।
চিরবৈরাগ্য ব্রত করিয়ে অবলম্বন।
নিষ্কাম নিঃসঙ্গ ভাবে কর সংসার পালন;
জ্ঞান ভক্তি কর্ম্মযোগের একত্র কর সাধন।
প্রেমসুধাপানে মত্ত হয়ে অনুক্ষণ,
সাধুসঙ্গে সৎপ্রসঙ্গে কর সুখে কালহরণ ॥৫৬॥

রাগিণী খট মিশ্র—তাল ছপকা।

মানুষ জনম সফল হো যায়
ভক্তিপ্রেম প্রভু সঙ্কীনে।

যবহি ভক্তি হৃদয়মে জাগে,
শরণ পিতা কি লীণে;
পাপ বিকার মিটেঁ ছিন্ ছিন্ মে,
প্রভু চরণন্ চিত দিনে।
কপট রহিত যে প্রভুকো গওয়ে
সাধুসঙ্গ নিত রাখে,
ধর বিশ্বাস জপে নিশ্ বাসর,
অমৃত রস ওহ চাখে ॥৫৫॥

রাগিণী সরফরদা—তাল আড়াঠেকা।

হে মন কর আত্মানুসন্ধান,
শমন ভয় রবে না রবে না।
পঙ্কজ-দল জল, ইব জীবন চঞ্চল,
ধন জন চপলা সমান, রবে না রবে না।
মোহ পাশ-বন্ধন, জ্ঞানাস্ত্রে কর ছেদন,
সত্যে কর প্রীতি, পাইবে পরিত্রাণ।
এখনি হইবে সুখী, আত্মাতে আত্মারে দেখি,
কথা মান প্রবীণ অজ্ঞান, ভুল না ভুল না ॥৫৬॥

অপরাহ্ন।

রাগিণী গৌড় সারঙ্গ—তাল আড়াঠেকা।

ভুলো না ভুলো না,
প্রাণসখারে ভুলো না, যাতনা রবে না।
যাঁর প্রেম মুখচ্ছবি, আকাশে প্রকাশে রবি,
সুধাধার জ্যোৎস্না।
কতবার প্রেমভরে, দাঁড়ায়ে হৃদয়দ্বারে,
ডাকিছেন তোমারে, সুমধুব স্বরে;
কেমন পাষাণ মন, কেমন কঠিন প্রাণ,
শুনিয়ে ও শুন না ॥৫৭॥

বাউলে সুর—তাল একতালা।

কোথা যাস্‌রে ভাই তাঁর অন্বেষণে,
বল্‌ দেখি আমায়।
যে জন ডাক্‌তে জানে, কাতর প্রাণে,
ঘরে বসে সে যে পায় ॥
গলায় আছে গলার হার,

কোথায় যাস্ তাঁর তরে আর,
ভাব বুঝে উঠা ভাব ;
দেখ্‌রে প্রেমনয়নে, হৃদয় ধনে,
হৃদয় মাঝে পাবি তাঁয় ॥৫৮॥

বাউলে সুর—তাল একতাল।

বিনা দুঃখে হয় না সাধন,
সেই যোগী জনার বাঞ্ছিত চরণ রে।
সহজে কি হয় কখন পাষণ্ড দলন রে ;
সুখশয্যায় শুয়ে কেবা পেয়েছে কখন,
সেই দেবের দুর্লভ অমূল্য রতন রে ?
অশ্রুপাত করে বীজ কর রে বপন রে,
(যদি) মনের আনন্দে শস্য করিবে কর্ত্তন রে।
প্রভুর কার্য্যে হয় যদি এ দেহ পতন রে,
(তবে) পরিণামে দিব্য ধামে করিবে গমন রে ॥৫৯॥

বাউলে সুর—তাল একতালা।

পুরবাসী রে,
তোরা যাবি যদি অমৃত নিকেতনে চলে আয়।
থাকুক্ যথা আছে ধন জন,
আর সে ছার ধনে কায নাই।
তোদের মর্ম্ম ব্যথা আর না রহিবে,
রোগ শোক পাপ দূরে গিয়ে প্রাণ শীতল হবে;
একবার দেখ্‌লে প্রভুর প্রেম মুখ,
সব দুঃখ দূরে যায়।
আর কত দিন সে মায়েরে ভুলে,
থাক্‌বি বিদেশেতে মিছে কাজে মায়ের কোল ছেড়ে,
(তোদের) কোলে নেবার তরে সদাই সে যে,
ডেকে ডেকে ফিরে যায় ॥৬০॥

বাউলে সুর—তাল একতালা।
(ঐ সুর)

কে আমায় ডাক বিদেশী সাধু মধুর ভাষে,
যেতে স্বদেশে।
আমার ধন মান পরিজন কাজ নাই গৃহবাসে।
আমি অভাগা দীন পরাধীন,

আছি রোগে শোকে পাপে তাপে পিতামাতা-হীন ;
কবে যাবে জ্বালা প্রাণ জুড়াবে, হৃদে পেয়ে প্রাণেশে ।
আর কত দিন এই আঁধারে পড়ে,
থাক্‌ব বিদেশেতে একাকী সেই মায়ের কোল ছেড়ে
আর ফিরাব না পাষাণ মনে জননীরে নিরাশে ।
এবার পাইলে সেই হারাণ রতন,
রাখব মনের সাধে হৃদে গেঁথে করিয়ে যতন ;
যাবে জন্মদুখীর সকল দুখ প্রেম-বারি পরশে ॥৬১॥

বাউলে সুর—তাল একতালা ।

কি হবে আর ভেবে অসার ভাবনা ।
দয়াল নাম রসে ডুবে থাক না ।
তত্ত্ব-সুধা পান করে, মত্ত হয়ে প্রেমের ঘোরে,
পরম আনন্দে কর পরব্রহ্মের যোগ সাধনা ;
সকল দুঃখ দূরে যাবে পূরিবে মনস্কামনা ।
মায়ার কাননে বসি, ভ্রান্ত হয়ে দিবানিশি
যাদের তরে ভাবিতেছ তারা কেউ সঙ্গে যাবে না ;
যা করেন বিধি তাই হবে, ভাবিলে কিছু হবেনা ॥৬২॥

বাউলে সুর—তাল একতালা।

(কি হবে আর ভেবে অসার ভাবনা—সুর।

প্রেমতত্ত্ব রসে ডুবে দেখ্‌রে আমার মন রে।
দেখে অবাক্ হবি, ভুলে যাবি,
কত পাবি অমূল্য রতন রে।
কি ছার সুখের লোভে, রাত্রি দিন মর ভেবে,
তবুত মনের সুখে, গেলনাক কোন দিন;
(ও তোর) সুখ তৃষ্ণা মরীচিকার
(কভু) হবে না বারণ রে।
প্রেমবারি পান করিলে, সব দুঃখ যাবে চলে,
প্রেম হিল্লোলে সুখে, করিবে সন্তরণ রে;
(ও তোর) হৃদয় মাঝে প্রেমের খনি,
কর তায় অবতরণ রে ॥৬৩॥

বাউলে সুর—তাল একতালা।

প্রেম সাগরের তরঙ্গ দেখে ভয় কর না।
এই যে দেখিছ বিশাল বিক্রম,
এতে ডুবিলেও মানুষ মরে না।

যে জন সাহসে ভর করে, অগাধ প্রেম সিন্ধুনীরে,
একবার ডুবিতে পারে ;
সে আর চাহেনা ফিরে আসিতে, মগ্ন হয়ে আনন্দেতে,
করে রত্ন আহরণ, মহামূল্য ধন,
ভুলে জন্মের মতন সংসার বাসনা।
বিষয় বুদ্ধি বিলোপ হবে, ঐহিকের সুখ চলে যাবে,
এমন আর তা ভাব্‌লে কি হবে ;
যদি এ পাপ জীবন দিলে, অনন্ত জীবন মিলে,
তাতে আছে কিবা ক্ষতি, ওরে ভ্রান্তমতি,
সত্য কেন ভাব কল্পনা ?
যদি প্রেমে পাগল হয়ে, একেবারে যাও হে বয়ে,
স্বর্গের সুখ পাবে হৃদয়ে ;
বিষয় মদে পাগল যারা, তোমায় পাগল বলবে তারা,
কিন্তু দিব্য জ্ঞান প্রভাবে, দেখ্‌বে তুমি সবে,
(যেন) চক্ষু থাক্‌তে হয়ে আছে কাণা ॥৬৪॥

বাউলে সুর—তাল যৎ।

আর কি দেখ রে সদা শুদ্ধ শান্ত মনে।
সচৈতন্যে পূর্ণব্রহ্মে ডাক।

ত্যাজিয়ে সংসার আশা, পূর্ণ কর মন-আশা,
যে জন্যেতে ভবে আসা, দেখ যেন ভুলনাক।
ধন জন যৌবন, লজ্জা ভয় অভিমান,
সকল দিয়ে বিসর্জ্জন, পিতার চরণতলে পড়েথাক ॥৬৫॥

রাগিণী পিলু—তাল পোস্ত।

চল সে অমৃত ধামে শান্তিহারা নরনারী।
শীতল হবে যদি চল সবে ত্বরা করি।
যেখানে নাহি শোক, নাহি পাপ নাহি দুঃখ,
আনন্দ সমীরণ বহে যথা স্নিগ্ধকারী।
খোল হৃদয়দ্বার, ঘুচিবে সব আঁধার,
তাঁর পুণ্য আলোকে ভাসিবে দিবা সর্ব্বরী॥
প্রেমসিন্ধু সলিলে, মগন না হইলে,
পাবে না শান্তি সুধা সুমিষ্ট চিত্তহারী।
প্রাণসখারে ভুলে, কার প্রেমে মজিলে;
হায়, পান না করিলে সে প্রেমবারি ॥৬৬॥

রাগিণী দেশ—তাল কাওয়ালি ।

পরমেশ্বর এক তুহি ভজ রে প্রাণ,
আরও কহাঁভি নেহি ওয়াকে কোহি সমান।
শ্বেত ন পীত ন রক্ত ন আকার ;
সকল সৃষ্টি রচো, সো প্রভু হামারা,
এক ব্রহ্ম কো হৃদে রাখো রে ধ্যান ॥৬৭॥

রাগিণী দেশ—তাল তেওট ।

পরিপূর্ণমানন্দং ;
অঙ্গবিহীনং স্মর জগন্নিধানং ।
শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্বাচোহবাচং,
বাগতীতং প্রাণস্য প্রাণং পরং বরেণ্যং ॥ ৬৮ ॥

রাগিণী দেশ—তাল আড়াঠেকা।

তাঁরে ভাব ওরে মন, যে মনের মন ;
নয়নের নয়ন যিনি জীবনের জীবন।
ইন্দ্রিয়ের অগোচর, কিন্তু ব্যাপ্ত চরাচর,
সকলই অনিত্য নিত্য একমাত্র তিনি হন।

জীব জন্তু অগণনা, পতঙ্গ বিহঙ্গ নানা,
অচিন্ত্য রচনা বিশ্ব যাঁহার রচনা ;
যিনি সর্ব্ব মূলাধার, ভ্রময়ে নিয়মে যাঁর,
সর্ব্বদা পবন শশী নক্ষত্র তপন ॥৬৯॥

—

রাগিণী মল্লার—তাল আড়াঠেকা।

(কেনহে বিলম্ব—স্বর)

অলসে থেকনা আর উঠ শয্যা পরিহরে।
সিদ্ধিদাতা সিদ্ধেশ্বর দেখহে দাঁড়ায়ে দ্বারে।
তাঁর কার্য্যে প্রাণমন, কে করিবে সমর্পণ,
স্বর্গ হতে নিমন্ত্রণ, আসিছে শোন অন্তরে।
শুনেছি পুরাণে কয়, বিশ্বাসের সদা জয়,
সর্ষপ আঘাতে গিরি কাঁপয়ে থর থরে ;
পণ করি মন প্রাণে, এস আছ যে যেখানে,
অবিশ্রান্ত তাঁর কার্য্যে রত থাক এ সংসারে।
রণক্ষেত্রে এসে ভাই, কেমনে বা নিদ্রা যাই,
বাজিছে সত্যের ভেরী সুগভীর স্বরে ;

মোহ নিদ্রা পরিহর, ওঠ বাঁধ পরিকর,
উড়িল ব্রহ্মের কেতু দেখ হে দেখ অম্বরে।
জয় সর্ব্বশক্তিমান, জয় করুণা নিধান,
দাও শক্তি মুক্তিদাতা দুর্ব্বল হীন নরে;
এমনি কি দিন হবে, তব কার্য্যে প্রাণ যাবে,
এই ভিক্ষা দীনবন্ধু দেও দাসে কৃপা করে ॥১০॥

রাগিণী মল্লার—তাল আড়াঠেকা।

(ঐ সুর)

ডাক হে ডাক হে আজ ডাক ব্যাকুল অন্তরে,
দুর্ব্বলের বল সেই সিদ্ধিদাতা পরাৎপরে।
এস তাঁর নাম স্মরি, সত্যের প্রতিষ্ঠা করি,
ঘুষি হে সত্যের জয় সবে মিলি সমস্বরে
বিচিত্র বিধানে যাঁর, বীজগর্ভে তরুবর,
গিরিগর্ভ হতে নদী উতরে বেগভরে;
নিশা অন্তে দিবা হয়, দুখ অন্তে সুখোদয়,
করুণা কটাক্ষে তাঁর বিষাদবিপত্তি হরে।

জয় বিঘ্নবিনাশন, জয় বিপদভঞ্জন,
সঙ্কটহরণ নাথ, তার সঙ্কট-সাগরে ;
সব বিঘ্ন পরিহরি, আঁধারে আলোক করি,
কৃপা করি রাখহরি, রাখ রাখ এ দুস্তরে ॥৭১॥

রাগিণী মল্লার—তাল আড়াঠেকা।

কেন হে বিলম্ব আর সাজ সত্যের সংগ্রামে।
সেনাপতি বিশ্বপতি সহায় রণে।
কর ব্রহ্ম নাম ধ্বনি, কাঁপায়ে গগন মেদিনী,
বিশ্বাসের পরাক্রম দেখাও জীবনে।
ব্রহ্ম কৃপা হি কেবল, কর সঙ্গের সম্বল,
শান্তি অসি করে ধরি বিনাশ রিপুগণে ;
লোক ভয় পরিহরি, চল চল ত্বরাকরি,
প্রভুর আজ্ঞা পালন কর প্রাণ পণে।
সাধিতে পিতার কায, পর হে সমর সাজ,
বাজাও বিজয় ভেরী গভীর গরজনে ;
বিবেক নির্ম্মল হয়ে, বল অকপট হৃদয়ে,
জীবের নাহি আর গতি, দয়াল নাম বিহনে ॥৭২॥

রাগিণী স্থুরট—তাল একতালা।

জীবন্ত ঈশ্বর এই ত বর্ত্তমান।
এ যে দেখিবার ধন, অমূল্য রতন,
তৃপ্ত কি হয় মন, করি অনুমান ?
এই ত সর্ব্বগত সকলের আশ্রয়,
জাগ্রত প্রহরী পূর্ণ জ্ঞানময়,
এই ত পাপীর বন্ধু দীন দয়াময়,
পূর্ণকর্ম্মা পুরুষপ্রধান।
এইত চিন্তামণি, চিরন্তন ধন,
এইত দয়াল প্রভু হৃদয়রতন,
প্রাণের ঈশ্বর, প্রাণের ভিতর,
কোথা যাব আর করিতে সন্ধান ?
এইত নিত্য সত্য ব্রহ্ম সনাতন,
স্থন্দর প্রকৃতি প্রেমের গঠন,
কিবা পুণ্যপ্রভা, অপরূপ শোভা,
শান্তি রসে ভরা প্রসন্ন বদন।
স্থানেতে এখানে, সময়ে এক্ষণ,
প্রাণসখা আমার প্রিয়দরশন,

দেখিলে জুড়ায় তাপিত জীবন,
হারাইলে হৃদয় হয় যে শ্মশান ॥৭৩॥

রাগিণী সুরট মল্লার—তাল একতালা।

মন চল নিজ নিকেতনে।
সংসার বিদেশে, বিদেশীর বেশে,
ভ্রম কেন অকারণে?
বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ,
সব তোর পর কেহ নয় আপন,
পর-প্রেমে কেন হয়ে অচেতন,
ভুলিছ আপন জনে?
সত্য পথে মন কর আরোহণ,
প্রেমের আলো জ্বালি চল অনুক্ষণ,
সঙ্গেতে সম্বল রাখ পুণ্য ধন,
গোপনে অতি যতনে;
লোভ মোহ আদি পথে দস্যুগণ,
পথিকের করে সর্ব্বস্ব মোষণ,
পরম যতনে রাখ রে প্রহরী,
শম দম দুই জনে।

সাধু সঙ্গ নামে আছে পান্থ ধাম,
শ্রান্ত হলে তথায় করিবে বিশ্রাম,
পথ ভ্রান্ত হলে সুধাইবে পথ।
সে পান্থনিবাসীগণে ;
যদি দেখ পথে ভয়ের আকার,
প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার,
সে পথের রাজার প্রবল প্রতাপ,
শমন ডরে যাঁর শাসনে ॥১৪॥

রাগিণী সুরট মল্লার—তাল একতালা।

(মন চল নিজ নিকেতনে—সুর)

মন যাবে যদি পুণ্যধামে।
জ্ঞানের নয়নে, ভক্তির অঞ্জনে,
মাখি দেখ তাঁর পানে।
শুধু জ্ঞানে মুক্তি হবে না তোমার,
দিবসের মাঝে দেখিবে আঁধার,
নিরাশে পড়িয়ে করি হাহাকার,
হারাবে এমন প্রাণে।

জ্ঞান ভক্তি মন যতনে মিশায়ে,
বিশ্বাসের কেতু গগনে উড়ায়ে,
প্রসন্ন হৃদয়ে চলরে নির্ভয়ে,
পুণ্য নিকেতন পানে;
লোক লজ্জা ভয় করোনা গণনা,
জয় ব্রহ্ম জয় করোরে ঘোষণা,
বিপদ যন্ত্রণা রবে না রবে না,
সেই বিশ্বজয়ী নামে।
নও তুমি মন হীন এ প্রকার,
রাজা রাজেশ্বর পিতা যে তোমার,
তাঁরি আলিঙ্গনে আছ নিশি দিনে,
বাঁচ তাঁরি দয়া গুণে;
তবে বল মন একি আচরণ,
শতবার বলি করনা শ্রবণ,
যায় যে জীবন, কতবা মগন,
রহিবে বিষয় কামে ॥৭০॥

রাগিণী সুরট মল্লার—তাল একতালা।

(মন চল নিজ নিকেতনে—সুর)

মন কে বল গুরু সংসারে ?
বিনা জ্ঞানময়, পিতা দয়াময়,
যিনি অন্তর্যামী, সকল জেনে,
উপদেশ দেন অন্তরে।
বেদ তন্ত্র পুরাণ পড়ে বহুতর,
জ্ঞানবলে মন কর অহঙ্কার,
প্রলোভন এলে জ্ঞান বল লয়ে,
কি হবে তখন বল ?
পাপ কূপে পড়ি কর হায় হায়,
কে তারিবে তোমায় দেখি নিরুপায় ;
কত গুণী জ্ঞানী হয়ে অভিমানী,
ডুবিল পাপ সাগরে ;
গুরু বলে তাঁর লও রে শরণ,
অহঙ্কার ছাড়ি হও অকিঞ্চন,
পিতার চরণে থাকরে পড়িয়ে,
শুনিবে মধুর বাণী ;

বিপদ সম্পদে পাবে উপদেশ,
না থাকিবে মনে সংশয়ের লেশ,
মধুর বচনে হৃদয় জুড়াবে,
যাবে ভবার্ণব পারে।
উপদেশ তিনি দেন নিরন্তর,
তাহা না পালিয়ে বধির অন্তর,
পাপে তাপে ডুবে কর হাহাকার,
ওরে ভ্রান্ত মম মন।
তাঁহার আদেশ মস্তকে ধরিয়ে,
করহে পালন জীবন সঁপিয়ে,
গুরুমন্ত্র তাঁর শুন নিরন্তর,
না রবে পাপ আঁধারে ॥ ৭৬॥

রাগিণী সুরট মল্লার—তাল একতালা।

(ঐ সুর)

কেন কর মন বৃথা ভয় ?
ভব কর্ণধার, করিবেন উদ্ধার,
কি আছে, এতে সংশয় ?

দূরে যায় ভয়, যাঁহার স্মরণে,
কি ভয় আছেরে, তাঁহার ভবনে,
দয়ার তাঁহার, নাহি নাহি পার,
জেনোরে স্থির নিশ্চয়॥
স্থর্য্য যদি সৌর জগত হইতে,
কক্ষভ্রষ্ট হয়ে পড়ে অবনীতে,
নিভে চন্দ্র তারা চূর্ণ হয় ধরা,
চিহ্ন মাত্র নাহি রয়;
তথাপিও পাপী, পাবে পরিত্রাণ,
প্রতিভূ আপনি, করুণানিধান,
পদ তরি দানে, পতিত সন্তানে,
রাখিবেন প্রেমময়॥
আশা রথে সুখে, করি আরোহণ,
ক্রমে ঊর্দ্ধমুখে, কররে গমন,
যদি দৈব দোষে পড়ে যাও খসে,
দিবেন তিনি আশ্রয়;
জয় জগদীশ ধ্বনি করো সুখে,
বাধা বিঘ্ন নাহি রহিবে সম্মুখে,

তাঁরি কৃপা বলে, মন অবহেলে,
লভিবে শান্তিনিলয় ॥৭৭॥

রাগিণী সুরট মল্লার—তাল আড়াঠেকা।

শুধু ব্রহ্মে জানিলে কি ফল?
লভিতে নারিলে জেনো সকলি নিষ্ফল।
রজত-স্বর্ণ আকরে, মুকুতা আছে সাগরে,
যায় কি দারিদ্র্য দুখ জানিলে কেবল?
নানা তত্ত্ব আছে গ্রন্থে, নানা ভাব আছে মন্ত্রে,
শুনিলে কি হয় কভু, বিদ্বান্ সকল?
অতএব বলি শুন, করিয়ে নানা সাধন,
লভ সে অমৃত ধন, জীবন হবে সফল ॥৭৮॥

রাগিণী গৌড়মল্লার—তাল চৌতাল।

গাও তাঁরে গাও সদা, তরুণ ভানু
যবে অচেতন জগতে দেও প্রাণ।
জন-হৃদয় প্রফুল্ল-কর চন্দ্র তারা,
সবে মিলে মিলে গাও তাঁরে।

সুগভীর গরজনে কাঁপাইয়ে গগন মেদিনী,
মহেশের মহৎ যশ ঘোষ বারিদ ;
সবে মিলে মিলে গাও তাঁরে।
প্রবল সিন্ধু, স্রোতস্বতী, প্রফুল্ল কুসুম, বনরাজি,
অগ্নি, তুষার, কেহই থেক না নীরব ;
যত বিহঙ্গ চিত্র বিচিত্র সবে, আনন্দ রবে,
গাও বিশ্ববিজয়ী ব্রহ্মনাম,
সবে মিলে মিলে গাও তাঁরে ॥৭৯॥

রাগ মেঘ—তাল ঝাপতাল।

বিপদ-রাশি দুঃখ দারিদ্র্য কি করে ;
যে নিরঞ্জন পরমে ধ্যান করে ?
কি ভয় লোক-ভয়ে ;
বিশ্বপতি মহেশ রাজরাজের প্রসাদ-বারি-গুণে,
বিপদ-সাগর অনায়াসে তরে।
নিয়ত বহে আনন্দ-পবন, তাহে পাই নব জীবন,
নিমেষে সকল পাপ তাপ হরে।

হৃদয় আকাশে, জ্যোৎস্না প্রকাশে
যখন দেখি সেই করুণাকরে ॥৮০॥

রাগিণী হাম্বীর—তাল ধামাল।

আজি সবে গাও আনন্দে,
তাঁর পবিত্র নাম লয়ে জীবন কর সফল।
সরল হৃদয় লয়ে, চল সবে অমৃতের দ্বারে,
কত সুধা মিলিবে
দুর্ব্বল সবল, ভীরু অভয়,
অনাথ গতিহীন হয় সনাথ,
সেই প্রেম শশী যবে মধু বরষে
সাধুর হৃদয়াধারে ॥৮১॥

রাগিণী কেদারা—তাল কাওয়ালি।

অহঙ্কারে মত্ত সদা অপার বাসনা;
অনিত্য যে দেহ মন জেনে কি জান না।
শীত গ্রীষ্ম আদি সবে, বার তিথি মাস রবে,
কিন্তু তুমি কোথা যাবে, একবার ভাবিলে না।

এ কারণে বলি শুন, ত্যজ রজস্তমোগুণ,
ভাব সেই নিরঞ্জন এ বিপত্তি রবে না ॥৮২॥

রাগিণী কেদারা—তাল কাওয়ালি।

নিরঙ্কার নিরঞ্জন ধ্যায় ওরে মন।
চিন্ময় আনন্দরূপ হৃদয়রঞ্জন॥
সংযত করিয়ে চিত, হয়ে শান্ত সমাহিত,
অনন্ত কালের হিত, কররে মনন।
যোগিজন-মনোহর, রূপ অতুলন,
অরূপ রূপ মাধুরী, প্রাণ বিমোহন;
বঞ্চিত হওরে কেন, লভিতে পরম ধন,
সার্থক কর জীবন, হেরি সে হৃদি-শোভন ॥৮৩॥

রাগিণী কেদারা—তাল আড়াঠেকা।

এমন চির শরণ, আছে কি আর কোথায়?
লইলে তাঁর আশ্রয়, ভয় তাপ দূরে যায়।
যাঁরে অবলম্ব করে, সদা গগন প্রান্তরে,
রবিতারা শশধরে, শোভে বিচিত্র শোভায়।

জীবজন্তু শত শত, আশ্রয়ে যাঁর নিয়ত,
লভিতেছে নানামত অন্নপান, যে যা চায়।
লহরে শরণ তাঁর, যাবে বিঘ্ন দুঃখ ভার,
পাইবে শান্তি অপার, তাঁহারই কৃপায় ॥৮৪॥

রাগিণী কেদারা—তাল চৌতাল।

যোগী জাগে, ভোগী রোগী কোথায় জাগে?
ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দ রসপান,
প্রীতি ব্রহ্মে যাঁর সেই জাগে।
ধন্য সাধু সুখী সেই, যে আপন মন আসনে,
রাখিতে তাঁরে পারে।
ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, পাপ ত্যাগ, ন্যায় সত্য ক্ষমা দয়া
যাঁর, তাঁর লাভ ব্রহ্মধাম ॥৮৫॥

রাগিণী পুরবী—তাল আড়া।

অবিশ্রান্ত ডাক তাঁরে সরল ব্যাকুল অন্তরে।
হৃদয়ের ধন সেই প্রিয়তম প্রাণেশ্বরে ॥

এই যে সংসার ধাম, নহে নিরাপদ স্থান,
যতনে সঞ্চিত পুণ্য নিমেষে হরণ করে।
মুক্তি পথে নিরন্তর, সবে হও অগ্রসর,
সম্মুখেতে স্বর্গরাজ্য পশ্চাতে চেওনা ফিরে ॥৮৬॥

রাগিণী পূরবী—তাল আড়া।

দিবা অবসান হল কি কর বসিয়া মন?
উত্তরিতে ভবনদী করেছ কি আয়োজন?
আয়ু-সূর্য্য অস্ত যায়, দেখিয়ে দেখ না তায়,
ভুলিয়ে মোহ মায়ায়, হারায়েছ তত্ত্বজ্ঞান।
নিজহিত যদি চাও, তাঁহার শরণ লও,
ভব কর্ণধার যিনি, পাপ সন্তাপ-হরণ ॥৮৭॥

রাগিণী পূরবী—তাল একতালা।

দিনে নিশীথে ব্রহ্ম-যশ গাও,
কভু ভুল না ভুল না রে করুণা তাঁর।
খুলে দেও হৃদয় দ্বার তাঁর মুখ আলো দেখি
নাশো মনের আঁধার ॥ ৮৮॥

রাগিণী গৌরী—তাল তেতালা।

অবসান হল দিন দেখ রে নয়নে।
তমোজালে ঘেরিল জীবন তপনে;
ত্বরা করি ডাক রে অধমতারণে।
যিনি এক বান্ধব জীবন মরণে,
সব সঁপে দেও রে তাঁহার চরণে ॥৮৯॥

রাগিণী ইমনকল্যাণ—তাল তেওট।

ভাব সেই একে;
জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে।
যে রচিল এ সংসার, আদি অন্ত নাহি যাঁর,
সে জানে সকল কেহ নাহি জানে তাঁকে।
তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং,
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং,
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ,
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যং ॥৯০॥

রাগিণী ইমনকল্যাণ—তাল আড়াঠেকা।

মায়া-হ্রদে ডুবো না;
পাপের সে সুখাভাসে ভুলনা।
সার নহে সংসার, তিনি মাত্র সার,
যাঁর এই রচনা ॥৯১॥

রাগিণী ইমনকল্যাণ—তাল আড়াঠেকা।

ভাবিছ কি আর!
ডাক না তাঁহারে খুলি হৃদয়-দুয়ার?
প্রাণের ঈশ্বর যিনি, প্রাণে আসিবেন তিনি,
এ হতে সৌভাগ্য তব আছে কিবা আর?
প্রীতি-ফুল-ফুটাইয়ে, রাখহে তুলি হৃদয়ে,
আসিলে সে প্রাণেশ্বর, দিবে তাঁরে উপহার ॥৯২॥

রাগিণী ইমনকল্যাণ—তাল চৌতাল।

তাঁরে ভজ ভজ রে, সেই আদিদেব ভুবননাথ
পরম পুরুষ পরমেশ্বর একাননে
ভক্তিযোগেতে পূজ অবিরত মোক্ষসেতু পাপদমনে,
পবিত্র-হৃদয়ে শোভন-সুরে গাও সতত সেই
জনম মরণ-রহিত সনাতনে। ৯৩॥

রাগিণী ইমনকল্যাণ—তাল চৌতাল।

সবে ডাক ডাক রে,
একতানে একপ্রাণে কৃপানিধানে প্রাণপ্রাণে।
সেই পূর্ণ প্রেমশশী, হৃদাকাশে উদিলে আসি,
শোক আঁধার যায় দূরে,
প্রেম তরঙ্গ উথলে প্রাণে ॥৯৪॥

রাগিণী ইমনকল্যাণ—তাল একতালা।

খোলরে প্রকৃতি! আজি খোলরে তব দুয়ার,
লুকায়ে রেখো না আর, প্রাণ-সখারে আমার।
তৃষিতচাতক সম, পিপাসিত চিত মম,
হেরিতে সেই প্রিয়তম, করিতেছে হাহাকার।
রবি-শশী তারা দল, নদী গিরি জল-স্থল,
ওষধি-তরু সকল, ঢাকিয়ে রেখ না আর।
তাঁহারে মানসপুরে, নিরখি হৃদয় ভরে,
দেখাও বিশ্ব মন্দিরে, বিশ্বাধারে একবার ॥৯৫॥

রাগিণী ইমনকল্যাণ—তাল ধামাল।

শাশ্বতমভয়মশোকমদেহং,
পূর্ণমনাদি চরাচরগেহং।
চিন্ময় শান্তমতে পরমেশং,
স্বীকুরু তত্ত্ববিদামুপদেশং।
দিনকরশিশিরকরাবতিযাতঃ,
যস্য ভয়াদিহ ধাবতি বাতঃ।
ভবতি যতো জগতোস্য বিকাশঃ,
স্থিতিরপি পুনরিহ তস্য বিনাশঃ।
যদনুভবাদপগচ্ছতি মোহঃ,
ভবতি পুনর্ন শুচামধিরোহঃ।
যেন ভবতি বিষয়ঃ করণানাং,
জগতি পরং শরণং শরণানাং॥১৮॥

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল চৌতাল।

প্রথম নাম ওঁকার, ভুবন-রাজ দেব-দেব,
জ্ঞানযোগে ভাব হে তিনি তোমার সঙ্গে।

ভুবনময় যে বিরাজে, ভকত হৃদয় তাঁর সাথ ॥
প্রাণ-প্রাণ হৃদয়-নাথ ভুলনা রে তাঁরে।
রাগ সঙ্গীত মানে, মিলিয়ে অনন্ত ধ্যানে,
তাঁর নাম একতানে, গায় ত্রিভুবনে ;
ভয় কি অভয় দানে. তোষেন জগত-জনে,
ডাক হে আনন্দময়ে তিনি তোমার সঙ্গে ॥৯৭

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল চৌতাল।

ধীর গম্ভীর মনে, বিভু প্রেম আলাপনে ;
দেখরে হৃদয়াসনে আনন্দ রূপ মাধুরি।
হওরে শান্ত সংসার তাপে,
শান্তি সলিলে
করিয়ে স্নান ;
ঘুচিবে সব পিপাসা, পিয়বে শীতল বারি ;
যাঁর প্রেমরস পানে, অমর হয় মানবগণে,
আসিয়ে সেই অমৃত দ্বারে, যেওনা যেওনা ফিরে ॥৯৮॥

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল চৌতাল।

সেই অপরূপ সৎস্বরূপ, চিদানন্দ ব্রহ্মরূপ,
কর ধ্যান ওরে মন হইবে ধন্য পূর্ণকাম।
ছাড়ি মোহ কোলাহল, অদৃশ্য ব্রহ্মাণ্ডে চল,
বিশ্বাস-অচল-শিরে কর ধীরে আরোহণ।
নিভৃত শান্তি-কান্তারে, প্রেম-প্রস্রবণ-তীরে,
গভীর ভক্তিকন্দরে, পাবে তাঁর দরশন ;
অতি সুন্দর সে স্থান, পুণ্যালোকে দীপ্তিমান,
যোগী জন পরমানন্দে করেন যথা যোগ ধ্যান ॥৯৯॥

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল ঝাঁপতাল।
(আহা আর কোথা যাব—স্থর)

চল সেই অমৃত ধামে চল ভাই যাই সকলে ;
নাহি যথা ব্যবধান ইহকাল পরকালে।
ঘুচিবে ভয় ভাবনা, না রবে ভব যাতনা,
নিরাপদে সুখে বাস, করিব পিতার কোলে।
সেখানে নাহি ক্রন্দন, শোক তাপ প্রলোভন.
প্রেমানন্দে ভাসে সবে শান্তি সলিলে ;

অনন্ত জীবন স্রোত, নিরন্তর প্রবাহিত,
প্রেমের লহরী তাহে খেলে আশার হিল্লোলে।
যথায় সাধকগণে, প্রাণযোগ সাধনে,
আছেন মগন হয়ে, জীবন-জলধি-জলে ;
প্রাণাধার পরমেশ্বরে, আত্ম সমর্পণ করে,
অমর হয়েছেন তাঁরা ব্রহ্মকৃপা বলে ॥১০০॥

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল ঝাঁপতাল।

শোকে মগন কেন জর্জ্জর বিষাদে,
ভ্রমিছ অরণ্য মাঝে হয়ে শান্তিহারা ?
যাঁর প্রীতি সুধার্ণবে, আনন্দে রয়েছে সবে,
তাঁর প্রেম নিরখিয়ে মুছ অশ্রুধারা ॥১০১॥

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল ঝাঁপতাল।

জননীর কোলে বসি, কেনরে অবোধ মন,
করিছ রোদন সদা মাতৃহীন শিশু প্রায়।
দেখরে মন, আপনি, নিকটে তব জননী,
মা বলে ডাকিয়ে তাঁরে শীতল কর হৃদয় ॥১০২॥

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল একতালা।

ব্রহ্মরূপ সাগরে মগন হওরে মন।
সে সুধাময় জ্যোতি করবে দরশন॥
অরূপ সচ্চিদানন্দ, পুরুষ মহানন্দ,
উদার প্রশান্ত অলখ নিরঞ্জন।
যাঁহার তেজ পরশে সঞ্চারে নবজীবন,
হৃদয় মাঝে বহে সুখ সমীরণ।
হেরিলে সে বিশ্বরূপে, সচকিত হয় প্রাণ,
যাঁহার প্রভাতে মোহিত ত্রিভুবন।
ত্যজিয়ে অসার চিন্তা, কর চিত্ত সংযম,
যোগানন্দরস পান কররে অনুক্ষণ॥১০৩॥

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল আড়া।

দয়ার সাগর পিতা করুণানিধান;
ভুল না তাঁহারে মন ভুল না কখন।
রোগ শোক পাপ দুঃখে, তিনি হে থাকেন সম্মুখে,
ছাড়িয়ে দুর্ব্বল সুতে, নাহি করেন গমন।

হৃদয় কবাট খুলি, ডাক তাঁরে পিতা বলি,
দেও প্রীতির অঞ্জলি, কর দরশন ॥১০৪॥

রাগিণী বাগশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

মায়াবশে রসোল্লাসে বৃথা দিন যায়।
চিন্তিলে না নিজ শিব অন্তের উপায়।
পড়িলে অজ্ঞান কূপে, ত্রাণ নাহি কোন রূপে,
এখন এই যুক্তি, কর বৈরাগ্য আশ্রয়।
দেহ দেহী যে সৃজিল, ইন্দ্রিয়ে চেতন দিল,
বুদ্ধি জ্ঞান আদি তব সহায় জীবনে,
অনুচিত, মগচিত, না চিন্তিলে হিতাহিত,
তাঁরে ভোল একি ভুল হায় হায় হায় ॥১০৫॥

রাগিণী বাগশ্রী—তাল একতালা।

স্মর পরমেশ্বরে অনাদিকারণে;
বিবেক বৈরাগ্য দুই সহায় সাধনে।
বিষয়ের সুখ নানা বিষয়ীর উপাসনা,
ত্যজ মন এ যন্ত্রণা, সত্য ভাব মনে ॥১০৬॥

রাগিণী সাহানা—তাল ধামাল।

ভয় করিলে যাঁরে না থাকে অন্যের ভয় ;
যাঁহারে করিলে প্রীতি জগতের প্রিয় হয়।
জড় মাত্র ছিলে, জ্ঞান যে দিল তোমায়,
সকল ইন্দ্রিয় দিল তোমার সহায় ;
কিন্তু তুমি ভুল তাঁরে এতো ভাল নয় ॥১০৭॥

রাগিণী সাহানা—তাল ধামাল।

আজি তাঁরে সবে আনন্দে ডাক রে ;
এমন মঙ্গল দিন আসিবে না ত্বরা করে।
তাঁর প্রেম-নীরে করি সবে স্নান,
হৃদি পদ্মাসনে দিয়ে তাঁরে স্থান,
প্রীতি-পুষ্পাঞ্জলি কর তাঁরে দান,
ভকতি চন্দনে চর্চ্চিত করে।
জীবন নৈবেদ্য তাঁর কাছে ধরি,
বিনীত মানসে করযোড় করি,
"প্রসীদ প্রপন্নে" হও কৃপা করি,
চাহ এই বর সবে সকাতরে।

অনুরাগ দীপ জ্বালিয়ে যতনে,
দেখ রে বিভুরে জ্ঞান-নয়নে,
ঐক্য করি দেহ বাক্য আর মনে,
বাজাও জয় শঙ্খ সুমধুর স্বরে ॥১০৮

রাগিণী সাহানা (মিশ্র)—তাল যৎ।

যদি লভিতে বাসনা রে মন, সেই দেব-বাঞ্ছিত চরণ,
একান্ত মনেতে কর পবিত্র যোগ সাধন।
সত্যনিষ্ঠ ভক্ত হয়ে, ডাক সেই প্রাণের ঈশ্বরে,
বিবেক বৈরাগ্যের সহায়ে, সাধ সত্যের সাধন।
ওমন থেকোনারে ক্ষিপ্তপ্রায়,
তোমায় বুঝান যে বড় দায়,
ওরে, রুষ্ট তুষ্ট, সরসনীরস, হও যে তুমি প্রতিক্ষণ।
"শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি" মনেতে নিশ্চয় জানি,
ত্বরায় কর যতন রে, সাধিতে পরম ধন ॥১০৯॥

রাগিণী নারায়ণী—তাল যৎ।

ভজ রে ভজ রে ভবখণ্ডনে,

ভজ রে বিশ্বজন-বন্দনে,

জগত-রঞ্জন ভকত-চিত্ত-বিনোদনে, মোদনে,

পালনে, তারণে, প্রণভজন-সৌভাগ্য-জননে।

শুদ্ধ সত্য জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানে, মুক্তিদাতা জগত প্রাণে,

অন্তরযামী নিত্য পুরাণে, শাশ্বত বিভু কৃপানিধানে,

পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনে, সমস্ত-পাতক-নাশনে,

সর্ব্বলোকাশ্রয়-প্রভবে, সত্যাত্মনে প্রেমাত্মনে ॥ ১১০॥

রাগিণী ছায়ানট—তাল আড়া ঠেকা।

জান না রে কত তাঁর করুণা।

যে জন দেখে না চাহে না তাঁরে,

তারেও করিছেন প্রেমদান।

রসনা কর তাঁর নাম প্রচার,

তাঁর আনন্দ জনন, সুন্দর আনন,

দেখরে নয়ন, সদা দেখরে। ॥ ১১১ ॥

রাগিণী বারোঁয়া—তাল ঠুংরি।

কর সদা দয়াময় নাম গান।
আনন্দেতে অবিশ্রাম।
শীতল হবে রসনা জুড়াইবে প্রাণ।
ঘুচিবে হৃদয় ভার, আনন্দ পাবে অপার,
রসাল দয়াল নাম, অমৃত সমান।
বিষম সঙ্কট কালে, দয়াময় বলে ডাকিলে,
ভয় তাপ যায় চলে, দুঃখ হয় অবসান ॥ ১১ ॥

রাগিণী বারোঁয়া—তাল ঠুংরি।

সবে মিলে গাওবে এখন ;
গাও তাঁরে গায় যাঁরে নিখিল ভুবন।
বিহঙ্গ কাকলি ক'রে, যার নাম সুধা ক্ষরে,
মোহিত গগন গিরি, সুধাংশু তপন।
ছাড়ি মোহ-কোলাহল, সে আনন্দধামে চল,
শোন সে আনন্দধ্বনি, মুদিয়া নয়ন।
সেই পূর্ণ প্রাণেশ্বরে, জগত ভজনা করে,
প্রেম-নয়ন মেলি, কর দরশন।

হৃদয়-মন্দির মাঝে, দেখে সে হৃদয়-রাজে,
মত্ত হয়ে কর তাঁর গুণানুকীর্ত্তন।
ভাই ভগ্নী সবে মিলি, গাও রে হৃদয় খুলি,
বিমল আনন্দ রসে, হও রে মগন ॥১১৩॥

রাগিণী মালকোষ—তাল ধামাল।

হৃদিনিকেতনে, জ্ঞান নয়নে,
যদি নাহি জীব, দেখ হে তাঁহারে।
অন্যে কি তোমারে, দেখাইতে পারে,
সেই সত্য পরাৎপরে?
দিবাকর নিরন্তর, সহ গ্রহ শশধর,
বিস্তারি সহস্রকর, যাঁরে প্রকাশিতে হারে।
চক্ষে নাহি দেখা যায়, বুদ্ধি যারে নাহি পায়,
মনের অতীত জনে, বাক্য কি বুঝাতে পারে?
বিশাল বিশ্ব-বেদান্ত, নাহি পায় যাঁর অন্ত,
গ্রন্থেতে তাঁহার অন্ত, পাবে হে কেমন করে?
না থাকিলে নেত্র-ভাতি কি করিবে সূর্য্য জ্যোতি,
জ্বালিয়ে আত্মার জ্যোতি, দেখ সেই প্রেমাধারে ॥১১৪

রাগিণী বাহার—তাল একতালা।

ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং।
পাশ নাশ হেতুরেষঃ নতু বিচার বাগ্বলং।
দর্শনস্য দর্শনেন মনসোহি নির্ম্মলং;
বিবিধশাস্ত্রজল্পনেন ফলতি তাত কিং ফলং ॥১১৫॥

রাগিণী বাহার—তাল ঝাঁপতাল।

অচল ঘন গহন গুণ গাও তাঁহারি;
গাও আনন্দে সবে রবি চন্দ্র তারা।
সকল তরুরাজি সাজি ফুল ফলে গাওরে;
বিহঙ্গ কুল গাও আজি মধুরতর তানে।
গাও জীব জন্তু আজি যে আছ যেখানে;
জগত পুরবাসী সবে গাও অনুরাগে।
মম হৃদয় গাও আজি মিলিয়ে সব সাথে;
ডাক নাথ, ডাক নাথ বলি, প্রাণ আমারি ॥১১৬॥

রাগিণী বাহার—তাল ভেওট।

তং পরং পরমেশ্বরং।
অমৃতানন্দরূপং পরাৎপরং পরমজ্ঞানং,
বয়ং স্মরামহে বয়ং ভজামহে কারণং,
জনগণ-মানস পরিনিহিতং পরং পরমেশ্বরং।
অস্য নিয়মে দিনকর আভাতি,সুধাংশুঃ সঞ্চরতি খে
মরুতোহস্য ভয়ে পবনশ্চলন্ সঞ্জীবয়তি;
বয়ং স্মরামহে বয়ং ভজামহে পরমং
জন-গণ-মানস-পরিনিহিতং পরং পরমেশ্বরং ॥১১৭॥

রাগিণী সোহিনী বাহার—তাল ঝাঁপতাল।

জগতবন্দনে ভজ পবিত্র হবে জীবন;
পাইবে অনন্ত ফল, লাভ হবে পরম ধন।
অন্ধতম কে এমন তাঁরে যে কভু দেখে না,
ধিক্ সে জীবন তার, পাপ তাপে মগন।
পরম করুণাধার সেই পতিত-পাবন,
তাঁর পদে প্রণম নাহি রহিবে মোহাবরণ;

সুগভীর নিশীথে চন্দ্র সুন্দর মধুর
শোভয়ে যাঁর শোভায়, কেমন তিনি মনোহরণ ॥১১৮

রাগিণী সোহিনী বাহার—তাল যৎ।

নহে ধর্ম্ম শুধু ব্রহ্মে ডাকিলে ;
তাঁর আদেশ পালন নাহি করিলে।
গৃহস্থের গৃহ ধর্ম্ম, কৃষকের কৃষিকর্ম্ম,
সবই ধর্ম্ম, তাঁরি কায ভাবিলে।
কর্ত্তব্য বুঝিবে যাহা, যদি না করহ তাহা,
কি ফল কেবল, তাঁরে ভাবিলে ?
করি সদা প্রাণপণ, কর কর্ত্তব্য পালন,
সরস রাখ হৃদয় প্রেম-সলিলে ;
বাহিরে অন্তর মাঝে, হের সদা প্রাণ-রাজে,
চির সুখ পাবে তাঁরে পাইলে ॥১১৯॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল চৌতাল।

গাও হে তাঁহার নাম, রচিত যাঁর বিশ্বধাম,
দয়ার যাঁর নাহি বিরাম, ঝরে অবিরত ধারে।

জ্যোতি যাঁর গগনে গগনে,
কীর্ত্তি ভাতি অতুল ভুবনে,
প্রীতি যাঁর পুষ্পিত বনে, কুসুমিত নবরাগে।
যাঁর নাম পরশ-রতন, পাপ-হৃদয় তাপ-হরণ,
প্রসাদ যাঁর শান্তিরূপে; ভকত-হৃদয়ে জাগে;
অন্তহীন নির্ব্বিকার, মহিমা যাঁর হয় অপার,
যাঁর শক্তি বর্ণিবারে বুদ্ধি বচন হারে ॥১২০॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ঢিমা তেতালা।

কেন ভোল মনে কর তাঁরে;
যে সৃজন পালন করে সংসারে।
সর্ব্বত্র আছে গমন, অথচ নাহি চরণ,
কর নাহি করে গ্রহণ, নয়ন বিনা সকল হেরে।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁর, দ্বিতীয় নাহিক আর,
নির্ব্বিকার বিশ্বাধার, কে পারে বলিতে তাঁরে ॥১২১

রাগিণী খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

(পিতা দেখ হে দেখ দেখ—স্থর)

ভাই কি ভাব হে, চেয়ে দেখ বারেক নয়নে।
(ঘুমাবে কেমনে)
ভুলে সেই প্রাণেশ্বরে কি দশা জীবনে।
বিবিধ দুষ্কৃতি ভারে, অবিশ্বাস অন্ধকারে,
বদ্ধ দেখ নারীনরে বিষম বন্ধনে।
দুর্নীতি কুরীতি পাশে, পড়ি নেত্র জলে ভাসে,
কাঁদে তারা নিরাশ্বাসে বসিয়ে বিজনে।
কে বলে আশার কথা, কে শুনায় সুখ বারতা ?
চলহে প্রচারি তথা অধমতারণে ॥ ১২২ ॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ঝাঁপতাল।

সেই বিশ্বরাজ বিরাজে হৃদি কন্দরে দেখবে।
হেন স্নেহ-করুণা কার, হেন প্রীতি বা কে ধরে।
কোথা কীট কীট নর, পাপ তাপে জর জর,
কোথা ভূমা-মহেশ্বর, অন্তরে তার বিহরে।

অধঃ-ঊর্দ্ধ যাঁর রাজ্য, অতুল যাঁর ঐশ্বর্য্য,
আজ্ঞাকারী চন্দ্রসূর্য্য, সে যাচে প্রীতি হৃদি-দুয়ারে।
নাহি ক্ষতি লাভ যাঁর, না দিলে প্রীতি-উপহার,
পাবে দেব-অধিকার, এই লক্ষ্য তাঁর রে।
জনম কর সফল, সাধ রে নিজ মঙ্গল,
দাও প্রীতি সুবিমল, অবিলম্বে তাঁরে রে ॥১২৩॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

তার কি দুঃখ বল সংসারে,
যে জন সত্যকে আশ্রয় করে।
করে কাল যাপন, হয়ে হৃষ্ট মন,
দেখে ব্রহ্মরূপ অন্তরে বাহিরে।
নিত্য উপাসনা, ইন্দ্রিয় দমন,
পর উপকার, বৈরাগ্য সাধন,
হইয়াছে যার, জীবনের সার,
সে যায় অনায়াসে ভবপারে।
ব্রহ্মে সঞ্জীবিত থাকি সর্ব্বক্ষণ,
প্রাণপণে করে কর্ত্তব্যপালন,

অটল প্রভুভক্তি, সরল শান্তমতি,
প্রেমার্দ্র হৃদয়ে দেখে সর্ব্ব নরে ॥ ১২৪ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল ঠুংরি।

(গাওরে জগপতি জগবন্দন—স্থর)

মন ভাবরে দয়াময় পদ হৃদিমাঝে।
ভক্তি ভরে কর পূজা, সে চরণ পঙ্কজে।
দেখ সরল অন্তরে বারেক চাহিয়ে,
হৃদয় মন্দিরে সেই মহাপ্রভু বিরাজে।
রসনায় কর তাঁর নাম সংকীর্ত্তন,
মধুর দয়াল নাম কর সদা শ্রবণ ;
কর যুগে কর সদা সে চরণ সেবন,
নয়ন ভরিয়ে দেখ হৃদয়ের রাজে।
বিনীত শান্ত ভাবে বসিয়ে নির্জ্জনে,
ভুবনমোহন রূপ দেখ যোগ ধ্যানে ;
ভক্তিযোগে অনুরাগে হয়ে প্রেমে মগ্ন,
পান কর মকরন্দ বিভুচরণ-সরোজে ॥ ১২৫ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল ঠুংরি।

গাওরে জগপতি জগবন্দন
ব্রহ্ম সনাতন পাতক নাশন।
এক দেব ত্রিভুবন-পরিপালক ;
কৃপা-সিন্ধু সুন্দর ভবনায়ক।
সেবক-মনোমদ মঙ্গল-দাতা,
বিদ্যা-সম্পদ-বুদ্ধি বিধাতা ;
যাচে চরণ ভকত করযোড়ে,
বিতর প্রেম-সুধা চিত্ত-চকোরে ॥ ১২৬ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল ঠুংরি।

কর তাঁর নাম গান ;
যত দিন রহে দেহে প্রাণ।
যাঁর হে-মহিমা জ্বলন্ত জ্যোতি,
জগত করে হে আলো ;
স্রোত বহে প্রেম-পীযূষ-বারি,
সকল জীব সুখকারী, হে।

করুণা স্মরিয়ে তনু হয় পুলকিত,
বাক্যে বলিতে কি পারি ;
যাঁর প্রসাদে এক মুহূর্ত্তে
সকল শোক অপসারি, হে।
উচ্চে নীচে দেশ দেশান্তে,
জলগর্ভে কি আকাশে ;
অন্ত কোথা তাঁর, অন্ত কোথা তাঁর,
এই সদা সবে জিজ্ঞাসে, হে।
চেতন-নিকেতন, পরশরতন,
সেই নয়ন অনিমেষ ;
নিরঞ্জন সেই, যাঁর দরশনে,
নাহি রহে দুখ লেশ, ॥১২৭॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

(ধন্য ধন্য ধন্য আজি—স্বর)

ভজরে প্রভু দেবদেব সরব হিতকারীরে।
মননে পাপতাপ যায়, অন্তর-দুখহারীরে॥

যাঁহার দয়ার নাহিক পার,
অবিরত স্রোত বহিছে তাঁর,
তাঁহারে সঁপিলে মন প্রাণ,
কি ভয় তোমারি রে ?
তাঁহারি প্রীতি কুসুমকাননে,
তাঁহারি শকতি অসীম গগনে,
হেরিলে পুলকে পুরয়ে কায়,
উথলে প্রেমবারিরে।
অমৃত জলেরি সেইত সাগর,
কেন কাছে থাকি তৃষায় কাতর,
অনায়াসে পান কররে সে জল,
চরম শান্তিকারীরে ॥১২৮॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল যৎ।

পুণ্য-পুঞ্জেন যদি প্রেমধনং কোঽপি লভেৎ,
তস্য তুচ্ছং সকলং।
যাতি মোহান্ধতমঃ প্রেমরবেরভ্যুদয়ে,
ভাতি তত্ত্বং বিমলং।

প্রেম সূর্য্যো যদি ভাতি ক্ষণমেকং হৃদয়ে,
সফলং হস্ততলং ॥১২৯॥

———

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল ঠুংরি।

সেই এক পুরাতনে, পুরুষ নিরঞ্জনে,
চিত্ত-সমাধান কর রে।
আদি সত্য তিনি, কারণ-কারণ,
প্রাণরূপে ব্যাপ্ত চরাচরে;
জীবন্ত জ্যোতির্ম্ময়, সকলের আশ্রয়,
দেখে সেই যে জন বিশ্বাস করে।
অতীন্দ্রিয়নিত্য চৈতন্য স্বরূপ,
বিরাজিত হৃদি-কন্দরে;
জ্ঞান প্রেম পুণ্যে, ভূষিত নানাগুণে,
যাঁহার চিন্তনে সন্তাপ হরে।
অনন্ত গুণাধার, প্রশান্তমূরতি,
ধারণা করিতে কেহ নাহি পারে;
পদাশ্রিত জনে, দেন দেখা নিজগুণে,
দীন হীন বলে দয়া করে।

চিরক্ষমাশীল, কল্যাণ-দাতা,
নিকট সহায় দুঃখ-সাগরে;
পরম ন্যায়বান, করেন ফলদান,
পাপ পুণ্য কর্ম্মানুসারে।
প্রেমময়, দয়াসিন্ধু কৃপানিধি,
শ্রবণে যাঁর গুণ আঁখি ঝরে;
তাঁর মুখ দেখি, সবে হও হে সুখী,
তৃষিত মন প্রাণ যাঁর তরে।
বিচিত্র শোভাময়, নির্ম্মল প্রকৃতি,
বর্ণিতে সে অপরূপ বচন হারে;
ভজন সাধন তাঁর, করবে নিরন্তর,
চিরভিখারী হয়ে তাঁর দ্বারে ॥১৩০॥

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল ঠুংরি।

আজি প্রাণ মন খুলে, সেই প্রাণেশ্বরে,
সব বন্ধু মিলে ডাকি রে।
দেখরে দুর্গতি বারেক চাহিয়ে
কি আছে যাতনা বাকি রে;

পাপে তাপে জর জর, দেখহে নারীনয়,
সংসার বন্ধনে থাকিরে।
ভাবত ঢুর্দ্দিনে দেখিযে নয়নে,
কেমনে ঘুমায়ে থাকিবে,
এস হে এস হে তবে, মিলিয়া বান্ধব সবে,
প্রাণপণে আজি ডাকিরে।
ব্যাকুল অন্তরে করিলে রোদন
প্রার্থনা পূরিবে নাকি রে;
এস তবে সমস্বরে, কাঁদিহে তাঁর দ্বারে,
চরণে মস্তক রাখি রে ॥১৩১॥

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল ঠুংরি।

দয়াময় বলে সদা প্রাণ ভরে,
ডাক তাঁরে সবে, আনন্দে মিলিয়ে।
স্নেহের আধার, মায়ের মতন,
অতুল যতন, আর কেবা করে।
নিজে ক্রোড়ে করে. পাপীগণে লয়ে,

মধুর বচন আর কেবা বলে।
ভুলনারে কভু এমন সুহৃদে,
হৃদয় মাঝারে সদা রেখ তাঁবে ॥১৩২॥

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল ঠুংরি।
(লক্ষ্ণৌ ঠুংরি)

বিভু-পদ-কমল-পীযূষ-রসে,
মজ রে পিপাসু মন মধুকর।
বিষয় সুখ আশে, কেন রে মায়াবশে,
ভব কণ্টক বনে বৃথা ভ্রমণ কর ?
মধুলোভে কত, প্রেমিক ভকত,
বিহরিছে ও পদ পঙ্কজ ভিতর ;
বিমোহিত হয়ে, আছে লুকাইয়ে,
সুধাপানে আনন্দিত অন্তর।
ও চরণ সরোজে, বিমল দল মাঝে,
সাধু সঙ্গে সদা সুখে বাস কর ;
নিশ্চিন্ত মনে, বসি পদ্মাসনে,
পিয় রে মকরন্দ নিরন্তর ॥১৩৩॥

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল ঠুংরি।

(লক্ষ্ণৌ ঠুংরি)

কিস্ শোচ্ বিচারমে বয়ঠে হো,
মন্ শুধ্ করো ভাই এক্ ছিন্‌কো।
জগ্ চিন্তাকো সব্ দূর করো,
আউর ত্যাগো ধ্যান বিষয় ধন্‌কো,
প্রভু পূজামে অনুরাগ করো,
আউর প্রস্তুত হো হরি কীর্ত্তনকো।
পরিত্রাণকে প্রতি সব্ ব্যাকুল হো,
তুম আকুল হো প্রভু দর্শনকো।
ভক্তি আউর প্রেমকে ফুলোঁসে,
ভব পূর করো হৃদ-কাননকো।
একান্ত সুধা রস্ পান করো,
আউর শান্তি কব আপনে মন কো ॥ ৩৪ ॥

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

শান্তি কোথা আছে আর,
অমৃত সাগর বিনা ?

ভুলে সে অমৃতে যেই, বিষয় বিষের কুণ্ডে,
করে শান্তি অন্বেষণ, ভ্রমবুদ্ধি তার।
ওরে সন্তাপিত জীব, বৃথা কেন ভ্রমিতেছ,
কাঁদিতেছ ভবারণ্যে, হয়ে শান্তিহারা;
অমৃত সাগরে যাও, যাবে তাপ পাবে শান্তি,
সকলের তরে আছে মুক্ত তাঁর দ্বার ॥১৩৫॥

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

ক্ষণমিহ চিন্তা কর সৎস্বরূপ নিরঞ্জন।
ত্যজ মন দেহগর্ব্ব, খর্ব্ব হবে রিপুগণ।
সম্মুখে বিষয়-জাল, পশ্চাতে নিষাদ কাল
গেল কাল অন্তকাল ভাব রে এখন;
যাঁহতে উৎপত্তি স্থিতি, তাঁহাতে নাহিক প্রীতি,
এ তোর কেমন রীতি, ওরে দম্ভময় মন ॥১৩৬॥

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

এত সাধনের ধন পেয়ে হৃদি নিকেতনে;
বিষয় অরণ্যে তাঁরে হারাইও না অযতনে।

মুনীন্দ্র যোগীন্দ্র কত, যোগ ধ্যানে সদা রত,
অমরগণ নিয়ত, নিরত যাঁর মননে।
যে ধনে হৃদয়ে ধরি, রাজ্যপদ তুচ্ছ করি,
কত সাধু ব্রহ্মচারী, আছে রে আনন্দমনে।
সংসার সন্তাপানলে, রবে হে যদি কুশলে,
সতত হৃদি কমলে, রাখ তাঁরে সযতনে ॥১৩৭॥

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

হায় কি কঠিন তুমি, কি ভুলে ভুলেছ তাঁরে।
তিলেকের তরে যিনি, না ভুলেন তোমারে ॥
নিয়ে পুত্র পরিজন, আছ সুখে অচেতন,
মোহের মধুর স্বরে, ভুলিয়ে জীবন ধন ;
ঐ দেখ তুমি যাঁরে, ভাব না তিলেক তরে,
নিদ্রা নাই চক্ষে তাঁর, বসিয়ে তব শিয়রে ॥১৩৮॥

রাগিণী বেহাগ—তাল ঠেকা।

গভীর নিশীথে কেন জাগিলি রে মন,
কেন এত ব্যাকুলিত এত উচাটন ?

জননী নিদ্রার কোলে, দেহ মন সঁপেছিলে,
অকস্মাৎ কি ভাবিলে, মেলিলে নয়ন।
চেয়ে দেখ জগজ্জন, মৃত তুল্য অচেতন,
প্রকৃতিও সমাহিত, নাহিক স্পন্দন;
জীবন-তরঙ্গ রব, গাঢ় নিস্তম্ভিত সব,
জাগ্রত জগতপুরে, মাত্র এক জন।
যদি তাঁর কৃপাবলে, ঈদৃশ গভীর কালে,
যোগি-জন-স্পৃহণীয় পাইলে চেতন;
ডুব তাঁর ধ্যানে মন, স্থাপ হৃদে শ্রীচরণ,
জপ ব্রহ্মনাম, হবে সার্থক জীবন॥১৩৭॥

রাগিণী বেহাগ তাল ঠেকা।

রে শশাঙ্ক মনোহর বলনা আমায়।
এমন মোহন রূপ পাইলে কোথায়॥
বরষি অমৃত রাশি, হাসিছ কি চারু হাসি,
ভাসিছ আনন্দ নীরে, দেখে প্রাণ জুড়ায়॥
ধরণীনিবাসি গণ, ঘোর ঘুমে অচেতন,
জাগিছ গগনে তুমি, প্রহরীর ন্যায়।

তৃষিত হৃদয় আমি. দেখাও আমারে তুমি.
এ রুচির রূপরাশি, যে দিল তোমায় ॥১৪০॥

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা ।

ভাব তাঁরে অন্তরে যে বিরাজে,
অন্য কথা ছাড় না ।
সংসার সঙ্কটে. ত্রাণ নাহি কোন মতে,
বিনা তাঁর সাধনা ॥ ১৪১ ॥

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা ।

পরনিন্দা পরপীড়া এ বুদ্ধি কেন ত্যজ না ।
বারবার পাপাচারে পাইবে ঘোর যাতনা ।
তমোগুণাক্রান্ত মতি, পরদ্বেষে হৃষ্ট অতি,
লক্ষ্য কর আত্ম-প্রতি, কুটিলতা ত্যজ না ।
জ্ঞান কর উদ্দীপন, ধর্ম্ম কর আভরণ,
সফল হবে জীবন, ঘুচিবে মনোবেদনা ।
আত্মাকে পবিত্র করি, অহঙ্কার পরিহরি
সত্যের সহায় ধরি, কর ব্রহ্ম উপাসনা ॥ ১৪২ ॥

রাগিণী বেহাগ—তাল রূপক।

প্রেমমুখ দেখ রে তাঁহার।
শুভ্র সত্যস্বরূপ সুন্দর নাহি উপমা তাঁর।
যায় শোক, যায় তাপ যায় হৃদয় ভার;
সর্ব্ব সম্পদ তাহে মিলে যখন থাকি তাঁর সাথ।
না থাকে সংসার তাপ, করেন ছায়া দান;
সকল সময়ে বন্ধু তিনি এক, সম্পদে বিপদে।
যদি আসে তাঁর কাযে, দিয়াছেন যে প্রাণ,
ছাড়ি যাব অনায়াসে, তাঁরে করিব দান॥ ১৪৩॥

রাগিণী বেহাগ—তাল রূপক।

আজি তাঁরে লভ রে যতনে।
সেই দেব-দুর্ল্লভ অমৃত-রতনে॥
পাইলে সে ধন হৃদয়-কন্দরে,
দুঃখ শোক-তাপ যায় হে অন্তরে,
তাই হে সতত লোক-লোকান্তরে,
ধ্যায়িছে দেবগণ একান্তে সে ধনে।

সেই ধন তরে হয়ে অনুরাগী,
এই অধোলোকে কত শত যোগী,
তুচ্ছ করি সব, হইয়ে বিবেকী,
ধ্যায়িছে গাইছে তাঁরে এক মনে।
আত্ম-সুখে সবে দিয়ে জলাঞ্জলি,
দিতেছে তাঁহারে প্রীতি পুষ্পাঞ্জলি,
তাঁর প্রিয় কার্য্য সাধিছে কেবলি,
সুখে নিশি-দিন কত সাধু-জনে ॥১৪৪॥

রাগিণী বেহাগ—তাল ধামাল।

অমৃত ধনে কে জানে রে, কে জানে রে।
প্রখর বুদ্ধি না পেয়ে আসে ফিরে,
তিনি হে অকিঞ্চন-গুরু।
ব্যাকুল অন্তরে, চাহ রে তাঁহারে,
প্রাণ মন সকলি সঁপিয়ে;
প্রেমদাতা আছেন ক্রোড় প্রসারি
যে জন যায় নাহি ফিরে ॥১৪৫॥

রাগিণী বেহাগ—তাল কাওয়ালি।

উঠ, ওহে জাগো, না রহিও ঘোর নিদ্রাতে।
দীন হীন মলিনতা দূর কর,
মৃত দেহ সমান হে রবে কত।
সব যাত্রী গেল পার হইয়ে, দেখ চাহিয়ে,
আর বিলম্ব তো ভাল নয়,
উঠ, চল, কর ত্বরা, সেই শান্তি গৃহ পাইবে॥১৪৬॥

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

দেখিতে তরঙ্গময় ভব পারাবার।
তরঙ্গ সে কিছু নয়, আতঙ্কই সার।
অসীমের ভাব যত, হৃদয়ে আনিবে, তত
ক্ষুদ্র তৃণটীর মত দেখিবে সংসার।
কত ঝড় বয়ে যাবে, কি ভয় কি ভয় তবে,
হৃদয় অটল রবে;
অতিক্রমি দুঃখ শোকে, অনন্ত অনন্ত লোকে,
নিরখিবে অনন্তের মহিমা অপার॥১৪৭॥

রাগিণী কুকব—তাল আড়াঠেকা।

চল চল যাইহে সে দেশে ;
হেরিবে যদি প্রাণেশে।
ব্রহ্ম কল্পতরুমূলে, প্রীতি স্রোতস্বতী কূলে,
পুণ্যের কুসুম বনে কর চিরবাস ;
করি নিত্য সুধাপান, লাভ হবে দিব্য জ্ঞান,
(আর) থেকো না অলসে।
চল যাই আনন্দপুরে, নিভৃত হৃদি-কন্দরে,
প্রাণ মন্দিরে গিয়ে, করি যোগ সাধন ;
(করি) ইচ্ছাতে ইচ্ছা মিলন, সফল হবে জীবন,
তাঁহার পরশে ॥ ১৪৮ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আরাধনা ও কৃতজ্ঞতা।

পূর্ব্বাহ্ন।

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

ইঙ্গিতে তোমার প্রভু সুপ্রভাত দেখা দিল,
না জানি কি মহামন্ত্রে বসুধারে জাগাইল।
বসুধা জননী কোলে, প্রাণীগণ শুয়েছিল,
জাগরিত হয়ে সবে অমৃতনীরে ভাসিল।
সাজাইলে বসুধারে, কিবা বেশে সুমোহনে,
মাতারে প্রফুল্ল হেরি প্রফুল্ল সন্তানগণ;
নাচিছে গাইছে সবে, আনন্দে সবে মাতিল,
সসন্তান বসুমাতা তব গীত আরম্ভিল ॥১৪৯॥

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

কোথা দিব আমি তোমার স্নেহের উপমা,
হে অখিল-মাতা ?
না হয় বিশ্রাম আতপ কোলাহলে,
তুমি তাই নিভাইলে রবি, থামাইলে বিহঙ্গ কুলে॥ ১৫০

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

তোমারি এ রাজ্য ধন ধান্য পূর্ণ শোভাময়,
তোমার মহিমা গায় সকল ভুবন।
সুভগ সুরমা সুশোভন যথা দেখি
সবে পরমাশ্চর্য্য মঙ্গল সাজে সজ্জিত কেমন।
প্রফুল্লিত কানন, গিরি নদী সাগর,
অযুত অগণ্য লোক, সকলি তোমারি ;
ধন্য পরম কারণ, ধন্য জগতপতি,
বরষিছ অবিরত প্রাণ ধন জীবন সুখ অতুলন॥ ১৫১।

রাগ ভৈরব—তাল ঠুংরি।

জয় ভব-কারণ, জগত-জীবন,
জগদীশ জগতারণ হে।

অরুণ উদিল, ভুবন ভাসিল,
তোমার অতুল প্রেমে হে।
বিহঙ্গমগণ, মোহিয়ে ভুবন,
কাননে তব যশ গায় হে।
সবারি ঈশ্বর, তুমি পরাৎপর,
তব ভাব কে বুঝিবে হে।
হে জগতপতি, তব পদে প্রণতি,
এ দীন হীন জনার হে॥১৫২॥

রাগ ভৈরব—তাল ছপ্‌কা।

জয় জয় জগদীশ জগতের প্রাণ হে।
জাগিয়ে প্রকৃতি করে তব গুণ গান হে॥
উদিল তরুণ ভানু উজলি গগন হে।
মহিমা কিরণ তব ছাইল ভুবন হে॥
প্রকৃতির মাঝে হেরি তব প্রেমানন হে।
বিমল আনন্দনীরে ভাসে প্রাণ মন হে॥
শতকণ্ঠে পাখীগণ গাইছে কাননে হে।
হেন কালে থাকি মোরা নীরব কেমনে হে?

প্রকৃতির সনে করি তব নাম গান হে।
ডাকি প্রাণনাথ বলি খুলি মন প্রাণ হে।
'জয় জয় প্রাণাধার করুণা নিধান হে।
পাপ তাপ হারী তুমি অমৃত-সোপান হে ॥
প্রীতির কুসুম গুলি তুলেছি যতনে হে।
উপহার দিয়ে নাথ প্রণমি চরণে হে ॥১৫৩॥

রাগ ভৈরব—তাল কাওয়ালি।

তুমি কি গো পিতা আমাদের?
ওই যে নেহারি মুখ অতুল স্নেহের।
ওই যে নয়নে তব, অরুণ কিরণ নব,
বিমল চরণ তলে ফুল ফুটে প্রভাতের।
ওই কি স্নেহের রবে, ডাকিছ মোদের সবে,
তোমার আসন ঘেরি দাঁড়াব কি কাছে গিয়া?
হৃদয়ের ফুল গুলি, যতনে ফুটায়ে তুলি,
দিবে কি বিমল করি, প্রসাদ সলিল দিয়া?॥১৫৪॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল চৌতাল।

জ্ঞানময় জ্যোতিকে যে জানে, সেই সত্য জানে ;
তাঁরে যেই হৃদে ধ্যায়, সেই পায় অচলশরণ।
এক প্রথম তেজ সেই, একেরি অসংখ্য কিরণ,
কতই মঙ্গল ধবম, প্রীতি কান্তি ছায় ভুবন।
গায় তাঁহারে সর্ব্ব লোক, মধ্যে সেই বিশ্বালোক,
অন্ত কেহ নাহি পায়.
যাচিচরণারবিন্দ, দেহি মে কৃপা আনন্দ,
আর কার দ্বারে যাব, তুমি সবার দারিদ্র্যভঞ্জন॥১৫৫

রাগিণী ভৈরবী—তাল পোস্তু।

আমার মন ভুলালে যে কোথা আছে সে ?
সে দেখে আমি দেখিনে, ফিরে চাই আশে পাশে।
পেলাম পেলাম দেখ্‌লাম তাঁরে,
এই সে বলে ধরি যাঁরে,
বুঝি সে নয়, সে হলে পরে
আর কি মন ফিরে আসে ?

বল দেখি রে তরুলতা,
আমার জগৎজীবন আছেন কোথা,
তোরা পেয়ে বুঝি কস্‌নে কথা,
তাই তোদের কুসুম হাসে ?
বল্‌রে বল্‌ বিহঙ্গ কুল,
তোরা কার প্রেমে হয়ে আকুল,
থেকে থেকে ডেকে ডেকে,
উড়ে যাস্‌ কার উদ্দেশে ?
বল দেখি রে হিমাচল,
তুই কিসে এত সুশীতল,
ঝরিতেছে অশ্রুজল,
কার অনুরাগে মিশে ?
পেয়ে বুঝি রত্নবর ;
সিন্ধু নাম ধরেছিস রত্নাকর,
তাই উত্তাল তরঙ্গ তুলে,
নৃত্য করিস উল্লাসে ॥১৫২॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়া।

তোমারি করুণায় নাথ সকলি হইতে পারে।
অলঙ্ঘ্য পর্ব্বত সম বিঘ্ন বাধা যায় দূরে।

অবিশ্বাসীর অন্তর, সঙ্কুচিত নিরন্তর,
তোমায় না করে নির্ভর, সর্ব্বদা ভাবিয়ে মরে।
তুমি মঙ্গল নিধান করিছ মঙ্গল বিধান,
তবে কেন বৃথা মরি, ফলাফল চিন্তা করে?
ধন্য তোমার করুণা পাপীকেও করে না ঘৃণা,
নির্ব্বিশেষে সমভাবে সবে আলিঙ্গন করে ১৫৭॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল মধ্যমান।

তাই ডাকি হে তোমায় বলে দয়াময়।
ডাকিলে কাতর প্রাণে (সরলান্তরে) শীতল হয় হৃদয়
নাম গানে প্রেমোদয়, দরশনে কত সুখ হয়,
স্বরূপ চিন্তনে পাপ ভয় দূরে যায়।
তব-প্রেমামৃত রসে, পবিত্র জ্যোতি পরশে,
হৃদয় উদ্যানে প্রেমফুল বিকসিত হয় ॥১৫৮॥

রাগিণী রামকেলি—তাল কাওয়ালি।

হে করুণাকর দীন-সখা তুমি,
আগত প্রভু তব দ্বারে।

তুমি বিনা দীনে, কে প্রভু তারে,
দুস্তর ভব সংসারে।
সম্পদ বিষময় তোমা বিহনে,
জীবন মৃত্যু সমান;
বিপদ সম্পদ, তব পদ লাভে,
মৃত্যু সে অমৃত-সোপান ॥১৫৯॥

রাগিণী রামকেলি—তাল কাওয়ালি।
(হে করুণাকর—সুর)

জয় করুণাময়, ধন্য প্রভু, তব মহিমা অগম্য অপার।
হেরি একি শোভা আজি নয়নে তুলনা নাহিক তাহার।
কি সুখে প্রকাশিল আজি দিনমনি,
বিনাশিল অন্ধকার;
যাহার কিরণে তব জ্যোতি শোভে,
নাশে যাহে হৃদয়-আঁধার।
মোহন ভাতি তব পুষ্পে প্রকাশিত,
বিহগে গাইছে তব নাম;
প্রকৃতি পুলকে সাজিছে চরণ তোমার ॥১৬০॥

রাগিণী রামকেলি—তাল কাওয়ালি।

কে বুঝিবে কত করুণা তোমার ;
বরষিছ কত দয়া জীবনে, মরণেও নাহি অন্ত তার।
সৃজিয়ে শিশু আত্মারে, পাঠালে ভব মাঝারে,
বিকাশ করিলে ক্রমে তার ;
ধর্ম্ম জ্ঞান বল দিলে, কত সুখ বিতরিলে,
প্রভু তব করুণা অপার।
দয়া করে দেখা দিলে, কত আশা বাড়াইলে,
তব দয়া বর্ণিতে না পারি ;
মরিলেও নাহি মরি, একি করুণা তোমারি,
অন্তে লও ক্রোড় প্রসারি ॥১৬১॥

রাগিণী খট—তাল একতালা।

ধন্য দেব পূর্ণব্রহ্ম প্রাণেশ্বর দীনবন্ধু,
দয়াসিন্ধু করুণানিধি ব্যাকুল-চিত্তবারি হে।
ভগবজ্জন-হৃদি-ভূষণ, পাবন জগজ্জীবন,
(প্রভু) পরমশরণ, পাপিগতি আশ্রিত ভয়হারী হে।

অচ্যুত আনন্দধাম, সত্যাশ্রয় সত্যকাম,
জাগ্রত জীবন্ত দেব সেবক-কাণ্ডারী ;
জ্ঞানানল দীপ্যমান, সুধাধার হৃদয়েশ্বর
ভবতারণ কৃপালু ভকত মন-বিহারী হে।
অবিনশ্বর পুরাণ পুরুষ, ভগবান্ ভক্তবৎসল,
কল্যাণ অমব বিশ্ব-ভুবনধারী ;
জীবিতেশ হৃদয়রতন পরমায়ণ সত্য পুরুষ,
সদানন্দ জগদগুরু জগজ্জনহিতকারী হে। ॥১৬২॥

রাগিণী খটভৈরবী—তাল একতালা।

তুমি বিপদ-ভঞ্জন দয়াল হরি,
অপার স্নেহগুণে, জগদ্বাসী জনে,
কতই ভালবাস আহা মরি মরি।
অপরূপ তব রচনা-কৌশল,
নানা রস-যুত অবনীমণ্ডল,
আমাদের জন্য করেছ কেবল,
নিজে সর্ব্বত্যাগী পর-উপকারী।

সাধিতে জীবের অশেষ কল্যাণ,
দিবানিশি ব্যস্ত নাহিক বিশ্রাম,
ভাবিলে তোমার দয়ার বিধান,
উঠে প্রেমভক্তি পাষাণ ভেদ করি।
বসিয়ে গোপনে একাকী বিরলে,
বিচিত্র জগত সৃজন করিলে,
গুরু হয়ে জ্ঞান ধর্ম্ম শিক্ষা দিলে,
ভবার্ণবে নিজে হইলে কাণ্ডারী॥১৬৩॥

রাগিণী বিভাস—তাল আড়াঠেকা।

এত দয়া কেন পিতা অধম সন্তানে তোমার ;
ক্ষুদ্র হৃদয় ধরিতে যে পারে না ; পারে না আর।
জান সকল অন্তর্যামী যে মহাপাতকী আমি,
তথাপি ত্যজনা আমায় নিয়ত কর পালন ?
মাতৃস্নেহ কোথা আছে, তোমার প্রেমের কাছে
যে প্রেম শৃঙ্খলে বাঁধা এই নিখিল বিশ্বমণ্ডল॥১৬৪॥

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা।

জয় জ্যোতির্ম্ময় জগদাশ্রয় জীবগণ জীবন ;
তুমি পরমেশ্বর (প্রভুহে) পূর্ণব্রহ্ম আদি অন্ত কারণ।
মহিমায় ইন্দ্র, দয়ায় চন্দ্র, স্নেহে পরাজিত ভুবন ;
(কোথা আছ হে ও কাঙ্গালের সখা)
আমি অধম পাতকী করযোড়ে ডাকি,
দেও মোরে তব চরণ।
প্রেমের পাথার, পুণ্যের আধার, ক্লেশ-কলুষনাশন,
(একবার দেখা দেও হৃদয় মাঝে)
তুমি দীনশরণ, ভকত-জীবন,
লজ্জাভয়-নিবারণ ॥১৬৫॥

রাগিণী বিভাস—তালএকতালা।

(ওহে দীননাথ—সুর)

এ জগতের মাঝে, যেখানে যা সাজে,
তাই দিয়ে তুমি সাজায়ে রেখেছ।
বিবিধ বরণে বিভূষিত করে,
তদুপরে তব নামটি লিখেছ।

পত্র পুষ্প ফলে দেখি যে সব রেখা,
রেখা নয় তোমার দয়াল নামটি লেখা,
সুন্দর নামে নামাঙ্কিত পাখীর পাখা,
প্রেমানন্দ নাম নয়নে লিখেছ।
চন্দ্রাতপ তুল্য গগন মণ্ডল,
দীপালোকে যেন করে ঝলমল,
তার মাঝে ইন্দু ক্ষরে সুধাবিন্দু,
সুধাসিন্ধু নাম তায় অঙ্কিত করেছ।
জীবনে লিখেছ জগত-জীবন,
পবন হিল্লোলে হয় দরশন,
জ্বলন্ত অক্ষরে জলদে লিখন,
জ্যোতির্ম্ময় নামে জগৎ প্রকাশিছ।
প্রস্তরে ভূস্তরে যাবৎ চরাচরে,
সর্ব্বব্যাপী নাম লিখেছ স্বাক্ষরে,
লেখা দেখে তোমায় দেখতে ইচ্ছা করে,
লেখার মতন কেন দেখা না দিতেছ ॥১৬৬॥

রাগিণী বিভাস—তাল ঝাঁপতাল ।

(হৃদয়কুটীর মম—সুর)

ধন্য ধন্য ধন্য নাথ তুমি পূর্ণানন্দময় ;
অনন্ত তোমার দয়া কি দিব তাব পরিচয় ।
(এই যে) সুনীল গগনতলে, সুধাংশু তারকা খেলে.
পবন হিল্লোলে নাচে কুসুম নিচয় ;
বারিদে চপলা রেখা, ইন্দ্রধনু শিখীপাখা,
উষার কুন্তলে যবে নব ভানু দেয় দেখা ;
তব প্রেমানন্দমাখা হেরি সমুদয় ।
(এই যে) শিশুর সরল হাসি, যৌবনের রূপরাশি.
প্রবীণে জ্ঞান গরিমা, তব দয়ার অভিনয় ;
অপূর্ব্ব অপত্য স্নেহ, মর্ম্ম নাহি পায় কেহ,
মধুব দাম্পত্য প্রেম (যাতে) বিগলিত মন দেহ ;
তোমার করুণা বিনা এ সব কি হয় ?
(আমার) হৃদয় কানন ভূমি, কত যে সাজালে তুমি.
পুণ্যের চন্দ্রমা হয়ে (তাতে) হতেছ উদয় ;
যখন পাপ বিকারে, পড়ে মোহ অন্ধকারে,

সংসার সাগর মাঝে প্রাণ কাঁদে হাহাকারে ;
(তখন) আশার আলোক হয়ে দাও হে অভয়॥১৬৭॥

রাগিণী বিভাস তাল—ঝাঁপতাল।

জয় জয় পবব্রহ্ম, অপার তুমি অগম্য,
পরাৎপর তুমি সারাৎসার।
সত্যের আলোক তুমি, প্রেমের আকর ভূমি,
মঙ্গলের তুমি মূলাধার।
নানা রসযুত ভব, গভীর রচনা তব,
উচ্ছ্বসিত শোভায় শোভায় ;
মহাকবি! আদিকবি! ছন্দে উঠে শশী রবি,
ছন্দে পুন অস্তাচলে যায়।
তারকা কনক-কুচি জলদ অক্ষর রুচি,
গীত লেখা নীলাম্বর পাতে ;
ছয় ঋতু সংবৎসরে মহিমা কীর্ত্তন করে,
সুখপূর্ণ চরাচর সাথে।
কুসুমে তোমার কান্তি, সলিলে তোমার শান্তি,
বজ্ররবে রুদ্র তুমি ভীম ;

তব ভাব গূঢ় অতি, কি জানিবে মূঢ়মতি,
ধ্যায় যুগ-যুগান্ত অসীম।
আনন্দে সবে আনন্দে, তোমার চরণ বন্দে,
কোটি সূর্য্য কোটি চন্দ্র তারা;
তোমারি এ রচনারি, ভাব লয়ে নরনারী,
হাহা করে নেত্রে বহে ধারা।
মিলি সুর নর ঋভু, প্রণমি তোমারে বিভু,
তুমি সর্ব্ব মঙ্গল আলয়;
দেও জ্ঞান দেও প্রেম, দেও ভক্তি দেও ক্ষেম,
দেও দেও ওপদে আশ্রয়॥১৬৮॥

রাগিণী আশা—তাল ঠুংরি।

বলিহারি তোমারি চরিত মনোহর,
গায় সকল জগতবাসী।
প্রভু দয়ার অবতার, অতুল-গুণনিধান,
পূর্ণব্রহ্ম অবিনাশী।
না ছিল এ সব কিছু, আঁধার ছিল অতি,
ঘোর দিগন্ত প্রসারি;

ইচ্ছা হইল তব, ভানু বিরাজিল,
জয় জয় মহিমা তোমারি।
রবি চন্দ্র পরে, জ্যোতি তোমার হে.
আদি জ্যোতি কল্যাণ ;
জগতপিতা, জগতপালক তুমি,
সকল মঙ্গলের নিদান ॥১৬৯॥

রাগিণী আশা—তাল ঠুংরি।

দয়াঘন তোমা হেন কে হিতকারী।
দুঃখ সুখে সমবন্ধু এমন কে, শোক-তাপ- ভয়হারী।
সঙ্কট পূরিত ঘোর ভবার্ণব তারে কোন্ কাণ্ডারী ;
কার প্রসাদে দূর-পরাহত রিপুদল-বিপ্লবকারী।
পাপদহন-পরিতাপ-নিবারি, কে দেয় শান্তির বারি ;
ত্যজিলে সকলে, অন্তিমকালে,
কে লয় ক্রোড় প্রসারি ॥১৭০॥

রাগিণী আলাইয়া—তাল ঝাঁপতাল।

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুব তারা,
এ সমুদ্রে আর কভু হবনাক, পথহারা।
যেথা আমি যাইনাক তুমি প্রকাশিত থাক,
আকুল নয়ন-জলে ঢাল গো কিরণধারা।
তব মুখ সদা মনে, জাগিতেছে সঙ্গোপনে,
তিলেক অন্তর হ'লে না হেরি কূল-কিনারা।
কখন বিপথে যদি, ভ্রমিতে চাহে এ হৃদি,
অমনি ও মুখ হেরি সরমে সে হয় সারা॥১৭১॥

রাগিণী আলাইয়া—তাল যৎ।

সাধে তোমায় দয়াময় জগতে বলে।
তুমি পাপী বলে ত্যজিয়াছ কারে কোন্‌কালে?
যখন আমি যে দিকে যাই, সর্ব্বদা ত দেখিতে পাই,
(আমায়) কুপথ হতে দয়া করে টানিছ কোলে।
ঘোর পাপের পাপী যারা, নিমেষেতে তরে তারা
তোমার ঐ শ্রীচরণে শরণ নিলে॥১৭২॥

রাগিণী আলাইয়া—তাল যৎ।

তু মেবে প্রাণ-আধার। (প্রভুজী)
নমস্কার দণ্ডবৎ বন্দন অনেকবার জো বার।
(প্রভুজী)
উঠত বৈঠত. শোয়ত জাগত,
এমন তুঝেহি চিন্তা রে;
যো তুম কর, সোহি ফল আমারে,
তুমি আগে সার। (প্রভুজী)
তুমেরে ওঠ বল. বুদ্ধি ধন তুম হি,
তুমেরে পরিবার,
সুখ দুঃখ সব, মন কি বেরথা,
সেবক নানক গুরু চরণার। (প্রভুজী) ॥১৭৩॥

রাগিণী আলাইয়া—তাল আড়া।

অখিল ব্রহ্মাণ্ড করে যে ব্রহ্মের উপাসনা;
কি ভুলে ভুলিয়া তুমি বারেক তাঁরে স্মর না?
প্রভাত প্রদোষ কালে, পাখীকুল দলে দলে,
কল কল স্বরচ্ছলে, করে যাঁর আরাধনা;

নিবিড় নিশিথে সুখে, নক্ষত্র প্রদীপালোকে,
নীরবে প্রকৃতি দেবী, যাঁহার করে সাধনা ;
গভীর নিনাদে ঘন, ডাকে যাঁরে ঘন ঘন,
ক্ষণপ্রভা যাঁর প্রভা, করে সদা বিঘোষণা ;
সমীর বিচিত্র তানে, সলিল কল্লোল স্বনে,
রবিশশী সুকিরণে, করে যাঁরে সম্ভজনা ;
শিশির প্রেমাশ্রু মাখি, প্রফুল্ল কুসুম শাখী
যাঁহার চরণে দিয়ে, নিয়ত করে অর্চ্চনা ;
চরাচর সমভাবে, অবিরত যাঁরে সেবে,
তুমি কি হে ভক্তিভাবে,তাঁর পূজা করিবেনা ॥১৭৪॥

রাগিণী আলাইয়া—তাল আড়া।

তোমারি আরতি করে নিখিল ভুবন ;
নিরখি জুড়ায় নাথ ! যুগল নয়ন।
গগন থালে কেমন, দীপরূপে অনুক্ষণ,
শোভিছে শশী তপন, হৃদয়রঞ্জন ;
মুক্তামালা যেন ভায়, তারকা সমুদায়,
মরি কিবা শোভা পায়, হে ভব-ভয়-ভঞ্জন।

ধূপ মলয় পবন, নিরন্তর সমীরণ,
করে চামর ব্যজন, হে বিশ্ব-কারণ;
বন উপবন যত, পুষ্প দেয় অবিরত,
বাজে ভেরী অনাহত, শুনে প্রেমিক যে জন ॥১৭৫

রাগিণী আলাইয়া—তাল একতালা।

কত স্থানে কত ভাবে করিছ বিহার (হে নাথ!
অনন্ত কীর্ত্তি তোমার অতি চমৎকার।
গভীর গিরি কন্দরে, নির্ম্মল নির্ঝর নীরে,
নির্জ্জন কাননে উপবনেরি মাঝার।
বিশাল জলধি জলে, প্রকাণ্ড ধবলাচলে,
সুনীল নভোমণ্ডলে, মহিমা অপার;
ভকত-হৃদয় ধামে, সতীর পবিত্র প্রেমে,
তব প্রেম আবির্ভাব রয়েছে বিস্তার।
ভাবুকের মন দেখে, অবাক্ হইয়া থাকে,
কৃতাঞ্জলি হয়ে তোমায় করে নমস্কার ॥১৭৬॥

রাগিণী আলাইয়া ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

নাথ! কি ভয় ভাবনা তার।
তুমি যার, যে তোমার;
ঐ অভয় পদ দিয়ে, প্রহরী হইয়ে,
নিজে রক্ষা কর যারে নিরন্তর।
মাতৃ কোলে শিশু সন্তান যেমন,
তেমনি সে আনন্দে করে বিচরণ;
নাহি ডরে কালে, ব্রহ্মনামের বলে,
করে স্বর্গরাজ্য অধিকার।
তোমার বরেতে পেয়েছে যে জন,
অক্ষয় অমর অনন্ত জীবন;
ওহে দয়াময়, তুমি যার সহায়,
প্রাণে বধে তারে সাধ্য কার?
ধন্য সে মানব অতি ভাগ্যবান্,
তোমার হাতে যার আছে হে পরাণ,
সুখী তার হৃদয়, নিশ্চিন্ত নির্ভয়,
তুমি লয়েছ যার সকল ভার॥১৭৭॥

রাগিণী শুক্ল বেলাওল—তাল চৌতাল।

হে প্রাণারাম নিরঞ্জন, বিশ্বপতি, অধিরাজ,
কৃপা-অবতার সকল-সৃষ্টি পরম ভূষণ।
অতি প্রবীণ, সারবান্, নন্দন, বিভু, জগবন্দন,
দারিদ্র্য হরণ, দীন শরণ, হে রাজন,
মহাজ্ঞান, গুরু-প্রধান, হর দুঃখ ॥১১৮॥

রাগিণী সরফরদা—তাল আড়া।

নাথ কি বলিয়ে ডাকিব তোমায়।
যা বলে যখন ডাকি মনঃক্ষোভ নাহি যায়।
তুমি পিতা তুমি মাতা, তুমি গুরু জ্ঞান-দাতা
তুমি হে জগত-ত্রাতা, অনাথ-আশ্রয়।
তুমি হে নয়ন ভাতি, তুমি হে আত্মার জ্যোতি,
তুমি দীন হীন-গতি, করুণা-নিলয়॥১১৯॥

রামপ্রসাদী সুর—তাল একতালা।

(সিন্ধু খাম্বাজ)

কে জানে বিভু কেমন।
যাঁর না পায় অন্ত কত শত
যোগী ঋষি জ্ঞানী মহাজন;
জ্ঞানে বিজ্ঞানে বুদ্ধিতে,
হয় না যাঁর তত্ত্ব নিরূপণ।
ও সেই অনন্ত পরম জ্ঞানে,
চর্ম্ম চক্ষে না হয় দরশন।
বেদ বেদান্ত আদি,
ন্যায় পুরাণ ষড়্ দরশন;
এ সব তন্ন তন্ন করে যাঁরে,
না পায় কেহ অন্বেষণ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আছে
যাঁরে করে অবলম্বন;
তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন
হইয়ে জীবনের জীবন।

(কেবল) সেই পাবে জানিতে তাঁরে
ভক্তিভাবে ডাকে যে জন;
তিনি সরল সাধকের নিকটে
আত্মস্বরূপ করেন প্রকটন ॥১৮০॥

অপরাহ্ন।

বাউলে সুর—একতালা।

ভেবে মরি কি সম্বন্ধ তোমার সনে;
তত্ত্ব তার না পাই বেদ পুরাণে।
তুমি জনক জননী, ভাই কি ভগিনী,
হৃদয় বন্ধু কিবা পুত্র কন্যা;
তোমায় এ নহে সম্ভব (হে), একি অসম্ভব
সম্পর্ক নাই তবু পর ভাবি নে (কিসের জন্যে)।
শুহে শাস্ত্রে শুন্‌তে পাই, আছ সর্ব্ব ঠাঁই,
কিন্তু আলাপ নাই আমাব সনে;
তুমি হবে কেউ আমার(হে),আপনার হতেও আপনার
আপনার না হলে মন কি টানে(তোমার পানে)॥১৮১॥

বাউলে সুর—তাল একতালা।

(ভেবে মরি কি সম্বন্ধ—সুর)

তোমায় ভাল লাগে এত কি কারণে ?
না দেখি না শুনি শ্রবণে।
তোমায় প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস, বিশ্বে অবিশ্বাস,
মলেও পাব আশা আছে মনে ;
নহ অনিশ্চিত ধন, বলে বুঝি মন,
করে না যতন উপার্জ্জনে (তোমাধনে)।
আছে স্বজন পরিজন, নানাবিধ ধন,
তুলনা না হও কার সনে ;
নাহি রূপ গন্ধ রস, কিসে কল্লে বশ,
ভুল্‌তে নারি আপনি পড়ে মনে ॥১৮২॥

বাউলে সুর—তাল একতালা।

(ভেবে মরি কি সম্বন্ধ—সুর)

তোমায় ভাল না বেসে কে থাক্‌তে পারে।
এমন নরাধম (দয়াময় হে) কে আছে সংসারে।

তুমি পরম উপকারী, পাপভয়হারী,
দয়াল কাণ্ডারী, ভব পারে ;
হও প্রাণ হতে প্রিয়, পরম আত্মীয়,
কোন প্রাণে ভুলিব তোমারে ? (বল হে নাথ)
ওহে গুণধাম, করুণানিধান,
আছ রূপে জগৎ আলো করে ;
কিবা মধুর প্রকৃতি, সুন্দর মুরতি,
চেয়ে আছ সদা প্রেমভরে (জীবের প্রতি)।
হয়ে বিশ্বের বিধাতা, স্বর্গের দেবতা,
কর প্রেম ভিক্ষা পাপীর দ্বারে ;
কত রূপে কত ভাবে, নির্গুণ মানবে,
ডাকিতেছ সুখ দিবার তরে (ভাল বেসে) ॥১৮৩॥

বাউলে সুর—তাল একতালা।

প্রভু অপরূপ তোমার করুণা ;
ভাবলে চক্ষে জল আর ধরে না।
তোমার অপ্রিয় কার্য্যেতে সদা রই,
তুমি আমায় নাহি ভাব প্রিয় ভাব বই,

নাথ! আমি তোমায় ভুলে থাকি,
কিন্তু তুমি আমায় ভুল না।
নাথ! আমি তোমায় দেখেও দেখি না,
তুমি আমায় চখের আড় তিলেক কর না;
তুমি আমায় রাখিতে চাও সুখে,
কিন্তু আমার নাই সে ভাবনা ॥১৮৪॥

বাউলের সুর—তাল একতালা।
(প্রভু অপরূপ—সুর)

কি বলে তার দিব পরিচয়;
সে যে দয়ার নিধি, প্রেম জলধি,
দেখ্‌লে নয়ন শীতল হয়।
কোটি সূর্য্য এক করিলে তুলনা তার নাহি হয়;
সে অনন্ত আকাশ-পূর্ণ আশ্চর্য্য আলোকময় ॥১৮৫॥

রাগিণী মুলতান—তাল চৌতাল।

তাঁর গুণে পূর্ণ জগত;
ব্রহ্মাণ্ড যাঁর মহিমা, প্রকাশে জগত তাঁর
মহিমার কণিকা।

যাঁহার করুণা বলে বাঁচিতেছে ক্ষুদ্র কীট,
ভুবন পালক দয়াল দুর্ব্বল-বল তিনি রাজ-রাজা ।
চারিদিকে তাঁহার দয়া, তাঁহার করুণা বহিছে,
অনুক্ষণ শোণিত ধাবে, নিশ্বাস বায়ুতে ;
তাঁহার করুণা করে, আনন্দ বিস্তার,
করে, জ্ঞান অভয় দান, পাপে ত্রাণ,
তাপে শান্তিনীর ॥১৮৬॥

রাগিণী মুলতান—তাল আড়াঠেকা ।

না চাহিতে দিয়েছ সকল (বিভু)
এই যে ইন্দ্রিয়গণ, সাধিতেছে প্রয়োজন,
দিয়েছ প্রার্থনা বিনা উপযুক্ত বুদ্ধি বল ।
সঞ্চার না হতে আমি, সৃজন করিলে তুমি,
মাতার হৃদয়ে স্তন, মধুর অনিল জল ।
না গড়িতে এ রসনা, গড়িলে সুমিষ্ট নানা,
ফল শস্য যত কিছু নিবারিতে ক্ষুধানল ।
এ পাষাণ অন্তরে, তোমারে পাবার তরে,
অযাচিত কৃপাগুণে রোপিয়াছ জ্ঞান-বল॥১৮৭॥

রাগিণী মুলতান—তাল তেওট।

কতই করুণা হতেছে বরষণ তোমার।
এনে দাও কত সুখ স্নেহ ভরিয়ে,
নাহি নাহি অন্ত তাহার ॥৮৮॥

(মুলতান) ভজন—তাল ঠুংরি।

নাহি পার মহিমার (তব হে), নাহি পার মহিমার।
গ্রহ তারাগণ, অসীম গগন, করে তবজ্ঞান প্রচার,
প্রভু হে, করে তব জ্ঞান প্রচার।
হৃদাকাশে, যবে পরকাশ, পাই আনন্দ অপার ;
প্রভু হে, পাই আনন্দ অপার,
অমিয়া ধারা, হয় হে বরষিত, প্রাণ মাঝে অনিবার,
প্রভু হে প্রাণ মাঝে অনিবার।
কোলাহলময় সংসারে হে, তুমি এক শান্তি আধার,
প্রভু হে তুমি এক শান্তি আধার ;
মোহিত করিলে, পাপী সকলে, পুণ্যালোকে তোমার,
প্রভু হে পুণ্যালোকে তোমার।

ক্ষুদ্র কীট এ, বুঝিতে নারে, কণিকা তব মহিমার,
প্রভু হে, কণিকা তব মহিমার।
ধন্য ধন্য তুমি, সুন্দর চরণে, প্রণমি বারম্বার,
প্রভু হে, প্রণমি বারম্বার ॥১৮৯॥

রাগিণী পুরবী— তাল আড়খেমটা।

বল্‌ব কি আর প্রেমময়,
তোমার প্রেমের নাই তুলনা।
কেমন তোমার প্রেম, জানিয়াছে পাপীজনা।
শতরবি-প্রভা ধরি, আঁধার বিনাশ করি,
প্রকাশ হে প্রেমময় ঘুচায়ে মনো-বেদনা ॥১৯০॥

রাগিণী কেদারা—তাল চৌতাল।

বহিছে কৃপা-পবন তোমার, যার হিল্লোলে
দুঃখ পলায়, সুখ-সাগরে তরঙ্গ উঠে।
মন্দ মন্দ বরিষে অমৃত, যাতনা অপহৃত,
প্রেম-কুসুম ফুটে।

সেবিয়ে করুণা-বাত, সুখেতে নিশা প্রভাত,
মুক্ত হইয়ে মন-উৎস ছুটে ;
কেবলি তাঁরি গুণে জীবন ধরে আছি,
নহিলে হৃদয় টুটে ॥১৯১॥

রাগিণী কেদারা—তাল কাওয়ালি।

দেখা দিয়েছ তুমি হে যারে,
নির্যাতনে তারে করিতে কি পারে ?
তোমার অভয় বাণী শুনেছে যে অন্তরে,
পৃথিবীর হুহুঙ্কারে সে কি গো ডরে ?
দিয়েছ বল তুমি যার অন্তরে,
পুণ্যালোক তুমি দেখায়েছ যারে,
রিপু প্রলোভনময় সংসারে,
কি ভয় কি ভয় তার সমরে ? ১৯২ ॥

রাগিণী কেদারা—তাল আড়াঠেকা।

বাকি কি রেখেছ দিতে ওহে করুণার আধার।
খুলিয়ে দিয়েছ নাথ সুধার ভাণ্ডার।

দিলে দেহ, দিলে মন, দিলে আত্মা, জ্ঞান ধন,
দিলে হে প্রেমভূষণ, সকল রতন সার।
চির সুখ সাধিবারে, দিলে নাথ আপনারে,
কে আছে হে এ সংসারে, তোমা সম দাতা আর ॥১৯৩॥

রাগিণী কল্যাণ—তাল পয়রা।

তোমার করুণা করি স্মরণ,
স্পন্দহীন হয় হৃদয় মন।
নিরাশ্রয় বলে, কোলে লয় তুলে,
ত্রিভুবনে আর নাহি এমন ॥
তোমা হতে নাথ এ দেহ প্রাণ,
তোমা হতে সবই কৃপা-নিধান ;
ভুলেছি তোমারে অবোধ সন্তান,
ভুলিতে পার না তুমি কখন ॥১৯৪॥

রাগিণী ইমনকল্যাণ—তাল সুরফাঁক তাল।

আদিনাথ, প্রণবরূপ, সম্পূরণ, দেও হে তব
প্রসাদ, শান্তি-সিন্ধু, মহেশ, সকল-গুণ-নিধান।

অযুত লোক, অকথিত বাণী তোমারি হে—
মোহন রব অনুপম পূরে মহাগগন,
ভাবে মোহি জগজন।
অনুপম, অবিনাশী, অনন্ত, অগম্য, অপার, সুন্দর,
অতি-অপূর্ব্ব-ভাতি, নিরঞ্জন;
সকল-স্বরূপ-কারণ, সকল-দুখ-নিবারণ,
তারণ ভয় ভঞ্জন, সুর-নর-মুনি-বন্দন ॥১৯৫॥

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল চৌতাল।

তুমি জ্ঞান, প্রাণ, তুমি সত্য, তুমি সুন্দর,
তুমি মঙ্গল, তুমি ভেলা ভবার্ণবে, তুমি দীনশরণ,
তুমি গুরু পিতা পাতা।
তুমি আদি, তুমি অন্ত, তুমি জ্যোতি-স্বরূপ,
তুমি সর্ব্ব-সুখদাতা।
তুমি নিত্য, তুমি পুরাণ, তুমি পরম,
তুমি অমৃত-সেতু, তুমি অগম্য অপার;
প্রপঞ্চ বিষয়াতীত, অনাদি অন্তকারণ,
তুমি সকলের মূলাধার ॥১৯৬॥

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল চৌতাল।

তুমি নাথ সর্ব্বস্ব আমার ;
তোমা বিহনে ভবে কেবা আছে আর।
তুমি পিতা তুমি মাতা, তুমি গুরু জ্ঞানদাতা,
তুমি হে জীবন-দাতা জীবন-আধার ॥১৯৭॥

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল আড়াঠেকা।

এ জীবন দিলে তব প্রেমের ঋণ কি শোধা যায়।
ওহে দীন-শরণ অকিঞ্চন-ধন দয়াময়।
জননী জরায়ু হতে, পালিতেছে বিধিমতে,
নয়নে নয়নে রাখি, নাশিছ বিপদচয়।
এ দেহ আত্মার তরে ভূভাণ্ডার মুক্ত করে,
দিয়েছ হে কৃপানিধি, দয়া করে আপনার।
অসীম করুণা তব, কি আছে মোর বিভব,
কি আর তোমায় দিব,বিকায়েছি ঋণদায় ॥১৯৮॥

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল চৌতাল।

জননী সমান করেন পালন,
সবে বাঁধি আপন স্নেহগুণে।

মাতার হৃদয়ে দিলেন স্নেহ-নীর,
দুগ্ধ দিলেন মাতার স্তনে।
পাপী তাপী সাধু অসাধু,
দিলেন সবারে মঙ্গল-ছায়া ;
কেবা জানে কত সুখ রত্ন দিবেন মাতা,
লয়ে তাঁর অমৃত নিকেতনে ॥১৯৯॥

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল চৌতাল।

নাথ তুমি সত্য, তুমি নিত্য; তুমি ঈশ তুমি মহেশ,
তুমি আদি, তুমি অন্ত, তুমি অনাদি, তুমি অশেষ।
জল স্থল মরুত ব্যোম, পশু মনুষ্য দেবলোক,
তুমি সবার সৃজনকার হৃদাধার ত্রিভুবনেশ।
তুমি এক তুমি পুরাণ, তুমি অনন্ত সুখসোপান,
তুমি জ্ঞান তুমি প্রাণ তুমি মোক্ষধাম ;
পূর্ণ হলো মনোস্কাম, লয়ে আজি তব নাম,
তব পায় শতবার করি প্রণাম করি প্রণাম ॥২০০॥

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল চৌতাল।

এ দেহ জীবন, প্রিয়-পরিজন, যে আছে আমার,
তুমি হে পালক, সর্ব্ব আচ্ছাদ সবাকার।
যার যাহা প্রয়োজন, করিয়ে তাই বিতরণ,
সব অভাব অনাটন করিতেছ পরিহার।
সম্পদে সহায় থাকি, বিপদেতে ক্রোড়ে রাখি,
পাপ তাপ দুখ হতে করিছ উদ্ধার;
পেয়ে তব পদাশ্রয়, গেছে হে সকল ভয়,
ওহে নিত্য নিরাশ্রয়! কাল-ভয় নাহি আর॥২০১॥

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল ঝাঁপতাল।

গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে,
তারকা মণ্ডল চমকে মোতি রে।
ধূপ মলয়ানিল, পবন চামর করে,
সকল বন-রাজি ফুলন্ত জ্যোতি রে।
কেমন আরতি হে ভব-খণ্ডন তব আরতি,
অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরী রে॥২০২॥

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল যৎ।

আহা কি সুন্দর মনোহর সেই মূরতি।
যোগি-হৃদয় রঞ্জন, আনন্দ রূপমমৃতম্,
সুধাময় শান্তিপ্রদ বিমল বিভাতি।
প্রাণস্য প্রাণম্, পুরুষ মহান্,
তেজোময় সূক্ষ্ম মঙ্গল নিধান;
বচন-অতীত, তুলনা রহিত,
প্রীতি বিস্ফারিত উদারপ্রকৃতি।
প্রাণ-রমণ, চিত্ত-বিমোহন,
কৃপাময় পুণ্য শান্তিসদন।
কলুষ-বিনাশন, সন্তাপ-হরণ,
নিরাশ আঁধারে আশার জ্যোতি।
প্রেমিক বৈরাগী, হয়ে সর্ব্বত্যাগী,
যেরূপ ধ্যানে সদা অনুরাগী;
অন্তরে বাহিরে কবে, হেরে মন মোহিত হবে,
চির-বাঞ্ছিত পবিত্র সে কোমল কান্তি ॥২০৩॥

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল কাওয়ালি।

কত যে তোমার করুণা ভুলিব না জীবনে।
নিশি দিন রাখিব গাঁথি হৃদয়ে।
বিষয়-মায়া-জালে, রহিব না ভুলে আর,
হৃদয়ে রাখি দিব তোমায়,
ধন প্রাণ দেহ মন, সব দিব তোমারে ॥২০৪॥

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল কাওয়ালি।

স্মরিলে করুণা তোমার নয়নে বহে বারি।
বরষিছ কত দয়া ভুলিতে কি পারি।
পাপেতে ডুবিলে মন, করিয়ে দণ্ড বিধান,
লও পুন পাপীজনে স্নেহ-কোল প্রসারি;
ন্যায়বান দয়াবান, দেখি নাই হেন বিধান,
সন্তানের প্রতি কত প্রেম তোমারি ॥২০৫॥

রাগিণী কানেড়া—তাল চৌতাল।

কে জানে মহিমা বিভু তোমার।
বলিব কিবা বচন নাহি, সবে অবাক্
না পেয়ে অন্ত তোমার।

তব রাজ-সিংহাসন অসীম আকাশে,
তুমি অনাদি অনন্ত অবিনাশী।
যথা যাই, যথা চাই, দশদিকে তব নাম প্রচার,
সব জগত পূরিত তব মঙ্গল গীতে ;
কোথায় দিব হে দেব, উপমা তোমার,
মহারাজ-রাজ দেব-দেব, বিশ্বভুবন-শোভা ॥২০৬॥

রাগিণী কানেড়া—তাল তেতালা।

অতুল করুণা তোমার, অনুপম দয়া,
স্নেহের আকর, প্রেমের সাগর।
হৃদয়ের প্রিয় ধন, নয়ন অঞ্জন তুমি,
সন্তাপহরণ হায় রে! জগতের আনন্দ সুধাকর ॥২০৭॥

রাগিণী কানেড়া—ঝাঁপতাল।

চমৎকার অপার জগত-রচনা তোমার,
শোভার আগার বিশ্ব-সংসার।
অযুত তারকা চমকে রতন কাঞ্চন-হার,
কত চন্দ্র কত সূর্য্য নাহি অন্ত তার।

শোভে বসুন্ধর ধন ধান্যময়, হায়,
পূর্ণ তোমার ভাণ্ডার ;
হে মহেশ! অগণন লোক গায়,
ধন্য তুমি ধন্য এই গীতি অনিবার ॥২০৮॥

রাগিণী বাগশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি ;
তোমার রচনা মধ্যে তোমারে দেখিয়া ডাকি।
দেশ ভেদে কাল ভেদে রচনা অসীমা,
প্রতিক্ষণে সাক্ষ্য দেয় তোমার মহিমা,
তোমার মহিমা দেখি না থাকি একাকী ॥২০৯॥

রাগিণী বাগশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

জয় জয় দেব মহিমা তোমার।
সংসার শঙ্কট হতে, করিলে নাথ উদ্ধার।
পাপ মোহ কোলাহলে, দুর্জ্জয় সন্তাপানলে,
রাখি প্রভু নিজ কোলে, নাশিলে বিঘ্ন অপার।

দেখাইয়ে প্রেমসুখে, দূর করিলে হে দুঃখ,
আজি মর্ত্ত্যে স্বর্গ-সুখ, বিতরিলে অনিবার।
ধন্য হে করুণা তব, ধন্য স্নেহ প্রেমার্ণব,
অনন্ত জীবন গাব, যশোগীত হে তোমার ॥২১০॥

রাগিণী বাগশ্রী—তাল আড়া।

একবার তোমারে যেই করিয়াছে দরশন;
সে জানে নাথ, কতই তুমি শোভার সদন।
আহা কিবা সুধামাখা, তোমার মুখের কথা,
তব প্রেম, প্রেমময়! মধুর কেমন।
ও রসের আস্বাদন, পাইয়াছে যেই জন,
অনিত্য সংসারে সেই ভুলে কি কখন? ॥২১১॥

রাগিণী বাগশ্রী—তাল ঢিমা তেতালা।

কেমন প্রেমের আধার, সুধার সার তুমি,
বলা নাহি যায়।
কেমনে বুঝাব নাথ! তুলনা নাহি কোথায়।
পাপী তাপী সাধু নরে, নিমিষে উদ্ধার করে,
তব নাম মহৌষধ, দেখেছি যথা তথায়।

রোগীর রোগ-যন্ত্রণা, শোকার্ত্তের মর্ম্ম বেদনা,
পেলে তব প্রেম-কণা, কোথায় পলায়।
বিষয়ীর অহঙ্কার, অজ্ঞানীর তমোভার,
যায় প্রভু! নিরখিলে, তব মহিমায়।
ক্ষুধিত তৃষিত জনে, ভুলে নাথ! অন্নপানে,
তৃপ্ত হয় তব নাম নিলে রসনায়।
যোগী-জন-যোগ-বল, প্রেমিকের প্রেমানল,
হয় হে আরো উজ্জ্বল আস্বাদিলে সে সুধায় ॥২১২॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল চৌতাল।

নাথ! দিক্ দশ উজলে তোমারি মঙ্গল কিরণ।
আলো করে তব জ্ঞান-ভাতি আকাশ-পাতাল গগন ॥
তোমারি স্নেহ করুণার জ্যোতি,
জনক জননী হৃদে দিবা রাতি;
তোমারি প্রেমে ত্রিভুবন মাতি,
জয় জয় রব করিছে ঘোষণ।
কেমন বিমূঢ় নর নারী সব,
দেখিয়ে দেখেনা তোমার বিভব,

করিয়ে পান বিষয়-আসব,
রহিয়াছে মোহে হয়ে অচেতন ;
নাহি ভাবে কেন এসেছি এখানে,
পরে বা যাইতে হবে কোন স্থানে,
কেমন প্রমত্ত সদা অভিমানে,
নাহি করে সেই তত্ত্ব অন্বেষণ ॥২১৩॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

মরি কি সুখের সম্বন্ধ ! যিনি মহান্ অনন্ত,
দেখেন পুত্রভাবে, মলিন মানবে,
ভাবিলে হৃদয় হয় পুলকিত।
অসীম ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি হয়ে,
ক্ষুদ্রকীট জীবে দেখেন চাহিয়ে,
মরি কি আশ্চর্য্য (ভাই রে,আহা) দেখ রে ভাবিয়ে,
এ হতে আর কি আছে আনন্দ।
এমন দয়াল পিতা কোথা পাবে আর,
যিনি দিন দরিদ্রের লন সমাচার,

গিয়ে পাপীর দ্বারে, ডাকেন বারে বারে,
অন্ধে দেখাইয়া দেন স্বর্গের পথ।
ওরে ভ্রান্ত জীব এমন পিতায় ছেড়ে,
(কেন) সুখ অন্বেষণ কর অন্যত্তরে,
এত দয়া তবু (মরি রে তাঁর) চিন্‌লি নে তাঁহারে,
সংসার মোহে হইয়ে অন্ধ ॥২১৪॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল যৎ।

দয়াময় অপার মহিমা তোমার।
বিশ্বপতি তুমি গুণধাম,
কৃপাময় ধর্ম্মেরি আধার।
প্রেম-সিন্ধু অমৃত-নিকেতন,
অনন্ত সুখের ভাণ্ডার।
সুর-নর-অমর-দেবগণ মিলি,
গায় তব যশ অনিবার।
অতুল-ধন পূর্ণ জগত সংসার,
জ্ঞান প্রীতি পুণ্যের আধার।

নিরখি এ সব, অনন্ত বিভব,
বাসনা থাকে না কিছু আর।
দুঃখ দারিদ্র্য, হয় বিমোচন,
দেখিলে তোমারে একবার।
চাহিব অনেক, আশা করি মনে,
দেখা হলে ভুলে যাই সকল ॥২১৫॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড়াঠেকা।

তোমারই মঙ্গল ছবি দেখেছে যে জন;
সেকি আর ফিরাতে পারে তা হতে নয়ন।
স্বদেশ বিদেশ মাঝে, যথা তথা সে বিরাজে,
তোমারই মুখের প্রতি তাহার নয়ন।
কিবা জলে কিবা স্থলে, কি অর্ণবে কি অচলে,
নির্ভয় হৃদয় তার পাইয়ে তব দরশন ॥২১৬॥

রাগিণী খাম্বাজ জংলা—তাল ঠুংরি।

(লক্ষ্ণৌ ঠুংরি)

তুমি আত্মীয় হতে পরমাত্মীয় হে,
আছে তোমা হতে কে সংসারে?

পিতা মাতা জায়া, তনয় তনয়া,
আর এত দয়া কে করিতে পারে ?
করুণার নিধান বিভু তুমি হে,
কত না করুণা করিলে পাপীরে।
সুখ-সাধন এই শরীর মন,
করুণার নিদর্শন নাথ ! তব।
গ্রহ-তারক-মণ্ডিত নীল নভ,
ধন ধান্য-ভরা রমণীয় ধরা ;
সুগভীর তরঙ্গিত নীর-নিধি,
হিম রঞ্জিত শোভন তুঙ্গ গিরি ;
সকলে পুলকে সম তান ধরি,
করিছে করুণা তব কীর্ত্তন হে ॥২১৭॥

রাগিণী লুম খাম্বাজ—তাল যৎ।

ঠাকুর তেই শরণাই আয়া।
উতারা গেয়া মেরে মন্ কি সংশয়,
যব তেরে দরশন পায়া।

অনা বোলাতা মেবে বেবথা জানি.
আপন নাম জপায়া ;
দুখ নাটে সুখ সহজে গমায়া
আনন্দে গুণ গায়া।
বাহু পাখড়ত কাঢ় লিনে আপনা গৃহ,
অন্ধকূপেতে মায়া ;
কহে নানক গুরো বন্ধন কাটে,
বিছরত আন মিলাযা ॥২১৮॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—একতালা।

প্রাণেশ্বর হৃদয়রঞ্জন, পরম করুণা-আধার।
কে জানে এমন প্রেম গুহে করুণাসাগর।
বিশ্বপালক বিশ্বজননী, জগৎ জন হিতকারিণী,
করুণা গুণে সন্তানগণে করেছ বশ তোমার।
ত্রিতাপ সন্তাপহারী, পাপিজন নিস্তারকারী,
তপ্তহৃদয় স্নিগ্ধকারী তুমি প্রভু সবার।
নিষ্কলঙ্ক জ্যোতির্ম্ময়, শুদ্ধসত্ত্ব পুণ্যালয়,
পাবন দীনশরণ, ভকত প্রাণ আধার।

যাচি প্রভু চরণাশ্রয়, ভকতে দেও বরাভয়.
দিয়ে তব চরণতরী তার হে ভবসাগর ॥২১৯॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

(ধন্য ধন্য ধন্য আজি সুব)

তার হে দীনবন্ধু দয়াল পাতকী-জন-তারণ।
এই যে দেখিছি সুরম্য ভুবন,
কিছুই ইহার নহে পুরাতন,
ইচ্ছা তব হল, সৃজিলে বিশ্ব,
জয় দেব ভব-কারণ।
তোমার রচনা নিরখি নয়ন,
সুখ নীরে সদা করে সন্তরণ,
আদি কবি তুমি, অনাদি নাথ
জয় দেব জগজ্জীবন।
নিশীথে দিবসে তোমার গুণ,
গায় চন্দ্র তারা তপন পবন,
গায় হে তোমারে জলদ জাল,
জয় দেব দুখনাশন।

তরাইতে পাপী বিনা শ্রীচরণ,
কি আছে হে আর হে ভয়-হরণ,
ডুবে পাপার্ণবে ডাকিহে তোমায়,
জয় দেব জীব-পাবন ॥২২০॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল পোস্তা।

কে তুমি কাছে বসে থাক সর্ব্বদা আমার ;
স্বভাব প্রকৃতি রীতি, মিষ্ট অতি,
কি নাম বল তোমার ?
প্রতি দিন এত ক'রে, কেন ভাল বাস মোরে,
দয়াতে পূর্ণ হয়ে কর কেবল উপকার।
রূপে গুণে অনুপম, দেখি নাই কোথা এমন,
মধুর আকর্ষণে,প্রাণ টানে,তোমার পানে বারেবার।
নাই আলাপ, নাই পরিচয়,দেখিলে মন মোহিত হয়,
চিনেও চিনিতে নারি, একি দেখি চমৎকার।
সম্বন্ধে কে হও তুমি, জনক কিম্বা জননী,
যে হও সে হওতুমি,তুমি আমার আমি তোমার॥২২১॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল পোস্তা।

(ঐ স্বর)

গভীর অতলস্পর্শ তোমার প্রেমসাগরে ;
ডুবিলে একবার কেহ আর কি উঠিতে পারে ?
প্রেমিক মহাজন যারা, না পেয়ে কূল কিনারা,
হইল চির-মগন ফিরিল না আর সংসারে।
কত সুখ প্রলোভন, প্রেম শান্তি মহাধন,
অনন্ত অগণন রেখেছ সঞ্চিত করে।
নিত্য সুখ শান্তি দিয়ে, আনন্দে ভুলাইয়ে,
রেখেছ তাদের চিত্ত একেবারে মুগ্ধ করে ॥২২২।

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

অসীম ব্রহ্মাণ্ডপতি অগম অগোচর।
অকিঞ্চন জনে তবু প্রেম সুধা বৃষ্টি কর।
সকলি করিতে পার সর্ব্ব-শক্তিমান,
রয়েছে তোমার হাতে দেহ মন প্রাণ,
শত অপরাধ তবু সঙ্গে থাক নিরন্তর।

নক্ষত্র-খচিত তোমার আকাশ আসন,
কতই ঐশ্বর্য্য কেবা করে নিরূপণ,
দীনের হৃদি কুটীরে তবু পদার্পণ কর।
নিষ্কলঙ্ক তুমি নাথ নিত্য নিরঞ্জন,
জ্বলন্ত অনল তুমি কলুষনাশন,
পাতকীর বন্ধু তবু তুমি নাথ কৃপা-সাগর ॥২২৩॥

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল ঠুংরি।

এত দয়া পিতা তোমার,
ভুলিব কোন্ প্রাণে আর।
দেবের দুর্লভ তুমি, ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী,
দীন হীন আমি অকিঞ্চন হে;
তবু পুত্র বলে, স্থান দিয়ে কোলে,
পদে পদে বিপদেতে করিছ উদ্ধার।
পড়ে অকূল সাগরে, যখন ডাকি কাতরে,
ব্যাকুল হইয়ে কোথা দয়াময় বলে হে;
তখন কাছে এসে, সুমধুর ভাষে,
তাপিত হৃদয়ে শান্তি দাও হে আমার।

কে জানে এমন করে, ভাল বাসিতে পাপীরে,
তোমার মতন ভূমণ্ডলে হে;
আমি জন্মাবধি, কত অপরাধী,
তথাপি দুর্ব্বল বলে ক্ষম বারম্বার।
জানিলাম নানামতে, তোমা বিনা এ জগতে,
কেহ নাহি আর আপনার হে;
ধন্য ধন্য নাথ, করি প্রণিপাত,
নিজগুণে পাপীজনে কর ভবে পার ॥২২৪॥

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল একতালা।

কেন তোমায় ভুলি দয়াময;
তুমি বট হে, পাপী তাপী সাধু সবার
অনন্ত জীবনাশ্রয়।
গর্ভ হতে যেমন ধরায়, ধরা হতে পুনরায়
সয়ে স্নেহে রাখ সবায়, এতে কি আছে সংশয়।
এখন যেমন অতুল যতন, মরণ অন্তেও তেমন,
পরকালে স্নেহ কোলে, রহে তব সমুদয় ॥২২৫॥

রাগিণী পরজ—তাল চোতাল।

অতুল জ্যোতির জ্যোতি,
গ্রহ তারা চন্দ্র তপন জ্যোতিহীন সব তথা।
এক ভানু অযুত কিরণে, উজলে যেমতি সকল ভুবন,
তোমার প্রীতি হইয়ে শতধা বিরচয়ে সতীর প্রেম,
জননী-হৃদয়ে করে বসতি।
অভ্রভেদী অচল শিখর, ঘননীল সাগরবর,
যথা যাই তুমি তথা ;
রবি কিরণে তব শুভ্র কিরণ, শশাঙ্কে তোমার জ্যোতি,
তব কান্তি মেঘে,
সজন নগর, বিজন গহন, যথা যাই তুমি তথা ॥১২৬॥

রাগিণী পরজ—তাল ঝাঁপতাল।

কে রচে এমন সুন্দর বিশ্বছবি,
রতনমণি-খচিত অম্বর কি শোভে।
তরুণ বিভাকর, তারা বিশদ-চন্দ্রমা,
জগত রঞ্জিছে কনক রজত রঞ্জনে।

সুরভি পুষ্পাভরণ, বিপিন গিরি সিন্ধু নদ,
সকলি পরিপূরিত অতুল প্রভাবে,
কেমন সুনিপুণ তোমার লেখনী,
তোমার জগত শোভা নিরখি নয়নে ভুলে ॥২২৭॥

রাগিণী পরজ—তাল ঝাঁপতাল।

কি না পাই, নিরখিলে তাঁরে হৃদি মাঝারে।
পাসরি সকল দুঃখ, ভুলি গৃহ সংসারে!
তাঁর বলে বলীয়ান, তাঁর তেজে জ্যোতিষ্মান্,
অধ ঊর্দ্ধ সর্ব্বস্থান, কেবলই দেখায় তাঁরে।
তাঁহার প্রকাশ ভিন্ন, না দেখি পদার্থ অন্য,
পরিপূর্ণ তাঁতে শূন্য, দেখি জ্যোতি আঁধারে।
দিবসে খদ্যোত জ্যোতি, যেমন হারায় ভাতি
আত্ম-প্রভাব তেমতি, মিশায় জ্যোতি-আধারে ॥২২৮॥

রাগিণী পরজ—তাল ঝাঁপতাল।

তোমার মঙ্গল-রূপ দেখায়েছ নাথ! যারে,
ভ্রমেও সে জ্ঞান-আঁখি কভু কি ফিরাতে পারে?

ধন-ধান্য-আদি সব, বিস্তারি নিজ বিভব,
মানে সদা পরাভব, মোহিত করিতে তারে।
দুঃখ ক্লেশ-দুর্ব্বিপাকে, বিষাদ-সন্তাপ-শোকে,
তোমা হতে সবে তাকে, বিমুখ করিতে হারে।
দেহ-মন-প্রাণ-ধন সকলি করি অর্পণ,
সে নিরখে অনুক্ষণ আনন্দ-হৃদে তোমারে ॥২২৯॥

রাগিণী পরজ—তাল একতালা।

আর দেখিনা এমন ;
তোমা হইতে সুন্দর,
সুখকর প্রলোভন প্রিয় দরশন।
সুখ সৌন্দর্য্য মহিমা কৌশলে,
স্নেহ দয়া পূর্ণ মানব মণ্ডলে,
তোমারই প্রেম প্রতিবিম্বিত হইতেছে অনুক্ষণ।
দেখিতে নয়ন নাহি হয় শ্রান্ত,
সম্ভোগে হৃদয় নাহি হয় ক্লান্ত,
অপূর্ব্ব কাহিনী, সুধাময় বাণী, করে মধু বরষণ ;

প্রেমরস পানে বাড়য়ে পিপাসা,
পূরে মনস্কাম না যায় লালসা,
নাহি তার অন্ত, ঝরে অবিশ্রান্ত,
নহে কভু পুরাতন ॥২৩০॥

রাগিণী পরজ বাহার—তাল কাওয়ালি।
(কি বলিয়ে ডাকিব তোমারে—স্বর)
কি করিয়ে ভুলিব তোমারে বলহে ।
নিকটেতে বসে আছ,
স্বর্গেরদেবতা হয়ে একি চমৎকার ।
আমি তোমারি করুণা নাথ, ভাবিহে যখন,
অবাক্ হইয়ে থাকি না সরে বচন ;
তোমার মতন প্রভু করিতে যতন,
অধম সন্তানগণে কেবা আছে আর ।
অসহায়ের বন্ধু তুমি, হৃদয়ের ধন,
মাতৃহীনের মাতা তুমি সকলে জানে ;
এসব করুণা নাথ ভুলিব কোন প্রাণে,
নিয়ত সম্ভোগ করি করুণা যাঁহার ॥২৩১॥

রাগিণী কালাংড়া—তাল আড়াঠেকা।

মন যাঁরে নাহি পায় নয়নে কেমনে পাবে।
সে অতীত-গুণত্রয়, ইন্দ্রিয় বিষয় নয়,
যাঁহার বর্ণনে রয় শ্রুতি স্তব্ধ ভাবে।
ইচ্ছা মাত্র করিল যে বিশ্বের প্রকাশ,
ইচ্ছামতে রাখে, ইচ্ছামতে করে নাশ,
সেই সত্য, সব আর অসার এ ভবে ॥২৩২॥

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

বিমল রজত ভাসে, পূর্ণ করি নীলাকাশে,
চন্দ্রমা আরতি করে সহস্র কিরণে,
সেই সত্য সনাতনে।
অগণ্য তারকাবলী, চৌদিকে রয়েছে জ্বলি,
মঙ্গল কনক দীপ গগনে গগনে।
ফুলের সুরভি শ্বাস উঠিছে ধূপের বাস,
কানন কুসুম-ভার অর্পিছে চরণে;
পর্ব্বত-কন্দরে গিয়া, শুভ শঙ্খ বাজাইয়া,
পবন হরষে তাঁরে চামর ব্যজনে।

অমৃতের অধিকারী, আছ যত নর নারী,
তোমরাও আরতি কর প্রকৃতির সনে :
জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালি, প্রেমের সৌরভ ঢালি,
শত কণ্ঠে কর গান, সুমধুর তানে ॥২৩৩॥

——

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

কি বেশ ধরেছ আজি শারদীয়া নিশীথিনি ;
কৌমুদী-বসনে পূর্ণ কলানাথ-কিরীটিনি।
উজ্জ্বল তারকারাজি, কুণ্ডল শোভিছে কিবা,
ছায়াপথ সীমন্তেতে জন-মন-মোহিনী।
প্রশান্ত প্রসন্নাননে, হাসায়ে জগত-জনে,
মোহিত করেছ নাকি হৃদয়ানন্দ-দায়িনি ;
কে তোমারে এই সাজে সাজায়েছে বল দেখি,
কাহার নন্দিনী তুমি বল কে তব জননী।
(কোথায় জননী তব সবার জননী যিনি) ॥২৩৪॥

——

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

বলিব কি হে তোমারে ওহে বিভু সনাতন ;
যে দিকে ফিরাই আঁখি, হেরি তব প্রেমানন।
এই যে হিমাদ্রি রাজ, পরায়েছ কত সাজ,
দেখে প্রেমে মুগ্ধ আজ, সার্থক হল জীবন।
কি সজন কি বিজন, যথায় থাকি যখন,
পর্ব্বত কন্দর গুহা, উপত্যকা প্রস্রবণ ;
যে দিকে মেলি নয়ন, তব আবির্ভাবে পূর্ণ,
প্রেমে পুলকিত মন, হৃদিভাব অবর্ণন।
গিরি কন্দর বাহিনী. কহিছে তব কাহিনী,
প্রান্তর অরণ্য মাঝে, বিহঙ্গ কূজন ;
ঊর্দ্ধশিরে গিরিরাজ, তুষার রজত সাজ,
ঘোষে জয় রাজ-রাজ, প্রাণমন বিমোহন ॥২৩৫॥

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

কেমনে দিব হে স্থান এই সংকীর্ণ হৃদয়ে।
দীন দুঃখী পাপী আমি অধম মানব হয়ে।
যদি চাই তোমার পানে, বারেক অনন্য মনে,
প্রেমাবেশে আপনারে আপনি যাই ভুলিয়ে।

নিরখি নাথ তোমারে, আনন্দেতে আঁখি ঝরে,
বাক্য নাহি সরে থাকি অবাক্ হয়ে চাহিয়ে ;
হৃদি হয় পরিপূর্ণ- বহে তায় সুখ পবন,
গভীর প্রেমতরঙ্গে, একেবারে যাই ডুবিয়ে ।২৩৬।

রাগিণী বেহাগ—তাল একতাল।

অগম্য অপার তুমি হে ।
কে জানে কে জানে তোমায় ।
অগণ্য বিশ্ব তব পদতলে,
ভ্রাম্যমান দিবস রজনী,
দেব দেব পরম জ্ঞান হে ;
অতুল স্নেহে রেখেছ ক্রোড়ে,
পাপী তাপী সুখী দুঃখী ;
স্বর্গ মর্ত্ত্য ভাসমান,
তোমার প্রেম সাগরে হে ॥২৩৭॥

রাগিণী বেহাগ—তাল ঝাঁপতাল।

মঙ্গল নিদান, বিঘ্নের কৃপাণ,
মুক্তির সোপান, অন্য কেবা।

সংসার দুর্দ্দিন, শান্তি-সূর্য্য হীন,
কাটি দেয় দিন, অন্য কেবা।
দুঃখ ক্লেশ ভার, পর্ব্বত আকার,
করে পরিহার, অন্য কেবা।
কারে ডাকি আর, যাই কার দ্বার,
সহায় আমার, অন্য কেবা॥ ২৩৮॥

রাগিণী বেহাগ—তাল ঝাঁপতাল।

জয় জগজ্জীবন জগত-পাতা হে।
জয় দীন-শরণ শুভদাতা হে।
জয় বিঘ্নবিনাশন বিধাতা হে।
জয় দেব জগত পিতা মাতা হে।
হৃদয়াধার হৃদজ্ঞাতা হে,
ভয়-তাপ-হরণ ভব-ত্রাতা হে।
দীন জন দ্বারে, ডাকে তোমারে,
দেহি প্রসাদ পরমাত্মা হে॥ ২৩৯॥

রাগিণী বেহাগ—তাল কাওয়ালি।

প্রেমসিন্ধু উথলে দেখে তোমায়,
আনন্দ না ধরে হৃদয়ে।
ও রূপ হেরিয়ে ভুলিতে কে পারে,
নয়ন না ফেরে আর কোথায়,
আনন্দ না ধরে হৃদয়ে ॥ ২৪০ ॥

রাগিণী বেহাগ—তাল কাওয়ালি।

নাথ! তোমার প্রসাদবারি কি গুণ ধরে;
বাক্যে নাহি বলা যায়, স্মরণে নেত্র ঝরে।
নাহি কাল-ভেদাভেদ, নাহি হে পাত্র-প্রভেদ,
বরষিলে বিন্দু তার কি নাহি করে।
ভীরু সাহসী হয়, পাতকীর পাপক্ষয়,
অজ্ঞানীর জ্ঞানোদয়, অসাধু জন তরে;
ধনী হয় দম্ভহীন, বালক হয় প্রবীণ,
সাধু সুখী চিরদিন, দেবভাব ধরে নরে ॥ ২৪১ ॥

রাগিণী বাহার—তাল একতালা।

দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম-আননে।
কি ভয় সংসার-শোক ঘোর বিপদ-শাসনে।
অরুণ উদয়ে আঁধার যেমন যায় জগত ছাড়িয়ে;
তেমনি দেব তোমার জ্যোতি মঙ্গলময় বিরাজিলে
ভকত হৃদয় বীত-শোক তোমার মধুর সান্ত্বনে।
তোমার করুণা, তোমার প্রেম হৃদয়ে প্রভু ভাবিলে
উথলে হৃদয় নয়ন-বারি রাখে কে নিবারিয়ে;
জয় করুণাময়, জয় করুণাময়,
তোমার প্রেম গাইয়ে,
যায় যদি যাক্ প্রাণ তোমার কর্ম্ম সাধনে॥ ২৪২॥

রাগিণী বাহার—তাল কাওয়ালি।

কি আমি বলিব তোমারে;
ক্ষুদ্র কীট আমি, তুমি পুরাণ অনাদি,
অবিনাশী সারাৎসার।
আকাশের উচ্চ তুমি, দেখ তবু কৃপা চখে,

মলিন মানবে ; বর্ম্ম-দুর্গ তুমি ভয় বিপদ মাঝে,
ভব-জলধি-সেতু তুমি, থেক না থেক না হে দূরে॥২৪৩

রাগিণী সাহানা (মিশ্র)—তাল যৎ।

কেমনে বলিবি রে মন পিতার প্রাণ কঠিন।
মুখ পানে কে চাহিল দেখি তোরে দীনহীন।
যাহতে পালিত হলে, আগে তাঁকে ভুলে গেলে,
তিনি, সর্ব্বদা রাখিলেন তোকে না ভুলিয়ে কোনদিন
যত যাও তাঁরে ছাড়িয়ে, ততই তিনি সঙ্গী হয়ে,
প্রেম ভরে স্নেহ ক্রোড়ে, লয়ে রাখেন চিরদিন।
যখন পথ হারা হয়ে, কাঁদ বিপদে পড়িয়ে,
অমনি অনাথ নাথ ত্বরা আসি চখের জল করেন
মোচন॥২৪৪॥

রাগিণী বসন্ত বাহার—তাল যৎ।

ভূষিত মহিমা তব আনন্দ-বদনে,
দেখি, খেলিছে পবিত্র খেলা বিচিত্র ভবনে।

শান্তি সুখ সুবিমল, ধরম প্রেম মঙ্গল,
কত মত শোভা ধরে শান্ত শুদ্ধ মনে।
উজ্জ্বল নীল গগনে, বায়ুর সুস্বর স্বনে,
পুষ্প-সুরভিত বনে, খেলিছে কেমনে ;
সর্ব্বস্থানে সর্ব্বক্ষণ, করে ক্রীড়া অতুলন,
প্রেমে পূর্ণ হয় মন, হেরে তাহা নয়নে ॥২৪৫॥

রাগিণী মল্লার—তাল একতালা।

তোমার প্রতি নিগূঢ় প্রেম যার,
ফলভরে অবনত শাখারি আকার।
প্রাপ্ত হয় আত্ম-বিস্মৃতি, ব্যাপ্ত হয় জগতে প্রীতি,
লুপ্ত হয় ভাবনা ভীতি, ক্ষিপ্ত যে প্রকার ;
সুখ দুঃখ সমভাবে হৃদয় স্পর্শে তার।
কখন হাস্য বদন, কখন করে রোদন,
কখন মগন মন বাল্য ব্যবহার ;
আনন্দে ভাব-সমুদ্রে দিতেছে সাঁতার।
শান্ত দান্ত বিবেক-যুক্ত, অনাসক্ত জীবন্মুক্ত,
ভজনেতে অনুরক্ত, চিত্ত অনিবার ;

কি আনন্দে কর হে তার হৃদয়ে বিহার।
তার প্রেম লাগি তোমাতে, তোমার প্রেম লাগি তাহাতে
আনন্দ লহরী তাহে উঠে অনিবার ;
মিশে নদী জলধিতে হয় একাকার।
এমন দিন কি আমার হবে, তোমার জন্য সকল সবে,
তবে সে সম্ভব, হলে করুণা তোমার,
"ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং" জানিয়াছি সার॥২৪৬

রাগিণী মেঘ মল্লার—তাল সুরফাঁকতাল।

বিশ্ব ভুবন রঞ্জন, ব্রহ্ম পরমজ্যোতি,
অনাদি দেব জগপতি, প্রাণের প্রাণ।
কতই কৃপা বরষিছ, প্রাণ জুড়ায় সুমধুর
প্রেম সমীরে, দুখতাপ সকলি হয় অবসান।
সবাকার তুমি হে পিতা বন্ধু মাতা,
অনন্তলোক করে তব প্রেমামৃত পান ;
অনাথ শরণ এমন আর কেবা তোমা হেন,
ডাকি তোমারে, দেখা দাও প্রভু হে কৃপানিধান॥২৪৭

রাগিণী দেশ মল্লার—তাল ঝাঁপতাল।

হরি তোমা বিনা কেমনে এ ভবে জীবন ধরি।
সংসার জলধি মাঝে তুমি হে তরী।
তোমারে যখন পাই, আঁধারে আলোক পাই,
নিমেষে হৃদয় তাপ সব পাসরি ॥ ২৪৮ ॥

রাগিণী দেশ মল্লার—তাল ঝাঁপতাল।

হে গুরু, কল্পতরু, সকলি সম্ভবে তোমারি নামে।
নিমেষে পাতকী যায় পুণ্যধামে।
যাহা চাই তাহা পাই, কিছুরই অভাব নাই,
অনন্ত সুখ সম্পদ তব চরণে।
যে জন সরল হয়, বিশ্বাসেতে মুক্তি পায়,
সংসারে স্বর্গের শোভা হেরে নয়নে ॥ ২৪৯ ॥

রাগিণী সোহিনী বাহার—তাল ঝাঁপতাল।

তোমার করুণা-প্রেম বহিছে অজস্রধারে।
ডুবেছে যে জন তাহে সেকি তা ভুলিতে পারে।
জীব জন্তু অগণন, তব প্রেমে নিমগন,
আকাশে শশী তপন, তোমার প্রেম প্রচারে।

ধন্য সেই সাধু জন, যে তব প্রেমে মগন,
দিবানিশি তার মন, ভাসে প্রেম সাগরে ॥২৫০॥

রাগিণী মালকোষ—তাল আড়াঠেকা।

কে করিবে তাঁহার অপার মহিমা বর্ণন।
করিতে যাঁহার স্তুতি অবসন্ন হয় শ্রুতি স্মৃতি দরশন।
নিরাধার বিশ্বাধার, নির্ব্বিশেষ নির্ব্বিকার,
স্বপ্রকাশ অবিনাশ বুদ্ধিগম্য নন;
শোন শান্ত-চিত্ত জন, সে তো জীবের জীবন,
মনের সে মন ॥ ২৫১ ॥

রাগিণী মালকোষ—তাল আড়াঠেকা।

কেবা ভুলিবে তোমারে, পেয়ে তোমার প্রীতি সুধা
দেখে তোমার করুণা।
অগতির গতি তুমি, অনাথ-নাথ,
কে না পায় তব ছায়া;
বিশ্ববন্ধু তুমি, যে দিকে দেখি,
দেখি তোমার প্রেম ॥২৫২॥

তৃতীয় অধ্যায়।

প্রার্থনা, আকাঙ্ক্ষা ও অনুতাপ।

রাগিণী ললিত—তাল সওয়ারি।

তুমি জ্যোতির জ্যোতি, দেখা দেও হে।
রবি, শশী, তারা শোভে না আমার কাছে,
যদি হারাই তোমারে।
কিসের সে জীবন যৌবন তোমা বিহনে,
কি হবে সে জ্ঞানে যাতে তোমারে না পাই ॥২৫৩॥

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

আজ খুলিয়ে দিয়েছি নাথ! হৃদয়ের দ্বার।
ওহে অকিঞ্চন ধন, এসে কর অধিকার।
তুমি হে জীবন প্রাণ, তুমি বল তুমি জ্ঞান,
তুমি বিনা অনাথের, কেহ নাহি আর।

তব অনুচর হয়ে, থাকিব তোমারে লয়ে,
তোমার পূজন বিনে পূজিব না অন্যে আর।
জেনেছি জেনেছি প্রভু, ভুলিব না আর কভু,
পতিতপাবন তুমি, তুমি সর্ব্ব-মূলাধার ॥২৫৪॥

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

অনাথে চাহিয়া দেখ অনাথ শরণ;
কি জানাব জানিতেছ হৃদয়-বেদন।
তোমা বিহনে কে আর, ঘুচাবে হৃদয় ভার,
তুমি ভরসা আমার, আমি অকিঞ্চন।
সংসার পিশাচ ঘোর, পিষিছে হৃদয় মোর,
টানিছে নরক পথে, করিতেছে তর্জ্জন;
পড়ে আছি অসহায়, একেবারে নিরুপায়,
জীবনে মরণ প্রায়, ওহে মৃত সঞ্জীবন ॥২৫৫॥

রাগিণী ললিত—তাল আড়া।

এসেছি তোমারি দ্বারে তোমারি মহিমা শুনে;
দেখ প্রভু কি হয়েছি পুড়িয়ে পাপ আগুনে

চেয়ে দেখ দয়াময়, থাক্ হয়েছে হৃদয়
রাখ রাখ রাখ প্রাণ, দিয়ে স্থান শ্রীচরণে।
প্রভু তোমরি কৃপায়, সকলি সম্ভব হয়,
শুনেছি তোমারি নামে, গলে হে পাষাণ ;
পৃথিবী স্বর্গের প্রায়, মনুষ্য দেবতা হয়,
রজনীতে সূর্য্যোদয়, হয় তোমার নামের গুণে ॥২৫৬॥

রাগিণী ললিত—তাল আড়া।

নিজ গুণে তার যদি এ অধম নরে।
তবেত যাইতে পারি সংসার জলধি পারে।
না জানি ভজন সাধন, প্রেমহীন ভক্তিহীন,
চিরদুখী আমি তোমার পাতকী সন্তান ;
সকলি করিতে পার, তুমি সর্ব্বমূলাধার;
দাসে দাও চরণতরী কৃপা করে ॥ ২৫৭॥

রাগিণী ললিত—তাল আড়া।

কোথা গেলে পাব তাঁরে, তাই সদা ভাবি মনে।
কে আমারে দেখাইবে, সেই প্রাণাধিক ধনে ॥

দেহ মন ধন প্রাণ, সকলি যাঁহার দান,
বল প্রাণ রহে কিসে, সেই প্রাণ-সখা বিনে।
যাঁর পদ লভিবারে, কত কষ্ট করে নরে,
বিসর্জ্জন করে দেহ, প্রজ্বলিত হুতাশনে ;
হায় কি পাষাণ হয়ে, ভুলি হে সে দয়াময়ে,
ইচ্ছা হয় তাঁর তরে, ভ্রমি একা বনে বনে ॥২৫৮॥

রাগিণী ললিত—তাল একতালা।

চেয়ে দেখ নাথ! একবার এ অধম সন্তানে।
পাপে তাপে জর জর, ত্রাণ কর ছায়া দানে ॥
তুমি বিনা বল আর, কে করিবে নিস্তার,
কে তারে কাতরে, ওহে কাতর-শরণ ;
দয়া গুণে ক্ষমা কর এ শরণাগত জনে ॥২৫৯॥

রাগিণী ললিত—তাল একতালা।

কোথা রইলে গো জননি! দেখা দাও পাপী জনে ;
নিরাশ্রয় ভয় হয়, দিয়ে আশ্রয় বাঁচাও প্রাণে।

ভজন সাধন বিহীন, পাপে তাপে মলিন,
কেমনে ধরি জীবন, না দেখি উপায়।
কত দিন পাপের অধীন হয়ে রহিব জননী!
নিজ-গুণে শ্রীচরণে স্থান দিয়ে রক্ষ দীনে ॥২৬০॥

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

দেখা দেও আঁখি-রঞ্জন হৃদি মাঝে হৃদয়েশ!
প্রেম-জনন প্রসন্ন-বদন হেরি অনিমেষ।
নরনারীগণ আনন্দ অন্তরে,
যশ-তৌম্বুর তব হে মহেশ ঝঙ্কারে,
অবিরত দশ দেশ।
শুদ্ধসত্ব হিরণ্ময় মানস-আসন পাতি
তোমারে দিব পরমেশ;
ভক্তি চন্দনে চর্চ্চিব চরণ,
প্রেমের হারে বাঁধি তোমারে,
পালিব তব আদেশ ॥২৬১॥

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

(মোর) দুঃখ নিশা প্রভাত কর হে দুরিত নাশন,
তার এ অকূল পাথার।
বিরাজি হৃদয় মাঝে, মলিনতা পাপ তাপ হর,
হে দয়াল, হে কৃপার আধার।
এসেছি প্রভু হে,তোমার অভয় দ্বারে ফিরা'য়ো না
দীনে না দিয়ে দরশন, পূর ভক্ত মনস্কাম ;
নাহি সহায় লোকে তোমা বিনা
তুমি একমাত্র সহায় সম্বল মোর—
সঙ্গী সুখে দুখে, আঁধার মিহির, দারিদ্র্যভঞ্জন,
অন্ন-ধন-সুখ-সম্পদ-কারণ ॥২৬২॥

রাগ ভৈরব—তাল ঝাঁপতাল।

(প্রভু)পূজিব তোমারে আজি বড় আছে আকিঞ্চন,
হৃদয় কবাট খুলি পেতেছি মন আসন।
ভক্তির গেঁথেছি হার, দিব আজি উপহার,
প্রেমের চন্দন ছিটা এই মাত্র আয়োজন।

নয়নের অশ্রু দিয়ে ধোব হে তব চরণ,
জানি তুমি দয়াময় ভক্তে দিবে দরশন;
এসো তবে দীন বন্ধু, এসো করুণার সিন্ধু,
বিতরি প্রসাদ-বিন্দু সফল কর জীবন ॥২৬৩॥

রাগ মিয়া ভৈরব—তাল চৌতাল।

করুণার সাগর, কৃপাজল দেও হে কাতরে।
কোথা তুমি ত্রিভুবন-রাজা পাবনের পাবন,
কোথায় দীন হীন অকিঞ্চন আমি।
যাঁর গুণে পাষাণ হৃদয়ে দেখা দেয় প্রেমের অঙ্কুর,
ডাকি তাঁরি তরে;
তব প্রসাদ বারি বরষে যথা, জীবন ধন,
শান্তি-উথলে তথা সহস্র ধারে ॥২৬৪॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঝাঁপতাল।

তৎসৎ ব্রহ্মপদ প্রণমি হে দণ্ডবৎ;
শ্রবণ করো করুণা করি, প্রভু এ স্তুতিগীত স্বরিত।

শান্তি-সুধা সর্ব্ব ভুবন বিস্তার,
ইচ্ছা তোমারি হউক সফল হে;
অনীতি দুর্ম্মতি করি অপহৃত,
পুণ্য সলিল বরিষ, বরিষ অমৃত।
প্রাণের প্রাণ তুমি হৃদয়ের স্বামী,
বিকশিত কর আসি হৃদয়কমল হে;
প্রেম-সুধা দেও চিত্তচকোরে,
প্রসাদ-বিন্দুর তরে প্রাণ তৃষিত।
সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বসাক্ষী পুরাণ,
কি আর জানাব জানিছ সকল হে;
ভক্তবৎসল তুমি ভক্ত এই যাচে,
মোচন কর সর্ব্ব দুরিত দুষ্কৃত।
কাতর হইয়ে এসেছি তব দ্বারে,
দীন-হীন সবে মলিন দুর্ব্বল হে;
বিঘ্ন-বিনাশন পতিত-পাবন,
দেখাও দেখাও হে, তব পুণ্যপথ:
বিশ্বনিয়ন্তা বিভু ন্যায় সিন্ধু,
ইচ্ছা তোমারি হউক সফল হে;

দিব্য পিতা প্রভু পরম কৃপাময়,
বিতর সবে শান্তি সুমতি সতত ॥২৬৫॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঝাঁপতাল।

(তৎসৎ ব্রহ্মপদ—সুর।)

মহা সিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিতঃ
তোমারি রচিত ছন্দ মহান্ বিশ্বের গীত।
মর্ত্ত্যের মৃত্তিকা হোয়ে, ক্ষুদ্র এই কণ্ঠ ল'য়ে,
আমিও দুয়ারে তব হ'য়েছি হে উপনীত।
কিছু নাহি চাহি দেব, কেবল দর্শন মাগি,
তোমারে শুনাব গীত এসেছি তাহারি লাগি ;
গাহে যথা রবি শশী, সেই সভা মাঝে বসি,
একান্তে গাহিতে চাহে এই ভকতের চিত। ॥২৬৬॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল যৎ।

হায় কি দিব বলহে চরণে তোমার।
দীন দুঃখী পাপী আমি, কি আছে আমার॥

না জানি অর্চ্চনা স্তুতি, নাহিক তোমাতে মতি,
হৃদয়ে কিছুই নাহি দিতে উপহার ।
ভাসিয়ে নয়ন জলে, ডাকি দয়াময় বলে,
এস হে দয়ার নিধি, হর দুখ ভার ॥২৬৭॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়া ।

কাতরে কর নাথ দয়া, আছি আশা-পথ চেয়ে ।
থাকিব আর কত দিন বল নিঃসম্বল হয়ে ?
পিতৃহীনের পিতা তুমি, মাতৃহীনের জননী,
প্রকাশ আশ্বাস বাণী, এ পাপ-ভগ্ন হৃদয়ে ।
করেছ কত করুণা, প্রাণ থাকিতে ভুলিব না,
এখন আমার এই কামনা, স্থান দেও চরণাশ্রয়ে ॥২৬৮

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়া ।

প্রভো কুরু কিঙ্করে করুণাবিধানং ;
হে দয়াময়, তারয় ভব পারাবারং ।
দাসে বিতর তরীং, তব চরণ-সরোজং,
যাচে ভব বারিধৌ কর্ণধারমনুবারং ।

পাপহর পরিহর, মোহমকরমতি ঘোরং,
বিষয়-বাসনা হর, অন্তর বৈরী বিকারং ॥২৬৯

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়া।

কেমনে বলিব আমি ভালবাসি হে তোমারে।
জীবনের চিন্তা কার্য্য তাহে প্রতিবাদ করে।
মুখে ভালবাসি বলি, কাযে ফাঁকি দি কেবলি,
প্রাণের ভিতরে কালি, রাখি কেবল ঢাকিয়ে।
কেমনে হব সরল, হৃদি হবে নিরমল,
বাক্য কার্য্য চিন্তায় মিলে পূজিবহে তোমারে ॥২৭০

রাগিণী ভৈরবী—তাল মধ্যমান।

(তাই ডাকি হে তোমায়—সুর।)

এস মা এস মা হৃদি মাঝারে।
সব দুখ ভুলে যাব দেখিয়ে তোমারে।
হৃদি মাঝে বসাইব, অনিমেষে নিরখিব,
অনুক্ষণ ডুবে রব, তব প্রেম সাগরে ॥২৭১

রাগিণী ভৈরবী—তাল মধ্যমান।

তোমারি তোমারি আমি জীবন মরণে;
প্রেম-পাশে বাঁধা আছে প্রাণ মন ও চরণে।
বিপদে ফেল হে যদি, বিপদেতে রব,
প্রেমমুখ দেখাও যদি, সব দুখ স'ব,
সংসারের কটু কথা শুনিব না শ্রবণে ॥২৭২॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল কাওয়ালি।

অকুল ভবসাগরে তার হে তার হে।
চরণতরি দেহি, অনাথনাথ হে।
সন্তাপ-নিবারণ, দুর্গতি-বিনাশন,
দুর্দ্দিন-তিমির হর, পাপ তাপ নাশ হে ॥২৭৩॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল কাওয়ালি।

দেখা দেও হে জীবনের জীবন।
বিফলে গেল যে জীবন ॥
দেখি তব প্রেমমুখ, দূর করি সব দুখ,
দয়া করে, একবার দেও দরশন।

পাপে তাপে অবিরত, হইয়াছি জীবন্মৃত,
দিয়ে ও চরণামৃত, বাঁচাও জীবন ॥২৭৪॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল কাওয়ালি।

তোমারি রহিব নাথ জীবন মরণে ;
চিরদিন পড়ে রব তোমার চরণে।
কি সুখ জীবনে হায়, দগ্ধ মরুভূমি প্রায়,
এ ছার জীবন তব প্রেম বারি বিনে ;
সংসারের ধন মান, চাহেনা আমার প্রাণ,
দেয় না তিলেক শান্তি তাপিত জীবনে।
তোমা বিনে দয়াময়, জীবন আঁধারময়,
কিছুতেই সুখ নাই তোমার বিহনে ;
পুণ্যের বিমল জ্যোতি, মানবের স্নেহ প্রীতি
সকলি মলিন তব প্রেমালোক বিনে।
তব প্রেম সুধাময়, হায় নাথ যে হৃদয়
করিয়াছে আস্বাদন বারেক জীবনে ;
কি সুখে ভুলায়ে হায়, রাখিবে সংসার তায়,
কেমনে বাঁধিবে তার আকুল পরাণে।

হৃদয় তোমারি তরে, কাঁদে সদা প্রেমভরে,
তোমাতরে প্রেম ধারা বহে দুনয়নে ;
এই নাথ লও মোরে, বাঁধি রাখ প্রেম ডোরে,
হৃদয় পরাণ মন তোমার চরণে ॥২৭৫॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল কাওয়ালি।

আমার মনের সাধ রহিল মনে।
মনে করি হেরি তাঁরে, আঁখি ভরি হৃদ্ মাঝারে,
কেমন মোহ আঁধার ঘেরে নয়নে।
মনে করি ভাবি তাঁরে, ভুলিয়ে পাপ সংসারে,
সংসার ভাবনা আসি ফিরায় মনে।
কবে সেই প্রেম শশী, উদবেন হৃদে আসি,
উথলিবে সুখসিন্ধু ভাসায়ে প্রাণে।
কবে ভাসি আঁখি জলে, ডাকিব প্রাণেশ বলে,
সঁপে দিব প্রাণ মন অই চরণে ॥২৭৬॥

রাগিণী ভৈরবী তাল একতালা।

নিলাম গো শরণ পিতা তোমার ঐ অভয় চরণে।
দিতে হবে স্থান এবার পাপী কাতর সন্তানে।
সংসারের জ্বালায় জ্বলে, শীতল একবার হব বলে,
পড়িলাম এই চরণ তলে, জুড়াও গো তাপিত জনে।
শুনেছি গো ঐ পায়, মহাপাপী তরে যায়,
এসেছি গো সেই আশায়, চাও কৃপা নয়নে ॥২৭৭॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঠুংরি।

পাপে তাপে বিচলিত মনঃ শীঘ্র সন্তাপ নাশ।
মোহাচ্ছন্নে হৃদয়-গগনে প্রেম সূর্য্য প্রকাশ।
অজ্ঞানান্ধে বিতর সুমতি তার দুঃখী অনাথে;
আপদ্ সম্পদ্ সকল সময়ে থাক ভক্তের সাথে ॥২৭৮॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঠুংরি।

প্রেমদাতা! দেখা দেও হে,
প্রাণ সদা তোমারে চায়।

দূরে যায় পাপ, দূরে যায় তাপ,
দূরে যায় শোক ;
ভাসে হৃদয় মম প্রেম আনন্দে,
প্রেমমুখ যদি হে ভায়।
অপার শান্তি, হৃদয়ে বিরাজে,
পূরে মনস্কাম ;
যখনি দয়া তব, স্মরণে জাগে,
মন তব চরণে ধায় ॥ ২৭৯ ॥

রাগিণী গাড়া ভৈরবী—তাল যৎ।

কি দিয়ে পূজিব নাথ! হেন কি ধন আছে।
সবে ধন পাপ মন অপবিত্র রয়েছে।
আমি অতি দীন হীন, আমি কোথায় কি পাব নাথ,
সকলি তোমারি দেওয়া লও হে তোমার যা ইচ্ছে॥ ২৮০

রাগিণী যোগিয়া—তাল মধ্যমান।

এস হে হৃদয়ে হৃদয়বিহারী।
প্রীতি কুসুমে ছায়িব হে চরণ তোমারি।

পূরব গগনে ভানু বিরাজিল,
অন্ধকার বিনাশিল ;
তোমা বিনে আঁধার হৃদাকাশ,
নাশি তিমির হও প্রকাশ, প্রাণে আমারি।
বিহঙ্গমগণ হেরি তপন কিরণ,
শতকণ্ঠে ধরিল সুতান ;
প্রেমরবি হে, তব মুখ নেহারি,
গাইবে আজি প্রাণ বিহঙ্গ আমারি।
হৃদি-সরসী মাঝে প্রীতি কুসুম ফুটিবে,
মন-ভৃঙ্গ তব নাম ঝঙ্কারিবে ;
এসহে প্রাণসখা, দিয়ে প্রেমবারি,
যতনে ধুইব চরণ তোমারি॥ ২৮১॥

রাগিণী খট—তাল সুরফাকতাল।

মঙ্গল তোমার নাম, মঙ্গল তোমার ধাম,
মঙ্গল তোমার কার্য্য, তুমি মঙ্গল নিদান।
অকূল ভব-সাগরে, অনুদিন তুমি সহায়
পাপতিমির নাশি, বিতর কল্যাণ।

দুর্ব্বল হৃদয় মোর, আশ্রয় কর দান,
দুর্গম পথ তরাও, দেও হে পরিত্রাণ।
দুর্জ্জয় রিপু দ্বন্দ্বে অন্তরে বাহিরে,
এ সঙ্কটে ধ্রুব নেতা তুমি কর বিজয় দান ॥২৮২॥

রাগিণী খট—তাল ঝাঁপতাল।

প্রাণ সঁপেছি ব্রহ্ম-পদে, না চাহি সুখ সম্পদে,
তাঁহার ধ্যান চিন্তনে করিব জীবন ক্ষয়।
কি হইবে সুখ আশে, ধন মান অভিলাষে,
এ দেহ অঞ্জলি দিব মন প্রাণ সমুদয়।
(আমি) থাকিব সঙ্গেতে তাঁর না থাকিবে দুঃখ ভার
নিয়ত পিয়িব সুধা, তাঁহার তত্ত্ব কথায়।
শিশু জননীরে পেলে, যায় সব দুঃখ ভুলে,
পাসরিব সব দুঃখ পাইয়া জগন্মাতায় ॥ ২৮৩ ॥

রাগিণী খট ভৈরবী—তাল পোস্তা।

(দয়াল নামামৃত রসে—সুর)

থাকৃব না আর এ পাপ রাজ্যে, ব্রহ্মলোকে যাব চলে
সুখে বাস করিব তথা ব্রহ্মকল্পতরু মূলে।

প্রেমের বীজ করিয়ে রোপণ, ভক্তি-নদীর উপকূলে,
হৃদয় ভাণ্ডার পূর্ণ করিব পুণ্য সম্বলে।
অমর হয়ে অমৃত পান করিব সবে মিলে ;
ভক্তবৃন্দ সঙ্গে সদা ভাসিব প্রেম-হিল্লোলে।
অসার নীচ বাসনা সকল যাইব ভুলে ;
হয়ে অনুরাগী প্রেম বৈরাগী
বিলাব প্রেম হৃদয় খুলে ॥ ২৮৪॥

রাগিণী আসোয়ারি—তাল ঝাঁপতাল।
(জাগো সকলে—সুর)

প্রভো দীন দয়াল ; দীন জন যাচে,
বরিষ বরিষ নাথ, করুণানিধান, প্রেমামৃত বারি।
দীনজন সখা তুমি, দীনকাণ্ডারী,
বিতর দীনে প্রেম তোমারি।
নীরস হৃদয় মোরা তব প্রেম বিনা,
শান্তিহারা সবে, দিবা বিভাবরী ;
তব প্রেম-সিন্ধু নীরে মগন,
কর নাথ চিত্ত সবারি ॥ ২৮৫ ॥

রাগিণী আশা—তাল ঠুংরি।

বিষয় সুখে মন তৃপ্তি কি মানে।
তব চরণামৃত, পান-পিপাসিত,
নাহি চাহি ধন জন মানে।
হৃদয় পিপাসু সদা পরমেশ্বর
পাদ-কমল মধু-পানে;
না চাহি অপর কিছু, মধুকব ত্যজি মধু,
চায় কি সে জলপানে।
সেই তব সুবিমল প্রেম মুখ-চ্ছবি,
নিরখি নিরখি অনিমেষে;
সফল করিব প্রভু, নেত্র যুগল মম,
পাসরিব ভয় দুঃখ ক্লেশে।
অনুদিন গাইব ভগবদমল যশ,
কোমল সুমধুর তানে;
মিলিবে সে ফল তাহে, কভু নাহি মিলে যাহা,
দুঃসহ তপ জপ দানে।
পলভর না ছাড়িব তোমার সে শ্রীচরণ,
তুমিও রাখিবে তব দাসে;

তব সহবাস-সুখে রহি নিশি দিন,
না গণিব ভব বনবাসে।
পরিহরি বিষময় বিষয় প্রলোভন,
অনুচর রব তব পাশে;
হৃদয়-থাল ভরি প্রীতি কুসুম লয়ে
পূজিব নিত্য মহেশে।
পরি অপরাজিত দিব্য কবচ তব,
অক্ষত রিপুর প্রহারে;
তব করুণাতরি করি অবলম্বন,
যাব ভবার্ণব পারে।
জীবন সঁপিয়ে তোমার পদে প্রভু,
নির্ভয় হইব সখা হে;
মঙ্গল কার্য্য তোমার সমাপিয়ে,
সহজে ত্যজিব এই দেহে ॥২৮৬॥

রাগিণী আশা—তাল ঠুংরি।

(বিষয় সুখে মন—সুর)

হে সুখকারী ভয়-দুখহারী।
পূজিতে তোমারে, আজি তব দ্বারে,
এসেছি কৃপার ভিখারী।

বরষিছ কত দয়া, পলকে পলকে প্রভু,
জীবনে ভুলিতে কি পারি ?
স্মরিয়ে দয়া তব, আজি প্রেম-বারি,
ফেলিব চরণে তোমারি।
পাসরি সব দুখ, স্নেহের মূরতি তব,
যবে হৃদিমাঝে নেহারি ;
ভাসিব আনন্দে, হেরি অনিমেষে,
সেই মূরতি তোমারি।
পাপী জনে প্রভু, কোলে লইতে তব,
আছ প্রেমবাহু প্রসারি ;
আশা করি তাই, আসিলাম তব ঠাঁই,
লহ সন্তানে তোমারি ॥২৮৭॥

রাগিণী আলা—তাল ঠুংরি।
(ঐ সুর)

পতিতপাবন তুমি ভব ভয়হারী।
দেখ তব দ্বারে, আজি করযোড়ে,
মুক্তি-ভিখারী নরনারী।

এক অভয় পদ, বিঘ্ন-বিপদ-হর,
তুমি প্রভু ভব সংসারে ;
লইনু শরণ আজি, শ্রীচরণ আশ্রয়ে,
দেও হে তব পদ তরী।
কে আর করিবে প্রভু, কলুষ বিমোচন,
যাই আর কার দ্বারে ;
মলিন পাতকী সবে, ডাকে তোমারে প্রভু
তারহে পতিত উদ্ধারী।
মোহ তিমির ঘোর, ভীষণ দুস্তর
কে আর করিবে বিনাশ ;
কে পারে তরিবারে, তোমার প্রসাদ বিনা,
লইনু শরণ হে তোমারি ॥২৮৮॥

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা।

ওহে দীননাথ কর আশীর্ব্বাদ,
এই দীন হীন দুর্ব্বল সন্তানে।
যেন এ রসনা, করে হে ঘোষণা,
সত্যের মহিমা জীবন মরণে;

তোমার আদেশ সদা শিরে ধরি,
চির ভৃত্য হয়ে রব আজ্ঞাকারী,
নির্ভয় অন্তরে, বল্‌ব দ্বারে দ্বারে,
মহাপাপী তরে দয়াল নামের গুণে।
অকপট হৃদে তোমারে সেবিব,
পাপের কুমন্ত্রণা আর না শুনিব,
যা হবার তাই হবে, যায় প্রাণ যাবে,
তব ইচ্ছা পূর্ণ হোক এ জীবনে।
নিত্য সত্য ব্রত করিব পালন,
মন্ত্রের সাধন কি শরীর পতন,
ভয় বিপদ কালে, ডাক্‌ব পিতা বলে,
লইব শরণ ঐ অভয় চরণে ॥২৮৯॥

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা।

প্রাণ সখা হে, আমার হৃদয় মাঝে দাও হে দরশন।
সফল করি, হে নাথ! হেরি তোমারে, জীবন॥
মোহ-কোলাহলে, থাকি যে তোমায় ভুলে,
জানিতে পারি না প্রভো! তুমি কি পরম ধন।

যদি আজ কৃপা করে, তৃষিত করিলে মোরে,
দেখিবারে অনুপম, রূপ ভুবনমোহন ;
দাও তবে জ্ঞান আঁখি দেখি হে তোমায় দেখি,
মোহাঁধার, হই পার, পাই হে নব জীবন ॥২৯০॥

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা।

এস এস মলিন হৃদয়ে মম, এস হে হই ধন্য।
করুণা বিভব হে দয়াময়,
আমার এ জীবন কেবল তোমারি জন্য।
এস এস এস জীবন-আধার,
দুখিনী অবলার হৃদয় মাঝার,
একবার এস হে ;
ডাকে কাতরে তোমারি দুখিনী কন্যা।
পবিত্র করিয়ে হৃদয়-আসন,
প্রীতি-পুষ্প আর ভকতি চন্দন,
উপহার হে,
দিবে চরণে পাপিনী এত কি পুণ্য।

ধরি হে চরণে দেহ এই বর,
কুমতি কুকথা কুচিন্তা কঠোর,
পাপ হে,
যেন না দহে দাসীর হৃদয়ারণ্য ॥২৯১॥

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা।

(ওহে দীননাথ—সুর)

পতিত পাবন, এ পাতকী জন,
পাবে কি কখন, চরণ তোমার।
কুটিলহৃদয়, কুচিন্তার আলয়,
না হয় সহজে প্রেমোদয় যার।
অকলঙ্ক তুমি পুণ্যের আধার ;
চির কলঙ্কিত আমি দুরাচার ;
তুমি অন্তর্যামী, হৃদয়ের স্বামী,
জানিছ সকলি, বলিব কি আর।
এ ঘোর সঙ্কটে করিতে উদ্ধার,
অকিঞ্চন নাথ কেহ নাই আমার ;

যা কর এখন, বিপদভঞ্জন,
আমার ত ভরসা কিছু নাই আর ॥২৯২॥

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা।

অতি কাতরে করি নাথ এই নিবেদন।
দুঃখ যন্ত্রণায় বিপদ সময়,
ডাকিলে যেন পাই দরশন।
চিরদুঃখী করে রাখ তাতে ক্ষতি নাই,
অভয় পদে দিও স্থান, এই ভিক্ষা চাই ;
আমি সকল সইতে পারি, তোমার মুখ হেরি,
(কিন্তু) বিচ্ছেদ বেদনা হয় না সম্বরণ।
হৃদয়বাসী পিতা তুমি জান সমুদয়,
কত দুঃখ কষ্টে আমার দিন গত হয় ;
হায় বল কেমন করে, থাকি ধৈর্য্য ধরে,
না দেখে তোমার প্রসন্ন বদন ॥২৯৩॥

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা।

(ওহে দীননাথ—স্বর)

তোমাতে যখন, মজে আমার মন,
তখনি ভুবন, হয় সুধাময় ;
জীবে হয় কত, স্নেহ সমাগত,
দূরে যায় যত, দুঃখ আর ভয়।
দেখি, দিবাকরে সুধাকরে সুধাক্ষরে,
সুধাময় হয়ে পবন সঞ্চরে,
সরিৎ বহে সুধা, মেঘে সুধা ঝরে,
চরাচরে সুধামাখা সমুদয়।
আমি, তোমা ছাড়া হয়ে থাকি যে সময়ে,
কিছুতে আনন্দ পাই না হৃদয়ে,
সময় সম্বরি যে যাতনা সময়ে,
জান অন্তর্যামী অন্তরের বিষয়।
তুমি, অনাথের নাথ দরিদ্রের ধন,
বিপদের কাণ্ডারী পতিতপাবন,
মোহান্ধকারের তুমি সে তপন,
পূর্ণানন্দ তুমি মঙ্গলের আলয়।

করি, এই ভিক্ষা নাথ! যেন সর্ব্বক্ষণ,
থাকে আমার মন তোমাতে মগন,
ধন মান সুখে নাহি প্রয়োজন,
তোমা ধনে লয়ে জুড়াব হৃদয় ॥২৯৪॥

রাগিণী বিভাস—তাল ঝাঁপতাল।

হৃদয়-কুটির মম, কর নাথ পুণ্যাশ্রম।
বিরাজ আনন্দে তাহে দিবানিশি অবিরাম।
জীবন কর আমার প্রেম-পরিবার,
গৃহ-দেবতা পিতা হয়ে থাক হে তাহার;
মঙ্গল শাসনে সদা কর হে শাসন।
আমি প্রতিদিন ভক্তি ভরে করিব পূজা অর্চ্চনা,
কৃতাঞ্জলিপুটে করিব চরণ বন্দনা;
নিত্য নব নবজাত প্রেম-হারে,
সাজাব তব সিংহাসন সুন্দর ক'রে,
গলবস্ত্র হয়ে তোমায় করিব অভিবাদন।
আমার রিপু-পরিচারিকাদল, আনন্দে মিলে সকল,
অনুদিন করিবে সব সেবার আয়োজন;

ইচ্ছায় ইচ্ছা মিলিবে, বিচ্ছেদে মিলন হবে,
তব প্রেম আবির্ভাবে আত্মা হবে স্বর্গধাম ॥২৯৫॥

রাগিণী বিভাস—তাল ঝাঁপতাল।

(হৃদয় কুটীর মম—স্থর)

ভক্তগণ সঙ্গে আজি, মিলিয়ে পবিত্র ভাবে,
গাইব তোমার নাম আনন্দে হয়ে মগন।
হৃদয় মন্দির মাঝে, বসায়ে তোমারে প্রভু,
প্রেম ভক্তি উপহারে পূজিব তব চরণ,
আনন্দ সলিলে সদা ভাসিবে হৃদয় মন।
প্রেমের সাগর তুমি, সৌন্দর্যোর প্রস্রবণ,
পরম আনন্দধাম, পুণ্যের আলয়;
তব পুণ্য সহবাসে ক্ষণেক করিলে বাস,
পাপ তাপ যায় দূরে শীতল হয় জীবন;
হৃদয় পবিত্র হয় হেরে তব পুণ্যানন।
এই ভিক্ষা দীননাথ দেও দাসে কৃপা করি,
তব শান্তি নিকেতনে করিতে গমন;

কৃপাসিন্ধু নাম শুনে আসিয়াছি তব দ্বারে,
পুরাও মনের সাধ দিয়ে দাসে শ্রীচরণ ॥২৯৬॥

রাগিণী বিভাস—তাল তেওট।

যদি তরাবে জগত জনে, দিয়ে দয়াল নামে,
আগে গো তরাও, পিতা আমায়।
এ পাপী তরে গেলে, জগতের আশা হবে দয়াময়।
সুধামাখা দয়াল নাম করিয়ে কীর্ত্তন,
তব কৃপায় ভব রাজ্য করিব গমন ;
বল্‌ব আয়রে সবে আয়, আর ভাই নাহি ভয়,
এই দেখ্ মহাপাপী তরে যায়।
ঊর্দ্ধশ্বাসে পাপী সবে আস্‌বে দলে দল,
ভক্ত যুটে ভক্তির ঘাটে কর্‌বে কোলাহল ;
তব ইচ্ছা পূর্ণ হবে, জগৎ তরে যাবে,
এ পাপী যদি ঐ চরণ পায় ॥২৯৭॥

মধুকাণের সুর—তাল কাওয়ালি।

(বিভাস।)

কাঙ্গালের ধন কোথা তুমি।
একবার এসে দেখ প্রভু, কি দুখে দিন কাটাই আমি।
অহরহ মরি জ্বলে, হৃদয়ের পাপানলে,
জানাতে না পারি বলে, জান সকল অন্তর্যামী।
যে ধনের কাঙ্গালী হয়ে, ফিরিতেছি চেয়ে চেয়ে,
বল্‌তেগো দিবে হিয়ে, জান্‌ছ সকল অন্তর্যামী।
কাঁদিতেছি ফিরে ফিরে, অথচ আছ অন্তরে,
দেখিতে না পাই ঘরে, কোথায় ওহে হৃদয়স্বামী।
থাকি আমি যে করে, আমার এই শূন্য ঘরে,
অন্যে কি জানিতে পারে, জান কেবল
অন্তর্যামী ॥২৯৮॥

রাগিণী ললিত বিভাস—তাল যৎ।

কোথা হে কোথা হে ওহে প্রাণ-রমণ।
ঘুচাও প্রাণের যাতনা দিয়ে দরশন॥

ভব কানন মাঝারে, বেড়াইলাম ঘুরে ঘুরে,
ভুলিয়ে তোমা হেন ধনে।
সংসার বিলাসে, সুখের আশে,
মজিলাম, হইলাম পাপে মগন ;
বিবেক বৈরাগ্য নাই, হৃদয়ে ভকতি নাই,
দিয়ে সব রাখ দাসে (ওহে) দীনশ রণ।
তোমা বিনা চাবি ধার, হেরি নাথ অন্ধকার,
রাখ হে জীবন, প্রভু, দিয়ে দরশন ;
ভুলিয়ে পাপ-সংসারে, তোমার প্রেম সাগরে,
চির-জীবনের তরে, হব নিমগন ॥২৯॥

রাগিণী ললিত বিভাস—তাল একতালা।

আর কিছু নাই ভরসা সংসারে তোমা ভিন্ন।
পড়ে পাপে, অনুতাপে, হৃদয় হল অবসন্ন ;
যথা যাই, শান্তি নাই, কর দাসে হও প্রসন্ন।
চারি দিকে অন্ধকার, বিষাদে হৃদয় ভার,
পুড়িছে অনলে যেন হৃদয় আমার ;

কত বার চাব আর, ক্ষমা করেছ অগণ্য ;
অপরাধী নিরবধি, একি হল মতিচ্ছন্ন ॥৩০০॥

রাগিণী কুকব—তাল ঠুংরি।

গভীর বেদনায় অস্থির প্রাণ ;
কর হে আমারে শান্তি-দান।
মোচন কর হে পাপতাপ ;
ঘুচাও রোদন বিলাপ।
কেবলি তোমার আশ্রয়ে ;
তরিব সাগর নির্ভয়ে।
যে যায় যাক্ যে থাকে থাক্ ;
শুনে চলি তোমারি ডাক।
তরঙ্গ ঘোর কর হে পার ;
মন-তরীর হর হে ভার।
তুমি বিনা কর্ণধার,
কেহ নাহি আব আমার ॥৩০১॥

রাগিণী আলাইয়া—তাল আড়া।

আমার কি হবে উপায়।
দয়াময় বৃথা দিন যায়;
অকৃতি অধম আমি অতি দুরাশয়।
জ্ঞানকৃত অপরাধে, বঞ্চিত তব প্রসাদে,
গভীর বিষাদে তাই মলিন হৃদয়।
নিজ দোষে বারম্বার, করিয়াছি পাপাচার,
এখন কলঙ্ক ভারে অবসন্ন প্রায়;
আপন কুকর্ম্ম ফলে, দিবানিশি মরি জ্বলে,
অনলে পতঙ্গ যেমন জীবন হারায়।
সহে না সহে না আর, শীঘ্র করহে উদ্ধার,
বিলম্বে মরিবে প্রাণে, তোমার দুর্ব্বল তনয় ॥৩০২॥

রাগিণী আলাইয়া—তাল একতালা।

দেহ জ্ঞান—দিব্য জ্ঞান, দেহ প্রীতি—শুদ্ধপ্রীতি,
তুমি মঙ্গল-আলয়, (তুমি মঙ্গল-আলয়)।
ধৈর্য্য দেহ, বীর্য্য দেহ, তিতিক্ষা সন্তোষ দেহ,
বিবেক বৈরাগ্য দেহ, দেহ ও পদ আশ্রয় ॥৩০৩॥

রাগিণী আলাইয়া—তাল কাওয়ালি ।

অধমতারণ, অনাথ শরণ
পতিতপাবন, তোমার নাম হে ।
পাপেতে মলিন, বিষাদে মগন,
দুঃখের রজনী কর প্রভাত হে ।
কে আর তারিবে, অধম মানবে,
তাই প্রভু এসেছি তোমারই দুয়ারে ॥ ৩০৪ ॥

রাগিণী আলাইয়া—তাল ঠুংরি ।

কেমন করিয়ে, নিদয় হইয়ে,
এখন ফিরায়ে, দিব হে তোমারে ।
করিয়াছ পণ, দিবে পরিত্রাণ,
তাই এত করুণা করুণার উপরে ।
কত বার নাথ, করিব আঘাত,
তোমার সরল মধুর ব্যাভারে ।
তোমার বিধান, না করে গ্রহণ,
দুখেতে এখন, হৃদয় বিদরে ।

অধম মানবে, কিরূপে জানিবে,

তুমি যে ছাড়না, কিছুতেই পাপীরে ॥৩০৫॥

রাগিণী আলাইয়া—তাল একতালা।

এবার সেই ভাবে দিতে হবে দরশন ;

যে দর্শনে, মৃত প্রাণে, নাথ, সঞ্চারে নব জীবন

যে ভাবে ভক্ত হৃদয়ে, প্রেমালোক প্রকাশিয়ে,

ভুলাইয়ে রাখ চির জীবনের মতন ;

বহে প্রেম অজস্রধারে, ভাসে প্রাণ সুখসাগরে,

স্বরূপ-মাধুর্য্য হেরে বিমোহিত হয় মন।

ঘুচিবে সব সংসয়, দূরে যাবে পাপভয়,

নির্ম্মল হবে হৃদয়, জুড়াবে নয়ন ;

লজ্জা ভয় তাজিয়ে, আনন্দে উন্মত্ত হয়ে,

বল্‌ব সবে চক্ষু কর্ণের হয়েছে বিবাদ ভঞ্জন ॥৩০৬॥

রাগিণী আলাইয়া—তাল একতালা।

(এবার সেই ভাবে—সুর)

প্রভু এই তব পদে করি নিবেদন।

হৃদয় মন, সঁপে যেন, আমি এই ব্রত করি পালন।

গিয়ে লোকের দ্বারে দ্বারে, ডাকিব কাতর স্বরে,
বিনয়ে চরণ ধরে, করিব ক্রন্দন ;
বল্‌ব ভুলে প্রাণেশ্বরে, থেক না আর এ সংসারে,
জীবনসর্ব্বস্ব ফেলে, করো না জীবন ধারণ ।
রসনা এ কাযে রবে, হস্ত এ কায করিবে,
চরণ চৌদিকে ধাবে, করিতে কীর্ত্তন ;
তব কার্য্যে পড়ে রব, খাটিয়ে কৃতার্থ হব,
সবে মিলে তরে যাব, ঘুচিবে ভববন্ধন ॥৩০৭

রাগিণী আলাইয়া—তাল একতালা ।

কোথায় আছ দীন-বন্ধু
দেখা দিয়ে ঘুচাও পাপের যন্ত্রণা ।
ঘোর পাতকী আমি,
কেমনে ডাকিব তোমায় জানি না ।
যদি একবার কৃপা করে, এস হে হৃদি মন্দিরে,
দেখি তোমায় নয়ন ভরে,
পূরাই মনের অনেক দিনের বাসনা ।

ব্যাকুল হয়েছে মন, দেও পিতা দরশন,
প্রাণ যে করে কেমন,
তোমা বিনা আর ত কেহ জানে না ॥৩০৮॥

রাগিণী আলাইয়া—তাল একতালা।

দীননাথ! আমরা দীনের বেশে,
এসেছি হে তোমারি দ্বারে।
শুনে তোমার দয়ার কথা,
এসেছি বড় আশা করে।
পড়ে মোহ অন্ধকারে, দেখিতে না পাই তোমারে,
কোথা প্রভু দয়া করে,
দেখা দাও দীনের হৃদিকুটীরে।
কারেও না দেখি সংসারে, পতিতে উদ্ধার করে,
পাপ-হৃদয় কেমন করে,
ওহে পতিতপাবন একবার চাও হে ফিরে ॥৩০৯॥

রাগিণী আলাইয়া—তাল একতালা।

কোথায় হে কাঙ্গালের নিধি,
হৃদয় রতন দেখা দেও একবার।
হৃদয় মন্দির আমার,
তোমা বিনে হয়ে আছে অন্ধকার।
তোমারে পাবার তরে, চাহি অন্তরে বাহিরে,
না দেখে নাথ তোমারে,
শূন্যময় জ্ঞান হয় এ সংসার।
কি করিব, কোথা যাব, কি রূপে তোমারে পাব,
কবে ও মুখ হেরিব,
জুড়াইব তাপিত প্রাণ হে আমার ॥৩১০॥

রাগিণী আলাইয়া—তাল একতালা।

পিতা গো একবার হের গো আমায়, সহেনা প্রাণে।
তোমারি সন্তান হয়ে, রয়েছি কাঙ্গালের প্রায়।
কি আর বলিব পিতা, কারে কব মনের কথা,
কে আর বুঝিবে ব্যথা, তোমা বিনা কারে কই ॥৩১১

রাগিণী আলাইয়া—তাল একতালা।

বিপদে কোথায় রইলে গো ফেলে, বিপদভঞ্জন।
সংসার বনেরি মাঝে, ভয়ে প্রাণ করে কেমন।,
মায়ায় ভুলে আছে মন, চিনলামনা গো তুমি কি ধন,
নাহি জানি ভজন পূজন, বৃথা গো ধরি জীবন।
আমরা দুর্ব্বল মেয়ে, আছি তোমার মুখ চেয়ে,
একবার পিতা দেখা দিয়ে, কর গো সাধ পূরণ ॥৩১২॥

রাগিণী আলাইয়া—তাল এক তালা।

কি ধন লইয়ে বল থাকিব হে আমি।
সবে ধন অমূল্য রতন হৃদয়ের ধন তুমি।
ওহে.তোমারে হারায়ে,ব্যাকুল হইয়ে,বেড়াই যে আমি,
যাইব কোথায়, পাইব তোমায়, বল অন্তর্যামী ;
দাও দরশন, কাঙ্গাল শরণ, দীন হীন আমি।
ওহে তোমারে ছাড়িয়ে, সংসারে মজিয়ে, থাকিবে হে কোন্ জনা,
ধন মান লয়ে কি করিব, সে সব সঙ্গেত যাবে না,
তুমিহে আমার, আমিহে তোমার, আমার চির দিনের তুমি।

ওহে তোমারে লইয়ে, সর্ব্বস্ব ছাড়িয়ে, পর্ণকুটীর ভাল
যখন তুমি হৃদয়নাথ, হৃদয় করহে আলো,
আমি সব দুখ যাই পাসরিয়ে, বলি আর যেওনা তুমি
প্রভু যাইতে দিবনা আমি ॥৩১৩॥

রাগিণী আলাইয়া—তাল একতালা।

জীবন্ত বিশ্বাস দাওহে মম অন্তরে।
যেন অন্তরে বাহিরে সদা দেখি তোমারে।
পড়ে মোহ অন্ধকারে, যেন ভুলিনা নাথ তোমারে,
পাপ প্রলোভন হ'তে রাখহে দূরে।
অনন্ত কালের তরে, প্রভু জীবন সঁপে তোমারে,
মোহিত হয়ে রহিব, তোমাকে হেরে ॥৩১৪॥

রাগিণী আলাইয়া ঝিঁঝিট—তাল কাওয়ালি।
(দয়াল নামে ভাস সুখে—সুর)

আমি বৃথা আমার এ জীবন কাটালেম।
আগে নাহি ভাবিলাম,

আমি আঁখি সত্বে অন্ধ হয়ে, দেখিয়াও না দেখিয়ে,
মণিলোভে ফণী শিরে ধরিলাম।
যাঁহা হতে এ দেহ এ মন প্রাণ,
কৃপায় যাঁহার হায় বল বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান,
সকলি যাঁহার করুনার দান,
অন্তে যাঁর পদ প্রান্তে চিরস্থান;
আমি পাষাণে বাঁধিয়ে হিয়ে,তাঁর পানে না চাহিয়ে,
নিজ দোষে মায়ারসে ডুবিলেম।
হবে বলে আশা ছিল সাধনা,
বিষয় বিপাকে পড়ে সে আশা পূরিল না,
মনেই রহিল মনের বাসনা,
সার হল সংসারের যাতনা;
আমি কি করিলেম কি হইল, অবশেষে এই ঘটিল,
সুধা বলে গরল ভুলে খাইলেম ॥৩১৫॥

রাগিণী আলাইয়া ঝিঝিট—তাল কাওয়ালি।
(দয়াল নামে ভাস—সুর)
ওহে এ দীনে কি দীন-বন্ধু ভুলিলে ?
আমার আর কে আছে,

আমি আশাসূত্র ধরি করে,আছি তোমার দ্বারে পড়ে,
বল কোথা যাই তুমি ত্যজিলে।
জনম হইতে আমি নিরাশ্রয়,
যে দিকে ফিরাই আঁখি সেই দিক শূন্যময়,
কে আমায় তোমার বলে তুলে লয়,
কার মুখ পানে চাব দয়াময়,
আমার বল কি সম্বল আছে, দাঁড়াইব কার কাছে,
(আমায়) কে রাখিবে তুমি নাহি রাখিলে।
হৃদয়ের জ্বালা আর তো সহেনা,
যাতনায় বুঝি হায় দেহে প্রাণ রহে না,
নয়নের ধারা আর ধরে না,
কেমনে জানাব দুঃখ জানি না,
আমি এই মাত্র জানি সার, দুর্গতি না রহে কার,
দুখার্ণবে পড়ে, তোমায় ডাকিলে ॥৩১৬॥

রাগিণী আলাইয়া ঝিঁঝিট—তাল কাওয়ালি।

কোন্ দোষের আমি দিবহে পিতা তোমায় পরিচয়হে
আমি একটী পাপের কথা, (দয়াময়) বল্‌ব মনে করি
ওগো একেবারে সব হয় যে উদয়।

আমি আপনারই বলে, সকল শত্রুদলে,
ভেবেছিলাম ওগো পিতা রাখিব শাসনে,
শেষে হল এই ফল, (দয়াময়), বাড়্ল শত্রুদল,
এই দেখ আমায় করিয়াছে জয়।
আমি বিষম অহঙ্কারে, নিজ করে ধরে
হেনেছি কুড়ালি পিতা, আপনার কপালে,
এখন হয়ে নিরুপায় (দয়াময়), পড়িলাম তোমার পায়
কর পিতা তোমার বিচারে যা হয় ॥১১৭॥

রাগিণী বেলওয়ার—তাল আড়াঠেকা।

দরশন দাও হে কাতরে, দীন হীন আমি।
রোগে কাতর, শোকে আকুল,
মলিন বিষাদে ॥১১৮॥

রাগিণী সরফরদা—তাল আড়াঠেকা।

এমনি কি হে দিন যাবে চিরকাল,
আর সহে না সংসার যাতনা।

তোমা বিহনে কে আছে আমার,
গতিহীনে ত্যজো না ॥৩১৯॥

রাগিণী ধোবিয়া—তাল আড়াঠেকা।

ও হৃদয় নাথ! এস হে হৃদয়াসনে;
আকুল প্রাণে, ডাকি তোমারে,
দরশন দেও হে।
তব পদ ছাইব প্রেমের কুসুমে,
কি দিব আর তোমায় হে ॥৩২০॥

ভজন—তাল ঝাঁপতাল।

অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি প্রণমি চরণে তব,
প্রেম ভক্তি ভরে শরণ লাগি।
দুর্ম্মতি দূর করি শুভ মতি দাও হে,
এই বরদান ভগবান মাগি।
ঘোর নিষ্ঠুর রিপু অন্তর বাহিরে,
ভীত অতি আমি এ অন্ধকারে;

দীন-বৎসল তুমি তারো নিজ সেবকে,
তব অভয় মূরতি ভয় নিবারে।
বিষয় মোহার্ণবে মগন হয়ে ডাকি হে,
দীন হীনে প্রভু রাখো রাখো।
তব কৃপা যে লভে, কি ভয় ভব-সঙ্কটে,
কাটি যাবে বিপদ লাখো লাখো ॥৩২০॥

রাগিণী সিন্ধুড়া—ধামাল।

হয়েছি ব্যাকুল-অন্তর বিরহে তোমার ;
তৃষিত চাতক সমান।
করিয়ে শীতল তাপিত প্রাণে,
হৃদয়ে বিরাজ আমার।
অভয় মূরতি দেখা দিয়ে,
কর হে অভয় দান ;
তব বলে কর বলী যে জনে,
কি ভয় কি ভয় তাহার ॥৩২১॥

রাগিণী সিন্ধু—তাল মধ্যমান।

আমার এই বাসনা কর হে পূরণ।
ওহে অনাথ নাথ অধমতারণ।
যে দিকে ফিরাই আঁখি, সে দিকে তোমারে দেখি.
হৃদয় মন্দিরে সদা দেও দরশন।
না চাহি বিষয় সুখ, চাহি তব প্রেমমুখ,
তা হলে যাইবে দুঃখ আনন্দে হব মগন॥৩২২॥

রাগিণী সিন্ধু—তাল মধ্যমান।

আর কত দূরে সে আনন্দ ধাম; (বল বল হে)
যার তরে নিরবধি আকুল পরাণ।
কতবার মানস-পটে, দেখিলাম এই নিকটে,
দেখিতে দেখিতে কোথা হল অন্তর্ধান।
ক্রমে দিন হল অস্ত, দেহ মন পরিশ্রান্ত,
তথাপি হল না কিছু উপায় বিধান;
তবে কি ইহ জীবন, বিফলে হবে পতন,
কপট ক্রন্দনে দিন হবে অবসান।

কবে নাথ আনন্দ মনে, তোমার পুণ্য আশ্রমে,
দিবানিশি সাধুসঙ্গে করিব বিশ্রাম ॥৩২৩॥

রাগিণী সিন্ধু—তাল মধ্যমান।

কিসের আর করিব অভিমান। (কিবা আছে হে)
সকলই তোমার চক্ষে আছে বিদ্যমান
হয়ে পাপে কলঙ্কিত, প্রবৃত্তির বশীভূত,
স্রোতে প্রবাহিত যেন তৃণের সমান।
নাহি পুণ্য প্রেম ভক্তি, আমি যে নির্গুণ অতি,
শত পাপে অপরাধী অধম অজ্ঞান।
অহঙ্কার চূর্ণ করে, বাঁচাও এ পাপ-বিকারে,
ওহে দর্পহারী কর ন্যায় দণ্ড-বিধান ॥৩২৪॥

রাগিণী সিন্ধু—তাল মধ্যমান।

কত দিন আর এই ভাবে, মজি পাপ মোহেতে,
যাবে দিন হে জগ-জননি! বিফলে
চঞ্চল মতি মম, সতত কুপথে ধায়,
কোন মতে, বাধা নাহি মানে।

দেও মা শুভ মতি, ওগো দীনতারিণী,
দয়াময়ি! যাচে তনয়ে ॥১২৫॥

রাগিণী সিন্ধু—তাল মধ্যমান।

কেমনে ধরিব এ জীবন। (তাই ভাবি হে)
যায় যদি চিরদিন করিতে ক্রন্দন।
সংসারে যন্ত্রণা পেয়ে, এসেছি ব্যাকুল হয়ে,
তোমার নিকটে নাথ জুড়াতে তাপিত প্রাণ।
আমি হে জনম-দুখী, তোমার আশ্রয়ে থাকি,
পাপের বন্ধন আমার, করহে হে মোচন।
ওহে নাথ, কেহ যার নাহি সহায়,
তুমি নাকি তার সহায়,
সেই আশায় দয়াময়, লয়েছি চরণে শরণ।
বিভো, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর, বিলম্ব সহেনা আর
পারি নে এ দুঃখভার, করিতে বহন ॥১২৬॥

রাগিণী সিন্ধু—তাল যৎ।

আমি রব বলে এসেছি তব ভবনে।
রাথ হে আমায় চরণে।
করিলাম কত ভ্রমণ, দেখিলাম বন উপবন,
কত কত মহাজন নানা স্থানে,
তবু জুড়াল না মন কোন স্থানে,
কে যেন টানে আমায় তোমা পানে।
হৃদি পরে বসাইব পূজা করে জুড়াইব,
চরণামৃত অঙ্গে লেপনে,
হতাশ করনা নাথ অকিঞ্চনে॥৩২৭॥

রাগিণী সিন্ধু—তাল একতালা।

এসেছি আজ আশা করে, দেখে যাব হে তোমারে,
একবার আসি দয়া করে, দেখাও তব প্রেমানন।
দ্বারে গেলাম কতবার, ফিরে এলাম বার বার,
করুণার সাগর;
এখন দেখা দিয়ে, হৃদয় ধামে, বাঁচাও পাপ-জীবন।

তোমার কথা শুন্‌লাম কত, কত স্থানে কত মত,
আর শুন্‌ব কত ;
হৃদয় মন শুকাইল, একে একে সবে গেল,
যাই কোথা বল ;
যদি নিজ গুণে এ অধমের সকল
আশা কর পূরণ ॥৩২৮॥

রাগিণী সিন্ধু—তাল একতালা।

পিতা গো একবার হও হে সদয়.
করযোড়ে করি নিবেদন।
এসো একবার বক্ষস্থলে, চরণ ধুই হে চক্ষের জলে,
লুটাইয়ে পদতলে, সফল করি জীবন।
আশায় বেঁধে আছি বুক, চাহিয়ে তোমার মুখ,
ভুলিব হে সব দুখ, কর আজ আশা পূরণ॥৩২৯॥

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী—তাল ঠেকা।

নয়নে নয়নে রাখিব তোমারে, হে নাথ!
শত চন্দ্র জ্যোতি জিনি, চরণ পরশমণি,
স্থাপিয়ে হৃদি পঙ্কজে, ধোয়াব নয়ন নীরে ॥
ইচ্ছা হয় তব তরে, ভ্রমি দেশ দেশান্তরে,
তোমার সমান আর কে আছে সংসারে ॥১৩০॥

রাগিণী কাফ—তাল ঝাঁপতাল।

তুমি হে ভরসা মম অকূল পাথারে;
আর কেহ নাহি যে,
বিপদ ভয় বারে, আঁধারে যে তারে।
এক তুমি অভয় পদ জগত সংসারে,
কেমনে বল দীনজন ছাড়ে তোমারে?
করিয়ে দুখ অন্ত সুবসন্ত হৃদে জাগে,
যখনি মন আঁখি তব জ্যোতি নেহারে;
জীবন-সখা তুমি, বাঁচি না তোমা বিনা,
তৃষিত মন প্রাণ মম ডাকে তোমারে ॥১৩১॥

রাগিণী কাফি—তালঝাঁপতাল।

ভুলায়ে রাখ হে প্রভু, তব প্রেম প্রলোভনে ;
দেখায়ে স্বর্গের শোভা এ পাপী দীন সন্তানে।
মোহিত হয়ে রহিব, চাহিয়ে তোমার পানে
আনন্দ-নীরে ভাসিব নামামৃত-রস-পানে।
নব নব ভাব বিকসিত কর হে হৃদি কাননে,
গাঁথি প্রেমহার উপহার দিব ও চরণে ;
চিরসেবক হইয়ে, থাকিব তোমার সনে,
কাটাব জীবন তোমার শ্রবণ মনন গানে।
অমৃত-সাগর তুমি সৌন্দর্য্যের সার নাথ !
প্রকাশ প্রেমের জ্যোতি এ পাপ মলিন মনে ;
খুলে দেও প্রেমের স্রোত, মাতায়ে তোমার প্রেমে,
জেলে দেও উৎসাহানল, দুর্ব্বল মৃত জীবনে ॥৩৩২॥

রাগিণী কাফি—তাল ঝাঁপতাল।
(তুমি হে ভরসা মম—সুর)

সুন্দর তোমার নাম, দীন শরণ হে ;
বরিষে অমৃত ধার,

জুড়ায় শ্রবণ, ও প্রাণ-রমণ হে।
এক তব নাম ধন, অমৃতভবন হে,
অমর হয় সেই জন, যে করে কীর্ত্তন হে।।
গভীর বিষাদ রাশি, নিমেষে বিনাশে,
যখনি তব নাম সুধা, শ্রবণে পরশে;
হৃদয় মধুময়, তব নাম গানে,
হয় যে হৃদয়-নাথ, চিদানন্দঘন হে ॥৩৩৩॥

রাগিণী কাফি—তাল ঝাঁপতাল।

(তুমি হে ভরসা মম সুর)

প্রাণের প্রাণ তুমি অমৃত সোপান হে।
অমর হয় সে জন, যে করে গ্রহণ, তোমার শরণ হে
অতুল পুণ্যের রাশি তুমি পুণ্যময় হে,
দরশনে যায় পাপ পাপনাশন হে।
হৃদয় তিমির নাশে, তোমার প্রকাশে হে ॥৩৩৪॥

রাগিণী কাফি তাল যৎ।

আমি হে তব কৃপার ভিখারী।
সহজে ধায় নদী সিন্ধু পানে,
কুসুম করে গন্ধ-দান;
মন সহজে সদা চাহে তোমারে,
তোমাতেই অনুরাগী, মোহ যদি না ফেলে আঁধারে।
প্রাসাদ কুটীরে এক ভানু বিরাজে,
নাহি করে কোন বিচার,
তেমতি নাথ তোমার কৃপা হে বিশ্বময় বিস্তার,
অবারিত তোমার দুয়ার ॥ ৩৩৫॥

রাগিণী কাফি তাল আড়াঠেকা।

আহা কে দিবে আনিয়ে তাঁরে।
হারায়ে জীবন-শরণে, জীবনে কি কায আমার।
ঐহিকের সুখ যত জানি তা কায নাই,
সে সুখে সে ধনে;
হারায়ে জীবন-শরণে, জীবনে কি কায আমার ॥ ৩৩৬॥

রাগিণী কাফি সিন্ধু তাল যৎ।

দীন দয়াময় এ দীন তোমারি।

মঙ্গল দাতা, পাপ-পরিত্রাতা,

অকূল-কাণ্ডারী।

আমি যথা তথা রই, সাধু বা অসাধু হই,

নহি প্রভু তোমা বই, কাহারও দুয়ারী।

দুঃখ তাপ ভারে, হৃদয় বিদারে,

ডাকি বারে বারে, কোথা দুঃখহারী।

তুমি অনাথনাথ থাকিতে, অনাথ

বল ডাকে কারে, তোমার ভিখারী।

বিপদে সম্পদে, বিষাদে আমোদে,

জাগ সদা মোর হৃদে, হৃদয়বিহারী ॥৩০৭॥

রাগিণী কাফি সিন্ধু তাল কাওয়ালি।

এস এস প্রাণসখা হে হৃদি মাঝারে।

মিটাইয়ে সাধ পূজিব তোমারে।

বিষয়ের কাননে করিয়ে ভ্রমণ,

তোমা হারা হইয়াছে মন,

তাই তোমারে ডাকিহে ঘন ঘন,
তোমা ধনে পাইবারে।
আমি যে অতিশয় মূঢ়মতি,
হৃদয়ে নাহিক ভকতি,
কিরূপে পূজিব তোমারে,
শিখাও নাথ আমারে।
কি শকতি এই কীট ধরে,
বিশ্বরাজ গাহিতে তোমারে,
হৃদি মাঝে দিয়ে দরশন,
দাও শকতি গাইবারে ॥৩৩৮॥

রাগিণী টোড়ি—তাল চৌতাল।

দীননাথ! প্রেমসুধা দেও হৃদে ঢালিয়ে।
তপ্ত হৃদয় শান্ত হবে রাখে কে নিবারিয়ে।
তব প্রেম-নীরে আহা শুষ্ক তরু মুঞ্জরে,
উৎস যত উৎসারিত মরুভূমি প্রস্তরে।
অমৃতাধার মুক্তিজনন সেই প্রেম জানিয়ে,
যাচি নাথ বিন্দু তার শোক-দগ্ধ অন্তরে;

সংসার ঘোর ছাড়ি আর বিপদজাল কাটিয়ে,
জুড়াব প্রাণ পরম-সখা তোমার প্রেম পাইয়ে ॥৩৩৯॥

রাগিণী টোড়ি—তাল চৌতাল।

নিরমল নাম প্রচার দেশে বিদেশে,
সকল গৃহে সকল পরিবারে।
জগত পুরবাসী, যত নরনারী,
সবে মিলে গাবে তোমার অনুপম গুণ।
বহিয়ে প্রেমের স্রোত সংসার হইতে,
প্রেম সমুদ্র তুমি, মিলিবে তোমার হে ॥৩৪০॥

রাগিণী টোড়ি—তাল কাওয়ালি।

অপার করুণা তোমার,
জগতের জনক জননী! অখিলবিধাতা।
নিশায় অসহায় থাকি যবে, নিদ্রা নাহি তব,
কি দিব তোমায়, কি আছে আমার?

সব মোর লও তুমি, প্রাণ হৃদয় মন,
তোমা বিনা চাহি না চাহি না কিছু আর ;
সম্পদ বিষময় তোমায় ছাড়িয়ে ;
না জানি কি রস পায় বিষয় রসে তোমারেভুলিয়ে।৩৪১

রাগিণী টোড়িভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

কোথা হে কোথা হে কোথা নাথ দয়াময় ;
কত আর দুখার্ণবে ভাসিব হে নিরাশ্রয়।
কবে পাব তব চরণ, বিষাদে দহে জীবন
হৃদি কাঁদে অনুক্ষণ, নাহি হেরে হে তোমায়।৩৪২।

রাগিণী টোড়িভৈরবী—তাল মধ্যমান।

(কোথা হে কোথা হে—সুর)

কোথায় হে এস হে হৃদয় কুটীরে।
তোমা বিনা সব দেখি আঁধার সংসারে।
এস এস পিতা এস, মানস-আসনে,
নয়ন জলে চরণ ধুয়ে পূজিব তোমারে।

ভক্তি চন্দনে মাখি, প্রীতি কুসুম গাঁথি,
বসেছি তোমারি তরে, এসহে এসহে ;
পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে তোমায়, মুখে দয়াময় দয়াময়
ডাকিব বারে বারে ॥১৪৩॥

রাগিণী টোড়িভৈরবী—তাল মধ্যমান ॥

কে তুমি দাঁড়ায়ে হৃদয়-কাননে ;
দেখিয়াছি অনেক রূপ, এমন রূপ আর হেরিনে।
হও কি স্বর্গের পিতা শান্তিদাতা পরিত্রাতা,
তুমি যে আসিবে হেথা, তা ত আমি জানিনে।
দাঁড়াও পিতঃ আসি পুন, লয়ে ভ্রাতা ভগ্নীগণ,
সবে মিলে প্রেমধন,—লুটাই তব চরণে ॥১৪৪॥

অপরাহ্ণ।

রাগিণী গৌড় সারঙ্গ—তাল আড়াঠেক।

আঁখি-রঞ্জন! ডাকি হে তোমারে ;
তোমা তরে তৃষিত হৃদয়, প্রেমসুধা পিয়াও আমারে,
চঞ্চলা চপলা সম চমকি নয়ন,
কোথা গেলে ফেলিয়ে আমারে ॥১৪৫॥

রাগিণী মূলতান—তাল আড়াঠেকা।

যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে।
আছি নাথ দিবানিশি আশা-পথ নিরখিয়ে।
তুমি ত্রিভুবন নাথ, আমি ভিখারী অনাথ,
কেমনে বলিব তোমায় এস হে মম হৃদয়ে।
হৃদয়-কুটীর-দ্বার, খুলে রাখি অনিবার,
কৃপা করি একবার, এসে কি জুড়াবে হিয়ে ॥৩৪৬॥

রাগিণী মূলতান—তাল আড়াঠেকা।
(যাবে কি হে দিন—সুর)

গেল গেল দিন আমার বৃথায় চলিয়ে।
কত কাল থাকিব আর, অনিত্য বিষয় লয়ে।
হৃদয় বাসনা করে, সদা সেবিতে তোমারে,
বেদনা দিতেছে মন ইথে প্রতিকূল হয়ে।
আমি হে দুর্ব্বলমতি, কি হইবে মম গতি,
কেমনে পাইব তোমায় ভবার্ণব উত্তরিয়ে।
অসীম ভবসাগর, কেমনে হইব পার,
তোমার কৃপা অপার, কর পার নিরাশ্রয়ে।

নানা ভাবে তরঙ্গিত, সতত আমার চিত,
না হইলে সমাহিত, কেমনে দেখিব হৃদয়ে ॥৩৪৭॥

রাগিণী মলতান—তাল আড়াঠেকা।

এ জনমে দয়াময় কত দয়া দেখাইলে ;
নিরাশ জীবনে মম কত আশা সঞ্চারিলে।
কতবার কত ভাবে, প্রেমচ্ছবি প্রকাশিয়ে ;
শুষ্ক মরু সম প্রাণে শান্তি বারি বরষিলে।
নিরেট পাষাণ প্রাণ ভক্তি রসে গলাইলে ;
মলিন আঁধার মনে তব জ্যোতি বিকাশিলে।
কিন্তু হায় কি দুর্মতি, সংসার আমোদে মাতি,
হারা'নু বিশ্বাস প্রীতি, যত কিছু দিয়েছিলে।
এবে পুন আকিঞ্চন, পূজি নিত্য, ও চরণ,
হৃদয়-উদ্যান-জাত ফুল্ল প্রেম শতদলে।
বড় সাধ চিতে নাথ, প্রীতি অনুরাগ সহ,
ধোয়া'ব তোমার পদ পবিত্র ভক্তি-সলিলে ॥৩৪৮

রাগিণী মুলতান তাল আড়া।

মলিন পঙ্কিল মনে কেমনে ডাকিব তোমায়।
পারে কি তৃণ পশিতে জ্বলন্ত অনল যথায়।
তুমি পুণ্যের আধার, জ্বলন্ত অনল সম,
আমি পাপী তৃণসম, কেমনে পূজিব তোমায়।
শুনি তব নামের গুণে, তরে মহাপাপী জনে,
লইতে পবিত্র নাম, কাঁপে হে মম হৃদয়।
অভ্যস্ত পাপের সেবায়, জীবন চলিয়া যায়,
কেমনে করিব আমি, পবিত্র পথ আশ্রয়।
এ পাতকী নরাধমে, তার যদি দয়াল নামে,
বল করে কেশে ধরে, দাও চরণে আশ্রয় ॥৩৭৯॥

রাগিণী মুলতান তাল একতলা।

চাহি সদা তোমার সঙ্গে থাকি,
কেমন মোহ আসি ফিরায় সে মন।
কেমনে পাব আমি তোমায়,
দেখা দেও এই ভব-তিমিরে ॥৩৮০॥

রাগিণী মুলতান তাল একতালা।

আমার গতি কি হবে,
যদি পাতকী বলিয়ে ত্যজিবে, তবে ?
পাপের সন্তাপে পুড়িতেছে প্রাণ,
কোথা শান্তিদাতা, কর শান্তি দান,
আর এ যাতনা সহে না সহে না,
অনাথশরণ হে।
হে তোমার হাতে করি আত্মসমর্পণ,
রাখ আর মার, যা ইচ্ছা এখন ;
আমি কার কাছে যাব, কোথা আর কাঁদিব,
শূন্য দেখি ত্রিভুবন ;
দণ্ড হে দণ্ড তোমার বিচারে যা হয়,
খণ্ড খণ্ড কর এ পাপ হৃদয়,
তোমার হাতে মলে এ মহাপাতকী,
নবজীবন পাবে ॥৩৫১॥

রাগিণী মুলতান তাল একতালা।

(আমার গতি কি হবে সুর)

তোমায় মতি যার হে,
(ওহে) শান্তি সরোবর অন্তরে তাহার।
শারদ-আকাশ নির্ম্মল যেমন,
চির সুপ্রসন্ন হৃদয় তেমন,
রিপুর দুর্দ্দিনে প্রেমের তপন
ঢাকে না তাহার হে।
(ওহে) নির্ব্বাত প্রসন্ন সরোবর প্রায়,
সকলি প্রশান্ত নির্ম্মল তথায়,
প্রসন্ন বদন, প্রসন্ন নয়ন,
প্রসন্ন বচন হে;
বিপদ দারিদ্র্য দুখ চারিধার,
ঘেরিয়া যখন করে অন্ধকার,
(পিতা) বিশ্বাসীর প্রাণে, তোমার মিলনে,
আনন্দ অপার হে।
(পিতা) এ মরু সংসারে পিপাসিত প্রাণ,
তোমা বিনা কেবা করে শান্তিদান দান,

তোমার মতন পাপীর ক্রন্দন,
শুনিবে কে আর হে ;
তাই ভাই ভগ্নী মিলিয়া সকলে,
ডাকি শান্তি-দাতা 'দেও শান্তি' বলে,
শান্তি-সুধা দানে, কাতর সন্তানে,
উদ্ধার এবার হে ॥৩৫২॥

রাগিণী মুলতান তাল একতালা।

একি ঘোর মায়াজালে ঘেরিল আমায় প্রভু।
আমি মনে করি ভুলি সংসার বাসনা,
ভুলিতে তবু পারি নে।
তোমারি চরণে সঁপিলাম এ প্রাণে,
করুণা-নয়নে হের মোর পানে,
তোমার বিহনে কি কাজ জীবনে,
জীবনের প্রবাহ হে ;
দেও দরশন এ দুঃখ সাগরে,
মহিমা তোমার থাকিবে সংসারে,

সন্তানের চক্ষে বহিতেছে ধারা,
কেমনে সুস্থির রবে হে ॥ ২৫৩॥

রাগিণী মুলতান তাল একতালা।

জানিতেছ হৃদয-বাসনা নাথ।
কি আর বলিব,
হে অনাথ-শরণ, দেও শ্রীচরণ, সন্তানে করি করুণা
ও পদ সেবনে কাটিব জীবনে,
তোমার মননে নিয়োজিব মনে,
বাসনা করেছি এই ;
তবে কেন পাপ পথে অবিরত,
ধায় মম দুষ্ট পাপ-চিত নাথ ?
হল একি দায়, না দেখি উপায়,
বিনা তব করুণা ॥ ২৫৪ ॥

রাগিণী মুলতান তাল একতালা।

চিরদিন জ্বলিবে কি হৃদয় অনল প্রভো ;
কৈ বিষয় বাসনা, পাপের বেদনা, এখনত ঘুচিল না।

দেও দরশন, জুড়াই হে নয়ন,
নাহি প্রয়োজন অন্য কোন ধন,
প্রভু, তোমার চরণ অমূল্য রতন,
আমি শুনেছি হে;
দুঃখানলে দগ্ধ হল হে জীবন,
ওহে দীননাথ! লইলাম শরণ,
দরিদ্রের দুঃখ কর হে মোচন,
দরিদ্রের দুঃখহারি হে ॥১৫৫॥

রাগিণী পিলু বাহার তাল ঝাঁপতাল।

যখন যেরূপে বিভু রাখিবে আমারে, সেই সুমঙ্গল;
যেন না ভুলি তোমারে।
বিভূতি ভূষণ কিম্বা রতন মণি কাঞ্চন,
তরুমূলে বাস কিম্বা রাজ-সিংহাসনে।
সম্পদে বিপদে, অরণ্যে বা জনপদে,
মান অপমানে কিম্বা রিপু-কারাগারে।
অচল শিখরে, গভীর সাগরে,
নীরোগ শরীরে কিম্বা রোগের বিকারে;

সদা বনবাসে, সুভোজন উপবাসে,
হিংস্রকের ত্রাসে কিম্বা অরির প্রহারে।
মাণিক মন্দিরে, তৃণের কুটীরে,
গ্রীষ্মের আতপে কিম্বা নিশির শিশিরে।
ও চরণ কমল হেরি হৃদি সরোবরে ॥৩৫৬॥

রাগিণী পিলু খাম্বাজ তাল আড়খেমটা।

সযতনে বিছায়েছি হৃদয়-আসন ;
বড় আশা তুমি এসে বস্‌রে আজি প্রাণধন।
প্রীতির কুসুম গুলি, রেখেছি যতনে তুলি,
বড় সাধ প্রাণেশ্বর এসে কর হে গ্রহণ।
তব রূপ অতুলন, দেখাও হে হৃদয়-ধন,
(হেরি) হেরি রূপ মনসাধে ভরি নাথ দুনয়ন।
তৃষিত চাতক সম, হয়ে আছে প্রাণ মম,
মিটাও পিয়াস করি কৃপাবারি বরিষণ ;
সংসারের যাতনায়, মন প্রাণদগ্ধ প্রায়,
(এসে) ঢাল ঢাল প্রেম-সুধা জুড়াক আজি প্রাণ মম।

এস তবে প্রাণ-সখা, প্রাণ আকুল পেতে দেখা,
সুখ-তরঙ্গ তোল প্রাণে দিয়ে দরশন ,
সুখের তরঙ্গে সেই, প্রাণেরে ভাসিয়ে দেই,
ভুলে যাই দুঃখ শোক,এই মনে আকিঞ্চন॥৩৫৭॥

রাগিণী পূরবী—তাল আড়াঠেকা।

মনের বেদনা নাথ, জানাইব আর কারে ;
নিবাতে অন্তর-জ্বালা তুমি বিনা কেবা পারে।
স্মরণ হলে তোমায়, হয় দুঃখে সুখোদয়,
ওহে দীন দয়াময়, তাই ডাকি বারে বারে।
শোকে তাপে নিরন্তর, দহিছে মম অন্তর,
দেখা দিয়ে কৃপানিধি, রাখ হে নাথ আমারে ॥৩৫৮॥

রাগিণী পূরবী—তাল আড়খেমটা।

(বলন কি আর প্রেমময় সুর)

কবে হায় সে দিন হবে।
তব প্রেম পতাকা তুলে কুতূহলে,
(যত নরে) কুতূহলে [illegible] সবে।

হিন্দু আর মুসলমান, ব্রাহ্ম আর খ্রীষ্টীয়ান,
তব প্রেমের মহিমা হৃদয় ভরে,
(সবে মিলে) হৃদয় ভরে গান করিবে।
হরি নামে কেউ মাতিছে, খোদা বলে কেউ নাচিছে,
কেহ হোছানা গাইছে, কিন্তু তোমায়,
(প্রেমভরে) কিন্তু তোমায় ডাক্‌ছে সবে।
কবে হেন দিন হবে, তোমার সন্তান সবে,
পিতা পিতা পিতা বলে চরণতলে,
(পিতা তোমার) চরণতলে লুটাইবে ॥৩৫৭॥

রাগ নটনারায়ণ—তাল চৌতাল।

হৃদয়-চাতক মোর চাহে তোমারি পানে, শান্তি দাতা
শান্তি-পীযূষ-বারি হে বরিষ বরিষ।
নয়নের তুমি তারা, প্রেম-চন্দ্র হৃদাকাশে,
শোক তাপ সন্তাপহরা;
তুমি মাত্র আশা সদা সুখে দুঃখে।
পূরহ প্রাণ, প্রাণাধিপ, বিতরি প্রেম-বারি,
পাই হে অবিনাশী জীবন পাইলে তোমারে;

নিশি দিন হৃদে জাগো, দুঃখ-নিশা পোহাইয়ে,
মোহ আঁধার নাশিয়ে ;
কৃপারি হে ভিখারী কৃপা-বিন্দু যাচে ॥ ৩৬০ ॥

বাউলে সুর—তাল খেমটা।

তোমা বই কেউ নাই হে আমারি।
পার কর ভব-সিন্ধু, দীনবন্ধু,
দিয়ে অভয়-চরণ-তরী।
তুমি জীবন-কর্ত্তা, তারণকর্ত্তা,
দীনের কর্ত্তা, দীনকাণ্ডারী।
ন বন্ধু ন মাতা পিতে, তোমা বই কেউ নাই জগতে
পার কর কটাক্ষেতে কৃপাদৃষ্টি করি ;
শুন হে কাঙ্গালের কথা,
প্রভু ঘুচাও আমার মনের ব্যথা,
তুমি হে মাতা পিতা, তার আমায় দয়া করি।
সহায় নাই, সম্পত্তি বিনে,
আমি কি দিব পারের দক্ষিণে,
ভাব্‌ছি তাই মনে মনে, কি হবে কি করি ;

দাঁড়ায়ে রয়েছি কূলে, প্রভু লওহে আমায় নায়ে তুলে,
পারে যাই অবহেলে, গেয়ে তোমার নামের সারি
॥ ৩৬১ ॥

বাউলে স্থর—তাল একতালা।

দীননাথের চাইতে হবে ;
এ কাঙ্গালের দিন কি এমনি যাবে ?
যদি পাষাণে বীজ না হল অঙ্কুর,
তবে জগজ্জনে বল্‌বে কেন কাঙ্গালের ঠাকুর।
যদি ব্রহ্মডাঙ্গায় না দাঁড়াল জল,
তবে নাম দয়াময় বল্‌বে কে হে ভকত-বৎসল,
তোমায় মনে হলে পাষাণ গলে,
(ওরূপ) মনাদি ইন্দ্রিয় সবে ॥৩৬২॥

বাউলে স্থর—তাল একতালা।

(প্রভু অপরূপ তোমার করুণা—স্থর)

কাতর প্রাণে ডাকি তোমায় তাই।
আমি জেনেছি হে পাপী তাপীর তোমা বিনা
গতি নাই।

মনে সাধ বড় হে জীবনের জীবন,
সদা হৃদয় মাঝে প্রেমফুলে নাথ পূজিব চরণ;
ঘুচাও পাপের জ্বালা, পুরাও আশা,
তোমার গুণ নিয়ত গাই ॥৩৬৩॥

বাউলে সুর—তাল একতালা।

(প্রভু অপরূপ—সুর)

কত আর কাঁদিব প্রেমময়।
তোমার প্রেমবারি বরষণে জুড়াও তাপিত হৃদয়।
তুমি কাঙ্গালের ধন তাই ডাকি তোমায়,
ভবে তোমা বিনা কাঙ্গালের আর কি আছে উপায়;
রাখ রাখ পিতা কাঁদে তোমার পাপী অধম তনয়।
নাথ, পাপী বলে ত্যজ না আমায়,
কর্‌ব তাপিত প্রাণ শীতল তোমার চরণের ছায়ায়;
আমি নিলাম শরণ, অধম তারণ, তার তার দয়াময়॥৩৬৪॥

বাউলে সুর—তাল একতালা।

(প্রভু অপরূপ—সুর)

আর কোথায় যাব তোমারে ছেড়ে।
(তাই বল প্রভো)
কিবা দেখিব অসার সংসারে।
(কেবা আছে বল এ সংসারে)
ইচ্ছা হয় মুদে দুই আঁখি,
যোগানন্দে মগ্ন হয়ে তোমাকে দেখি,
(কেবল) থাকি সর্ব্বদা চক্ষের সম্মুখে,
বিনয়াবনত শিরে।
বসিয়ে দুজনে বিরলে,
করিব প্রেম আলাপন হৃদয় খুলে;
কভু অবাক্ হয়ে শুন্‌ব বসে,
তুমি কি আদেশ কর আমারে।
কখন বা থাক্‌ব পড়িয়ে,
তোমার চরণ তলে বিহ্বল হয়ে;
(প্রেমে) আবার মাঝে মাঝে দেখব চেয়ে,
প্রমত্ত প্রেমের ভরে ॥৩৮৫॥

বাউলে সুর—তাল একতালা।

চিরদিন তোমার দ্বারে
ভিখারী হইয়ে, পড়ে রহিব।
তুমি জীবন-সর্ব্বস্ব ধন,
বল তোমায় ছেড়ে কোথায় যাব।
শুনেছি সাধুর মুখে, দীনাত্মা হয়ে যে ডাকে,
সে পায় তোমাকে;
অনুরাগী কাঙ্গালী না হলে,
আমি কেমনে তোমায় পাব।
ত্যজে আত্ম-অভিমান, যদি হই তৃণ সমান,
পাব পরিত্রাণ;
তবে তোমারে সঁপিয়ে প্রাণ,
আমি চিরবৈরাগী হব ॥৩৬৬॥

বাউলে সুর—তাল একতালা।

প্রেমপিঞ্জরে রাখহে আমায় বন্দী করে চিরদিন।
পোষা পাখী হয়ে থাকি, (আর) ডাকি তোমায়,
অনুক্ষণ।

ধর আমায় প্রেম-জালে বেঁধে রাখ প্রেম-শৃঙ্খলে
বশ কর সুকৌশলে (যেন) পলাইতে না চায় মন।
নিজ হাতে দাও আহার, পবিত্র প্রেম আধার,
প্রেমভরে বারম্বার, শুনাও সুমিষ্ট বচন।
কর মোরে শিক্ষা দান, গাইতে তোমার নাম
করে তব গুণ গান, সার্থক করি জীবন।
চাহিয়ে তোমার পানে, অনুরাগ নয়নে,
মগ্ন হব নাম গানে, তুমি করিবে শ্রবণ ॥১০৭।

বাউলে সুর—তাল একতালা।

আমরা সবাই, প্রেমরসে মগ্ন হয়ে থাক্‌ব সদাই।
হয়ে সর্ব্বত্যাগী, প্রেমিক বৈরাগী,
হব তোমার প্রেমে অনুরাগী।
(স্বার্থ সুখ ত্যজ্য করে হে)
ভক্তি যোগ বলে তোমারে দেখিব,
(মহাযোগে যোগী হয়ে হে)
প্রেম যোগেতে উন্মত্ত হব।

আমরা ঘুরে এলাম অনেক ঠাঁই,
দেখলাম তোমা বই আর গতি নাই।
(দেখিলাম নানা মতে হে)
চির ভক্ত হয়ে তোমার সঙ্গে রব,
তুমি যা বলিবে তাই করিব।
(আর কার কথা শুন্‌ব না হে)
প্রেমানন্দ সুধা, সুধা করে পান,
আমরা ভুলিব আত্ম-অভিমান।
(দিব্য জ্ঞানালোক পেয়ে হে)
ভাব রসে মন, মন মত্ত হলে,
সুধা পান করিব সবে মিলে।
(ভক্ত বৃন্দের সঙ্গে বসে হে)
প্রেম সুধাপানে মত্ত হব,
হয়ে আবার সুধা পান করিব।
(তার উপরে আরও চাব হে)
করে প্রেম ভরে সুধাপান,
আনন্দে গাব দয়াল নাম।
(মধুর দয়াল নাম হে)

হয়ে একহৃদয় একপ্রাণ,
মহানন্দে গাব দয়াল নাম।
(শুনে পাপী তরে যাবে হে)
তোমার অনন্ত প্রেম সাগরে,
এবার জীবনতরী দিব ছেড়ে।
(জয় জয় দয়াময় বলে হে) ।৩২৮।)

বাউলে সুর—তাল একতালা।

(প্রভু অপরূপ—সুর)

পাপীকে দয়া করিতে কে আছে আর। (তাই বলপ্রভু
যখন যে দিকে হেরি দেখি আঁধার।
এমন কেহ নাহি সংসারে,
যার জন্যে প্রাণ কাঁদে তা দিতে পারে;
ওহে তুমি অগতির গতি,
দাসের উপায় কিছু কর এবার।
কত দিন আর এই ভাবে যাবে,
মনের আশা চিরদিন কি মনে রহিবে;

তবে বাঁচি বল কেমন করে,
আর দিন চলে না আমার।
দিবা নিশি হচ্চি জ্বালাতন,
পাপের বোঝা পারিনা আর করিতে বহন;
একবার হের করুণা নয়নে হে,
নতুবা নাহি নিস্তার।
মনের দুঃখ কারে বলিব,
সুখের সুখী দুঃখের দুঃখী আর কোথা পাইব
কেবল তুমি জান মর্ম্মব্যথা হে,
তাই ডাকি তোমায় বারে বার ॥৩৮৭॥

বাউলে সুর—তাল একতালা।

দয়াকর দীনবন্ধু, দিন যায় যে চলে, গতি কি হইবে।
হল না ভজন সাধন, বিফলেতে যায় হে জনম,
হে নাথ অধমতারণ;
গেল চিরকাল করিতে ক্রন্দন,
হায় কি করিলাম এসে ভবে।

দেবতার বাঞ্ছিত ধন, পিতা তব শ্রীচরণ,
অতি সাধনের ধন ;
চিরকলঙ্কী মহাপাতকী,সে চরণে স্থান কেমনে পাবে
হীনমতি নীচাশয়. কুটিল কপট হৃদয়,
চিনিলে না তোমায় ;
করে বারম্বার প্রবঞ্চনা. এখন অপরাধে মরি ডুবে।
॥৩৭০॥

সুর—বাউলে তাল একতালা।

ভুল্‌ব না আর সংসার মায়ায়।
হল কেবল পণ্ড শ্রম, গেল সব দিন
অনিত্য সুখের আশায়।
আর কেন এখন রে মন. শীঘ্র আমায় দাও বিদায়,
প্রাণ হয়েছে আকুল. (রে.) বিরহে চঞ্চল,
না দেখে সে জীবন সখায় ॥৩৭১॥

বাউলে সুর—তাল একতালা।

প্রেম বিনা হৃদয় শুকাল।
আর সইতে নারি কাতর প্রাণে,
পাপেতে মন ডুবিল।
এখন যে দিকে হেরি হে দয়াময়,
দেখি প্রেম হীন শুষ্কভাব মলিন হৃদয়,
কোথাও নাহিক সুখ, মনের দুঃখে,
ভ্রমিছি হয়ে ব্যাকুল।
তুমিত নাথ প্রেমেরি সাগর,
এসেছি তোমার দ্বারে হইয়ে কাতর,
পূরাও পূরাও আশা প্রেম দানে,
তাপিত প্রাণ কর শীতল ॥১৭২॥

বাউলে সুর—তাল একতালা।

দয়ার নিধি দয়াকর কাঙ্গাল জনে।
আমি কেমন করে দেখ্‌ব তোমায়,
এই ছার পাষাণ মনে।

আমি এই হে জানি অধম তারণ,
অধম তরে নামের গুণে ;
তুমি পাপী তাপীর পিতা মাতা,
ভরসা আছে মনে ॥৩৭৩॥

কীর্ত্তনভাঙ্গা সুর—তাল একতালা।

ওগো জননি! রাখ লুকাইয়ে তব নিরাপদ কোলে।
পাপ ভয়ে প্রাণাকুল, সতত চঞ্চল,
দেখে পদে পদে বিঘ্ন এই ভূমণ্ডলে।
আমি সহজে দুর্ব্বল, তাতে নিঃসম্বল,
বেঁচে আছি কেবল তোমার নিজ দয়াগুণে হে ;
কখন কি হবে কি হবে, মরি তাই ভেবে,
দেখি অন্ধকার নয়নে, পরীক্ষায় পড়িলে।
আমি জানিলাম এখন, তোমার নিয়ম,
না হয় জীবন কভু বিপদ না ঘটিলে ;
কিন্তু তাহে না ডরাই, যদি শুন্‌তে পাই,
তোমার অভয়বাণী সেই বিপদকালে ॥৩৭৪॥

কীর্ত্তনভাঙ্গা সুর—তাল একতালা।

দীনবন্ধু, এই দীনের প্রতি হও সদয় হে।
আমার আর কেহ নাই, তুমি বিনা,
এই জগত মাঝারে।
আমি লইয়াছি শরণ, ওহে দীনশরণ,
কৃপাময় কৃপা করি, কর মোরে ত্রাণ;
আমি অতি দুর্ব্বল (দীননাথ) নাই কোন সম্বল,
তুমি হীনবলের বল, তাই ডাকি তোমারে ॥৩৭৫॥

রাগিণী অহং—তাল একতালা।

সংসার অনলে, তাপিত হৃদয় হয়ে,
এলেম শান্তি নিকেতনে।
আমায় দাও হে শান্তি বারি, সে তাপ নিবারি,
শীতল করি আজ পাপ জীবনে।
বিষয়-বাসনা আমায়, ভুলায়ে তোমায়,
রাখে সদা নানা প্রলোভনে;
জান্‌লাম অনিত্য সংসার, তুমি সারাৎসার,
দেখা দাও সন্তানে হৃদাসনে।

নিজ-দাসের অভিলাষ, পুরাও স্বপ্রকাশ,
প্রকাশ হয়ে একবার হৃদি ভবনে।
আমি অনুতাপাঞ্জলি, ধর পিতা বলি,
পুষ্পাঞ্জলি দেই তব চরণে ॥৩৭৬॥

রাগিণী ধুন্—তাল কাওয়ালি।

দিবানিশি করিয়া যতন, হৃদয়েতে রচেছি আসন,
জগতপতি হে কৃপা করি, হেথা কি করিবে আগমন?
অতিশয় বিজন এ ঠাঁই, কোলাহল কিছু হেথা নাই,
হৃদয়ের নিভৃত নিলয়, করেছি যতনে প্রক্ষালন।
বাহিরের দীপ রবি তারা, ঢালে না সেথায় কর-ধারা
তুমিই করিবে শুধু, দেব, সেথায় কিরণ বরিষণ;
দূরে বাসনা চপল দূরে প্রমোদ কোলাহল,
বিষয়ের মান অভিমান, করেছে সুদূরে পলায়ন।
কেবল আনন্দ বসি সেথা, মুখে নাই একটিও কথা,
তোমারি সেবক প্রভু, করিবে তোমার আরাধন;
নীরবে বসিয়া অবিরল, চরণে দিবে সে অশ্রুজল,
দুয়ারে জাগিয়া রবে একা, মুদিয়া সজল দুনয়ন ॥৩৭৭॥

রাগিণী মিশ্র—তাল ফেরতা।

দেখা দেও হে রাখিব অতি যতনে হৃদি মাঝারে।
তুমি মম জীবন, তুমি মম ভূষণ,
তুমি নয়নাঞ্জন, বিতর কৃপা পরমেশ।
সম্পদ বিপদে সঙ্গের সঙ্গী,
ভবার্ণবে কাণ্ডারী এক তুমি হে;
জগজ্জন তাই হে ডাকে হরি হরি।
জ্যোতির জ্যোতি প্রাণের প্রাণ,
তোমা বিহনে নাহি ত্রাণ হে ॥৩৭৮॥

রাগিণী পাহাড়ী—তাল আড়া।

কি আর জানাব নাথ! যাতনা তোমায় হে।
অপরাধ মনে হলে কাঁপয়ে হৃদয় হে।
নাহি কিছু ধর্ম্মবল, কি করি পথ সম্বল,
নয়নেতে আসে জল, না দেখি উপায় হে।
না হল আত্মার যোগ, না হলো সত্যের ভোগ,
কুকর্ম্মের ফলভোগ, কত আর করিব হে।

ভবলীলা সাঙ্গ হলে, ত্যজ না পাতকী বলে,
স্থান দিও চরণ তলে, লয়েছি শরণ হে ॥৩৭৯॥

রাগিণী পাহাড়ী—তাল আড়াঠেকা।

ঘুরিতে ঘুরিতে দিন গেল যে আমার।
কেবা শান্তি দিবে মোরে, শরণ লব কাহার।
দেখিলাম নানা মতে, শান্তি নাই এ জগতে,
তোমার চরণ বিনা, সকলি অসার।
কৃপা করে এ অধমে স্থান দাও শ্রীচরণে,
থাকিব জীবন মরণে, হইয়ে তোমার ॥৩৮০॥

রাগিণী মল্লার—তাল আড়াঠেকা।

জগতজননী, জননীর জননী তুমি গো মাতঃ;
অধম সন্তানে কর করুণা-কটাক্ষ পাত।
প্রসারিত ক্রোড় তব, অনন্ত সুখবিভব,
কত যে মধুর ভাব, কত যে আশ্বাস বাণী,
ত্যজিয়ে সে সব সুখ যাচিয়ে লয়েছি দুখ,
ধিক্ মোরে ধিক্ ধিক্ করিয়াছি আত্মঘাত ॥৩৮১॥

রাগিণী মল্লার—তাল আড়াঠেকা।

এস এস এস প্রভু পাতকী জন-পাবন।
দুর্ব্বলের বল তুমি ওহে মৃতসঞ্জীবন।
কৃপাবারি বরষণে, উদ্ধার এ পাপীজনে,
তোমার পরশে পাপী, পাইবে নবজীবন।
কর শুদ্ধ শান্ত মতি, না চাহি অজ্ঞান-প্রীতি,
প্রেমহীন জ্ঞান কিম্বা, এই মম নিবেদন;
দেহ দিব্য জ্ঞানবল হৃদয় কর নির্ম্মল,
শুনাও বিবেক কর্ণে সদা উৎসাহ বচন।
কপটতা পরিহরি, অলস বৈরাগ্য ছাড়ি,
অনুগত দাস হয়ে রব তব অনুদিন;
তোমায় করিব ধ্যান, তোমাতে সঁপিব প্রাণ,
সাধিতে তোমার কর্ম্ম যায় যেন এ জীবন।
সত্য শাস্ত্র করে ধরে, বেড়াইব ঘরে ঘরে,
আনন্দে আসিবে ছাড়ি মোহ প্রলোভন;
ভারত উদ্ধার পাবে, জগদ্বাসী তরে যাবে,
জয় জগদীশ রবে পূরিবে বিশ্বভুবন ॥৩৮২॥

রাগিণী মল্লার—তাল আড়া।

সম্পদে বিপদে নাথ তুমি সর্ব্বস্ব আমার;
তোমা বিনা কে আছে আর,লইব শরণ কার।
হৃদি কুটীরে যখন, পাই তব দরশন,
আনন্দে পূর্ণ তখন, দেখি জগত সংসার।
(হে নাথ)তুমি পিতা,তুমি মাতা তুমি ভব-ভয়-ত্রাতা,
তুমি সর্ব্ব-সুখ-দাতা,
যথায় থাকি যখন, সদাই তোমার যেন,
পাই নাথ দরশন, দেহ এই অধিকার ॥৩৮৩॥

রাগিণী মল্লার—তাল কাওয়ালি।

নমি বিভু তব চরণে;
কৃপানিধান, কৃপানিধান,
ত্রিলোক-তারণ, লজ্জা-নিবারণ,
ভব-দুঃখ নাশন নাম ধরো হে।
জীবন-বল্লভ, দরশন-দুর্ল্লভ,
তোমার তরে আকুল প্রাণ আমার;

রক্ষা কর হে, করুণা সাগর,
বিন্দু কৃপা তব দেহ আমারে ॥৩৮৪॥

রাগিণী মল্লার—তাল কাওয়ালি।

দয়া করো প্রভু অন্তরযামী,
মহা মলিনময় কপটকামী।
মানুষ জনম দীও, তুমি উত্তম,
আওর কিও স্বর্গ সম্পদ ধামি।
তদপি ত্যাগ তব নাম দয়াময়,
বহিও সদা বিষয়ন্ অনুগামী।
পাপতাপসে ভয়ো অতি পীড়িত,
অব্ মম পীড়থমত নহি থামি।
হোয় হতাশ নিরাশ জগতসে,
আয়ো শরণ তোমারি স্বামী ॥ ৩৮৫ ॥

রাগিণী সুবট মল্লার—তাল কাওয়ালি।
(মন চল নিজ নিকেতনে—সুর)

নাথ দাও দেখা কাতরে।
পাপী বাঁচেনা তোমায় না হেরে ;

ওহে অন্তর্যামি, জান সকল তুমি,
বলিব কি আর তোমারে।
তোমা বিহনেতে এ পাপ জীবন,
কেমনে নাথ করিব ধারণ,
কিছুই নাই আমার অন্য অবলম্বন,
তোমা ভিন্ন এ সংসারে।
(পিতা) তোমার অদর্শনে করি হাহাকার,
দুঃখানলে প্রাণ জ্বলে অনিবার,
কে করিবে আর অধমে উদ্ধার,
এ মোহ পাপ বিকারে;
মরি মরি নাথ তোমায় না দেখিয়ে,
থাকিতে পারিনে শূন্য হৃদয়ে,
দীন হীন বলিয়ে, প্রসন্ন হইয়ে,
চাহ কাঙ্গালের দিকে ফিরে।
(ওহে) একে আমি নাথ দুর্ব্বল-প্রকৃতি,
কুপ্রবৃত্তি তাহে প্রতিকূল অতি,
না দেয় যাইতে তোমার নিকটে,
রাগে আকর্ষণ করে;

দেখ দেখ নাথ হৃদয়-বাসনা
আর আমি কিছু বলিতে পারি না.
ঘুচাও এ যন্ত্রণা, পুরাও কামনা.
প্রকাশিত হও অন্তরে।
(পিতা) তোমায় দেখ্‌ব বলে ভ্রমি নানাস্থানে.
কখন একাকী কভু সাধু সনে,
পর্ব্বত কন্দরে নিবিড় কান্তারে
কখন বা দেব-মন্দিরে ;
কখন প্রান্তরে করি অন্বেষণ,
পথে পথে বেড়াই করিয়ে ক্রন্দন,
হায় ! কোথা তোমার পাব দরশন,
বল নাথ কৃপা করে ॥৩৮৬॥

রাগিণী সুরট মল্লার—তাল একতালা।

এই নিবেদন, দাও দরশন.
দিনান্তে একবার, ওহে দয়াময়।

একবার ভাল করে, দেখিলে তোমারে,
সকল অভাব পরিপূর্ণ হয়।
যখন শ্রীচরণে করিব প্রণিপাত,
দয়া করে প্রভু করো আশীর্ব্বাদ,
পাপক্ষয় হবে, ভয় দূরে যাবে,
পরশে শীতল হবে হৃদয়।
নিত্য নিত্য আমি আস্‌ব তোমার দ্বারে,
ভিখারীর বেশে ব্যাকুল অন্তরে;
আশাপূর্ণ মনে, সতৃষ্ণ নয়নে,
দেখে যাব একবার তোরে;
প্রেম পুণ্য বল করে উপার্জ্জন,
কর্ম্ম ক্ষেত্র মাঝে করিব গমন;
তোমার প্রসাদে, শুভ আশীর্ব্বাদে,
সব শত্রুগণে করিব পরাজয়॥ ৩৮৭॥

রাগিণী দেশ—তাল তেওট।

থেক না থেক না দূরে নাথ!
সম্পদকালে, ঘোর বিপাকে, পাপবিকারে
চিরদিন আমি তোমারি।

ধন মান চাহিনা তোমা হতে, দেও এই অধিকার,
নিয়ত নিয়ত যেন সহচর অনুচব থাকি তোমারি॥৩৮৮

রাগিণী দেশ—তাল আড়াঠেকা।

প্রাণ থাকিতে ছাড়িব না প্রাণের প্রাণ তোমায়।
কত শত সঙ্কটে পেয়েছি এ প্রাণ তোমাবি কৃপায়॥
বিপদে তুমি কাণ্ডারী, তুমি দুঃখ তাপ হারী,
শোক-সন্তাপ বারি, তুমি বিনা কে মুছায়?
দেখি তব প্রেমমুখ, পাসরি হে সব দুখ,
অসুখেও হয় সুখ, থাকিয়ে তব ছায়ায়॥
যাচিহে হে দুর্ব্বলবল, জনম দুখী-সম্বল,
যায় হে যেন কেবল, এ প্রাণ তব সেবায়॥৩৮৯॥

রাগিণী হাম্বীর—তাল ঝাঁপতাল।

নাথ! দেখাও হে, অভয় মূরতি তোমার।
যাহে বিমোহিত চিত সুর-নর সবাকার॥
পাপে তাপে জর জর, চিত মোর নিরন্তর,
তাহে জীবন সঞ্চারো, দেখা দিয়ে একবার।

নাথ হে অতি যতনে, বিছায়ে হৃদি-আসনে,
ডাকিতেছি প্রাণ-পণে, নিরাশ করো না আর ॥
ওহে দীন-দুখী বন্ধু! অপার করুণা-সিন্ধু,
বিতরিয়ে কৃপাবিন্দু, অধমে কর নিস্তার ॥৩৯০॥

রাগিণী হাম্বীর—তাল রূপক।

আছি আশা-পথ চেয়ে।
হৃদয় আসন নাথ! যতনে বিছায়ে।
দীনবন্ধু নাম ধর, পাতকী নিস্তার কর,
সেই আশে নিরন্তর, আছি আশ্বাসিত হয়ে।
ডাকিতেছি অনুক্ষণ, কোথা দরিদ্র-জীবন,
পরশ হৃদি-আসন, কৃপা বিন্দু বরষিয়ে।
নাহি জ্ঞান পুণ্য বল, নাহি হে অন্য সম্বল,
জনম কর সফল, এ দীনে প্রসন্ন হয়ে ॥৩৯১॥

রাগিণী কেদারা—তাল কাওয়ালি ঠেকা।

তার হে তার হে ভয় হর ভবতারণ, হে ভবতারণ।
ঘোরতর সংসারে, তুমি বিনা কে তারে,
ওহে পতিত জন পাবন ॥১৯২॥

রাগিণী কেদারা—তাল সুর ফাঁক তাল।

দরশন দাও হে হৃদয় সখা, পূর্ণ কর হে আশ,
নয়নেরি আলো তুমি মম।
দেখিলে তোমারে হৃদয় জুড়ায় হে,
প্রেম ভবে ডাকি ঘন ঘন।
প্রাণ মন দিনু সঁপিয়ে তব পদে,
এস এস ওহে হৃদয়ের প্রিয়ধন;
কাঁদি হে দিবানিশি তোমার পিয়াসে,
কর শান্তির বারি বরিষণ ॥১৯৩॥

রাগিণী কেদারা—তাল আড়াঠেকা।

আমি যাই যাই হে নাথ! তব মহিমা প্রচারে,
দেশ দেশান্তরে।
দেখো অগতির, দীনহীন-পরিবারে।

নাহি পিতা নাহি ভ্রাতা, ওহে ত্রিজগত-পাতা,
বল বল কঁপে যাই, তুমি বিনা আর কারে ?
সম্পদে সহায় থাকি, বিপদেতে ক্রোড়ে রাখি,
শোক তাপ দুখ হতে রক্ষা করো হে সবারে ॥১৯৪॥

রাগিণী কেদারা—তাল আড়াঠেকা।

নাথ! তোমা সহ ক্ষণ-যোগে নাহিক চিত জুড়ায়।
ওহে প্রাণধন, হৃদি-ভূষণ, চির-দিন সহায়।
কি হেন সুকৃতি মম, অতুল অনুপম,
ওহে প্রাণ-প্রিয়তম, নিরখি সদা তোমায়।
দুস্তর ভব সংসারে, বদ্ধ দেহ কারাগারে,
শোক-সন্তাপ প্রহারে, অস্থির করে আমায়।
নির্গুণে করুণা করি, সব বাধা বিঘ্ন হরি,
বিহর হৃদে বিহারি, এই সদা প্রাণ চায় ॥১৯৫॥

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল ঝাঁপতাল।

জীবনদাতা দাও হে জীবন।
মৃত দেহে যেন পাই হে চেতন।

জীবনহীনের প্রায়, বৃথা দিন চলি যায়,
জেলে দাও উৎসাহানল, দিয়ে প্রাণে দরশন।
বিশ্বাসের ক্ষীণালোক নিভু নিভু প্রায় হে,
সংসার আঁধার পথে চলা নাহি যায় হে;
দাও জ্বলন্ত বিশ্বাস, হৃদয়ে হয়ে প্রকাশ,
করহে জড়তা নাশ, ওহে মৃত-সঞ্জীবন ॥ ৩৯৬॥

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল ঝাঁপতাল।

আহা আর কোথা যাব তোমারে ছাড়িয়ে।
কেবা আর দিবে সুখ হৃদয় ভরিয়ে।
পাপেতে তাপিত হয়ে, কোথা আর কাঁদিব গিয়ে,
শীতল করিবে কেবা কাতর দেখিয়ে।
ভবলীলা হলে সাঙ্গ কে হইবে মম সঙ্গ,
চিরদিন কে রাখিবে আপন আলয়ে।
কাহাকে দেখি নে আর, তুমি হে সকল সার,
আশ্রিত আছি হে আমি তোমার আশ্রয়ে ॥ ৩৯৭॥

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল ঝাঁপতাল।

(আহা আর কোথা যাব—স্থর)

ইচ্ছা হয় সর্ব্ব ভুলে ছাড়ি মোহ-কোলাহলে ;
পূজি নিত্য শান্ত মনে হৃদয়েশ হৃদাসনে।
ফেলি তব প্রেম-নীরে, স্নিগ্ধ করি দীপ্তশিরে,
ঢালি অশ্রু পূতপদে, তৃপ্ত করি তপ্ত হৃদে।
তব প্রীতিকর জেনে, সাধি কার্য্য প্রাণপণে,
তব হস্তে সমর্পণে, সফল করি জীবনে ;
জগৎপাল জগদ্ গুরু, ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু,
রাখি তব পুণ্যপথে, পুর ভক্ত-মনোরথে ॥৩৯৮॥

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল ঝাঁপতাল।

দেও দেও হে পদ-ছায়া কাতরে।
ওহে দীন-শরণ পতিত পাবন,
তুমি বিনা আর কে তারে।
পাব পাব হে আশ্রয়, জানিয়ে নিশ্চয়,
এসেছি দয়াময়, তোমারই দ্বারে।
পুরাও মনোরথ, ওহে দীননাথ,
ফিরাইও না ভিখারীরে ॥৩৯৯॥

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল ঝাঁপতাল।

লও লও হে অনাথের উপহার,
ওহে ত্রিভুবন-নাথ!
অতি যতনে আজি এনেছি প্রীতি কুসুম,
তোমারি তরে দয়াময়।
আমি যে তোমারি দ্বারের ভিখারী
প্রতিদিন দীননাথ!
বল বল নাথ! কি দিব তোমায়,
কি আছে আমার আর ॥৪০০॥

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল ঝাঁপতাল।

পাপের যাতনা আর সহিতে না পারি নাথ।
হৃদয় দহিছে সদা জলন্ত অনলে হে।
মনেতে প্রতিজ্ঞা করি, পাপ-পথ পরিহরি,
কেমনে প্রবল অরি ছাড়ে না আমায় হে,
কোথা হে দীন-শরণ, কর কর কর ত্রাণ,
দরশন দিয়ে পাপ-যাতনা ঘুচাও হে ॥৪০১॥

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল রূপক।

নাথ! কি দিব তোমারে;
সকলি তোমার, আছে কি আমার
হৃদয়ের প্রীতি ফুলে, তুমিই বিকাশিছ নাথ,
লও প্রভু তুলিয়ে সে ধন তোমারি ॥৪০২॥

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল চৌতাল।

বিষয়ের তমোজাল, করে আছে নিশাকাল,
কেমনে হইব পার সংসার-সাগর এ।
তুমি বিনা কর্ণধার, দেখি নে কাহারে আর
অখিল তারণ তুমি, কোথা হে এ সময়ে।
সান্ত্বনার আধার বিষাদ-ঘনোদয়ে,
সম্পদ তড়িৎ সমান উন্মীলি নিমীলয়ে;
পাপ-তিমির নাশিয়ে, জ্ঞানালোক প্রকাশিয়ে,
দেখা দাও ওহে নাথ, মোহ-অন্ধ হৃদয়ে ॥৪০৩॥

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল যৎ।

যেঁও জানো তেঁও তার স্বামী।
ময় কুটিল খল কপট কামী।

জপ তপঃ নেম শুচ সংযম,
এন বিধ নেহি ছুটে কার স্বামী,
গবদে ঘোর তু অন্ধ সে কাঢ়ো,
নানক নজর নেহার স্বামী ॥৪০৪॥

রাগিণী ভূপালী—তাল একতাল।

কি অনুপম করুণা তোমার!
পলকে পাতকী তরে, লভিলে বিন্দু তাহার!
জ্বলন্ত সংসারানল, নিমেষে হয় শীতল,
বরষিলে কৃপা-জল, তাহে নাথ একবার।
পাষাণ ভূমি উষর, হয় হে অতি উর্ব্বর,
ফলে ফল বহুতর, কৃপানীরে বার বার।
তাই ডাকি উচ্চৈঃস্বরে, কৃপানিধি কৃপা করে
তার হে ভব-দুস্তরে, যাতনা সহে না আর ॥৪০৫॥

রাগিণী বাগশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

ওহে প্রেমশশি! বরিষ সদা অমৃত কিরণ।
নতুবা কেমনে বাঁচে, হৃদিচকোর জীবন।

ক্ষণেক দেখি প্রকাশ, বাড়ে সুধাপান-আশ,
অমনি অম্বরাকাশ, ঢাকে নাথ মোহঘন।
তাই ডাকি সকাতরে, বাঁচাও হৃদি চকোরে,
প্রকাশ সদা অন্তরে কর সুধা বরিষণ ॥৪০৬॥

রাগিণী বাগশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

নাথ! আর কতকাল রব, অসৎ বিষয় লয়ে।
ভ্রমিব আর কত দিন, মোহ-আঁধার নিলয়ে॥
প্রেমের লুব্ধ আশ্বাসে, বদ্ধ হয়ে মৃত্যুপাশে,
কত রব এ প্রবাসে, ভুলি নিত্য নিজালয়ে।
ক্রমে যে ফুরাল দিন, দেহ মন হলো ক্ষীণ,
বিনাশ নাথ! দুর্দ্দিন, জ্ঞান-জ্যোতি প্রকাশিয়ে॥
তুমি সত্য পারাবার, জ্যোতির তুমি আধার,
অমৃতের তুমি সার, রক্ষ প্রভু! দেখা দিয়ে ॥৪০৭

রাগিণী বাগশ্রী—তাল একতালা।

কি অভয় মঙ্গল-মূরতি তোমার।
নাহি অনুরূপ ত্রিজগতে, প্রভু! আর!

ভূলোক-দ্যুলোকে, আঁধার আলোকে,
সুখ দুঃখ-শোকে, ঝলকে অনিবার।
জীব জীবন-পটে, যখন যা ঘটে,
তব রূপ রটে, নাথ! বার বার।
দেখায়ে দয়াময়, মূরতি-অভয়,
কর হে নির্ভয়, প্রাণ আমার ॥৪০৮॥

রাগিণী সাহানা—তাল ঝাঁপতাল।

নাথ! আজি খুলেছি হৃদয়-দুয়ার।
দরশন দাও, দীন হীনে একবার॥
মোর ক্ষীণ জ্ঞান-জ্যোতি, ধরে কি হেন শকতি,
নিরখিতে দয়াময়! মূরতি তোমার।
অকিঞ্চনে দয়া করি, মঙ্গল-জ্যোতিবিস্তারি,
দূর কর দীননাথ! মনের আঁধার।
তব জ্ঞান-প্রেমালোকে, তোমায় দেখি পুলকে,
ভুঞ্জি এই মর্ত্তালোকে, স্বর্গ-সুখ অনিবার ॥৪০৯॥

রাগিণী সাহানা—তাল ঝাঁপতাল।

আর কোথা শান্তিবারি, তোমা ছাড়ি কোথা যাব ;
এমন মধুর প্রেম হায় আর কোথা পাব।
বসায়ে হৃদাসনে,
অনিমেষ দুনয়নে,
হেরিব ও প্রেমমূর্ত্তি, প্রাণ মন জুড়াইবে,
অবিরল নয়নে প্রেমধারা বরষিবে।
কার তরে এ জীবন, তোমা বিনা কারে দিব,
প্রাণ মন সব নাথ তোমাকেই সঁপে দিব ;
এ হৃদয়-প্রাণাধার !
পূর্ণরূপে অধিকার
কর আসি, এহৃদয়ে আর কিছু আনিব না
সংসার-বাসনা পানে আর ফিরে চাহিব না।
এ দুর্ব্বল দেহমন তোমার চরণ পরে
অর্পণ করিব নাথ চিরজীবনের তরে,
আলস্য জড়তা ছেড়ে,
জীবন্ত উৎসাহভরে,

করিব তোমার সেবা, বৃথা কাযে যাইব না,
সংসার সেবায় আর কলঙ্কিত হইব না ॥৪১০॥

রাগিণী বাহার—তাল আড়াঠেকা।

প্রেমের হার তোমারে দিয়ে নাথ পূজিব যতনে।
তুমি মম ভরসা, সংসার তাপে,
সকলি নীরস তোমা বিহনে
পাপ তাপ নাশি দেখা দেও আমারে ॥৪১১॥

রাগিণী বাহার—তাল আড়াঠেকা।

আর কারে ডাকি, তোমায় ছাড়ি যাব কার দ্বার?
তুমি হে আমার মোহ-আঁধারের আলো।
মোহময় সংসার মাঝে, মোহে অন্ধ সবে মোরা,
মুক্তিদাতা, দেখাও হে অমৃতের সোপান ॥৪১২॥

রাগিণী বাহার—তাল আড়াঠেকা।

মগন হইয়ে আমি তব পুণ্য সহবাসে।
ভুঞ্জিব অপার সুখ মত্ত হয়ে প্রেম-রসে।

গভীর হৃদি কন্দরে তব পুণ্য প্রস্রবণ,
পিপাসু সাধক তথা যায় শান্তি-বারি-আশে ॥৪১৩॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল চৌতাল।

আজি দরশন দেও প্রভু দীন জনে ;
বিনাশি অন্তর তমঃ সফল করি জীবনে।
এ হৃদয়-সিংহাসন, তোমারি প্রিয় আসন,
কর হে কর গ্রহণ, কৃপা বিতরণে।
হেরি তব প্রেমমুখ, ঘুচাইব সকল দুঃখ,
মর্ত্ত্যে থাকি স্বর্গ-সুখ ভুঞ্জি,
ওহে নিত্য সুখ ধাম, পূর্ণ করি মনস্কাম,
পূজি শ্রদ্ধাভক্তি যোগে, প্রীতির প্রসূনে ॥৪১৪॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল চৌতাল।

নয়ন-রঞ্জন তুমি, ভুলিতে কে পারে ?
যে দিকে ফিরাই আঁখি, দেখি হে তোমারে।
অনল অনিলে জলে, জ্যোতির্ম্ময় নভস্থলে,
শোভিছে তোমার নাম জলদ অক্ষরে।

আঁধারে ঘেরিলে ধরা, তবু তোমায় যায় ধরা,
প্রকাশে তোমার জ্যোতিঃ হৃদয় মাঝারে।
জগত-জীবন তুমি, তুমি হে আত্মার স্বামী,
জল ছাড়ি মীন কভু থাকিতে কি পারে?
যোড় করে ভিক্ষা করি, যদি হে ভ্রমে পাসরি,
ভুল না জীবন-ধন! দীন হীন কাতরে॥৪১৫॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ধামাল।

ব্যাকুল হয়ে তব আশে, প্রভু এসেছি তব দ্বারে।
দেখা দাও মোরে, নাথ! হৃদি মাঝে,
সকল দুঃখ তাপ যাবে দূরে॥৪১৬॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ধামাল।

সেই প্রেম-ছবি সুধার সার,
হৃদে জাগিছে শত শত বার।
না শোভে চপলা, রবি ইন্দু কলা,
লুকালো কোথা তারা সবে, সব শোভা তাঁর!
হৃদয়-কমল দল-রাশি আসন বিছায়েছি, এস হে,

চিত্ত-বিহঙ্গ গায় চারু হেরি দিন,
কোথা আর রজনীর আঁধার ॥৪১৭॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ঝাঁপতাল।

তুমি যারে কর হে সুখী সেই সুখী হয় এসংসারে
বিপদ প্রলোভনে বল তারে কি করিতে পারে?
আপন আনন্দে সদানন্দে সেই জন,
করে সন্তরণ সুখ-সাগরে;
নাহি জানে কোন অভাব, প্রশান্ত মুক্ত স্বভাব,
চিরসুখ শান্তি তার হৃদয়ে বিরাজ করে।
প্রেমের তরঙ্গ, ভাবের প্রসঙ্গ,
কত উথলে তার অন্তরে
মত্ত হয়ে সুধাপানে, বিহরে তোমার সনে,
অক্ষয় রত্ন-ভাণ্ডার তার হৃদয়-কন্দরে।
ওহে প্রেমসিন্ধু, এক বিন্দু বারি দানে,
সুখী কর নাথ যদি আমারে;
তবেত সার্থক মম, হয় এ পাপজীবন,
গাই তব নাম গুণ, মনের আশা পূর্ণ করে ॥৪১৮॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালি।

হে প্রাণরমণ প্রেমের সাগর, প্রেমভক্তি হৃদে সঞ্চার
অধম তনয়ে তব, ডাকে হয়ে কাতর।
যদি এক বিন্দু প্রেম বিতর, দীন জনে দয়া কর,
তবে সব পাপ তাপ যায় দূর।
বাঁচিনে প্রাণে, তোমা বিহনে,
বিহর নিরন্তর হৃদি-কন্দরে;
পাপ-অনলে, হৃদয় জ্বলে,
প্রদানি তব প্রেম, শীতল কর ॥৪১৯॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালি।

শঙ্কর শিব সঙ্কট-হারী।
নিস্তার প্রভো জয় দেব দেব।
সংসার সিন্ধু সেতু কে করে পার,
তোমা বিনা আর হে দীননাথ;
চরণারবিন্দ যাচি তোমারি ॥৪২০॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালি।

হৃদয় কাঁদিছে আমার তোমার লাগিয়ে ;
দেখা দিয়ে জুড়াবে কি তাপিত হিয়ে।
তুমি নাথ প্রেম-সাগর, সত্য শিব সুন্দর,
তাপিতে শীতল কর, শান্তি সুধা বরষিয়ে।
কি কব মনের কথা, জানত মরম ব্যথা,
কে আর করে মমতা, দুঃখীর মুখ চাহিয়ে ॥৪২১॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

(প্রবল সংসার স্রোত—সুর)

আর যেন প্রভু না হই কভু পাপে কলঙ্কিত।
মনে হলে সে যাতনা, হৃদয় হয় কম্পিত।
প্রাণ-যোগে যোগী হয়ে, থাকিব সদা নির্ভয়ে,
সুখে করিব পালন, অনন্ত জীবন ব্রত।
সংসার দুর্গম পথে, চলিব তোমার সাথে,
ফিরে ফিরে বারম্বার, নিরখিব ইচ্ছামত।
স্বভাব অনুকূল হবে, সহজে তোমারে পাবে,
সশরীরে স্বর্গে যাবে হইয়ে জীবন্মুক্ত।

আনন্দ সঙ্গীত ধ্বনি, করিবে ভাই ভগিনী,
দেবলোকে সেই ধ্বনি, হইবে প্রতিধ্বনিত ॥৪২২॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

এ দুঃখ কেমনে আর হবে সম্বরণ।
ছিলাম যখন, পাপেতে অচেতন,
নাহি ছিল ভাবনা মনেতে তখন।
বুঝিলাম যে দিনে জীবনের অধিকার,
পড়িল মস্তকে বিষম গুরুভার;
পাইলাম তোমার স্নেহের নিমন্ত্রণ,
সেই অবধি প্রাণাকুল তোমারি কারণ।
দেখালে প্রলোভন খুলিয়ে স্বর্গ-দ্বার,
করিলে হৃদয়ে কত আশার সঞ্চার;
শেষে কি একাকী সংসার অরণ্যে,
চির বিরহীর প্রায় করিব রোদন ॥৪২৩॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

প্রবল সংসার-স্রোত, আমরা দুর্ব্বল অতি।
কেমনে করিব নাথ, প্রতিকূল মুখে গতি।
যে দিকে বহিছে স্রোত, সেই দিকে যেতেছি ভেসে,
সম্মুখে নরকাবর্ত্ত, কি হবে কি হবে গতি।
দুর্ব্বলের বল তুমি, দেহ নাথ মনে বল,
সংসার-জলধি মাঝে নিস্তার জগত পতি ॥৪২৪॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

দেখ দেখ এ দীন সন্তানে, করুণা-নয়নে।
যেন আবার তোমায় ছেড়ে পাপেতে ডুবিনে।
কি সজনে কি নির্জনে যখন থাকি যেখানে,
রক্ষা কর এ অধমে স্বর্গীয় বল বিধানে।
চারিদিকে প্রলোভন, করে সদা আকর্ষণ,
কেমনে রাখিব আমি পবিত্রতা এ জীবনে।
নাহি আর অন্য বাসনা, সুখ সম্পদ চাহি না,
কেবল মাত্র এই প্রার্থনা, যেন তোমায়
ভুলে থাকি নে ॥৪২৫॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

(প্রবল সংসার স্রোত—সুর)

আর যেন ভুলিনে নাথ, ভুলিনে তোমায়।
তব সহবাসে যেন মম দিন যায়।
সুখে দুঃখে অবিরত, হইয়ে কৃতজ্ঞ চিত,
করি যেন প্রণিপাত, প্রেমভরে তব পায়।
তব দত্ত সুখে ভুলে, তোমারে নাথ পাসরিলে,
কি কায সে সুখে আমার, কেবা তাহা চায় ॥৪২৬॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড়া।

আমার আর কেহ নাই;
তোমারে হৃদয়ে রেখে এ প্রাণ জুড়াই।
তোমা বিনে সব শূন্য, এ সংসার অরণ্য,
কে আছে আর তোমা ভিন্ন কার পানে চাই ॥৪২৭॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড়া।

(আমার,আর কেহ নাই—সুর)

কবে জুড়াবে জীবন।
তব প্রেম-সিন্ধুনীরে করিয়ে অবগাহন।

সদা আনন্দ অন্তরে, ব্রহ্মনাম গান করে,
জগদ্বাসীর দ্বারে দ্বারে, করিব ভ্রমণ ।
জীবন সর্ব্বস্ব দিয়ে, অনুগত দাস হয়ে,
মনের অনুরাগে পদ, করিব সেবন ।
হেরিব ভক্তি নয়নে, নিয়ত হৃদয়ধামে,
শুনিব বিবেক কর্ণে, তোমার বচন ॥৪২৮॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড়াঠেকা ।

দীন-বন্ধু ! দীনহীনে কে আর উদ্ধারে ।
তুমি বিনা ঘোরতর ভব-পারাবারে ।
ঘেরিলে দিগ্‌দশ মোহের আঁধারে,
প্রকাশি হৃদি-গগনে কে আশা সঞ্চারে ?
অধম বলিয়ে সবে, ত্যজে হে যাহারে,
তুমি বিনা লয়ে কোলে কে পালে তাহারে ?
সম্বল-বিহীন জন দুঃখী দুরাচারে,
বিনা মূল্যে কেবা তারে ডাকে তারিবারে ?
তাই প্রভো ! প্রাণ পণে ডাকি বারে বারে,
উদ্ধার সঙ্গতি-হীনে, এ ঘোর পাথারে ॥৪২৯॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড়া।

মামভি পামরদীনজনং ;
দেহি পদাশ্রয়মবিদিত ভজনং।
ন মাতা নহীহ পিতা, নবন্ধুর্মে নচ ভ্রাতা,
ত্বংহি দীন-জনত্রাতা, ইতি সাধুবচনং।
কৃপাকণা বিতরণে, চরণ-শরণে দীনে,
দেহি পিতঃ ভক্তিহীনে, ভক্তিরসরসনং ॥৪৩০॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড়াঠেকা।

দিয়াছি যে প্রাণ তোমারে,আর কখন চাব না ফিরে।
যাহা ইচ্ছা হয় কর, কিছু নাই বলিবার,
হইবে মঙ্গল মোর তোমারি বিচারে।
সুখ সম্পদ হইলে, ভাসিব প্রেম-হিল্লোলে,
দুখ বিপদে কাঁদিব তোমারি চরণ ধরে।
(পিতা তোমারি)
যথায় লয়ে যাইবে তথা যাইব,
যাহা করিতে বলিবে তাই করিব ;

শুনেছি আশ্বাস বাণী পাব পরিত্রাণ,
নাই দুঃখ যদি মরি তোমার তরে ॥৪৩১॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড়া।
(কে গো বসে অন্তরালে—সুর)

রাখ মোরে শিশু করে।
শিশু যেমন কিছু জানে না,
কে আত্মীয় কে অপর, মাতা বিনে এ সংসারে।
আধ আধ স্বরে সদা, মা মা বলে কহে কথা,
অভাব হইলে যত, জানায় মাতারে।
তোমারে লয়ে থাকিব, অপরে নাহি জানিব,
পিতা বলে ডাকিব, প্রাণ মন দিয়ে তোমারে।
প্রেম-সুধা পান করিলে, পাপ তাপ যাবে চলে,
নির্ভয় চিত্ত হইয়ে, সবে যাব ভবপারে ॥৪৩২॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

ওহে দয়াময়, মঙ্গল-আলয়,
সদয় হও দুর্ব্বলে, করি নিবেদন।

করেছি মনন, মিলে ভ্রাতৃগণ,
পূজিব তোমার ঐ অভয় চরণ।
বিষয় চিন্তা ছেড়ে পবিত্র অন্তরে,
পূজিব আমরা একত্রে তোমারে,
পরস্পরে শ্রদ্ধা ভক্তি শিখিবারে,
নির্ম্মাণ করেছি পবিত্র সদন।
ভ্রাতৃভাবের অভাব যাবে আশা করে,
মিলিব আমরা এ গৃহের ভিতরে,
চাই বর তাই দাও দয়া করে,
যেন হয় এই গৃহ সেই শান্তিনিকেতন।
শ্রদ্ধা ভক্তি যেন স্তম্ভ হয় ইহার,
ভ্রাতৃভাব হয় অবারিত-দ্বার,
ধর্ম্ম স্বয়ং যেন প্রহরী ইহার,
তোমার অসীম করুণা হয় আচ্ছাদন ॥৪৩৩

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

পরমদেব ব্রহ্ম, জগজ্জন পিতা মাতা।
সেবকে প্রসন্ন হওহে সর্ব্বসিদ্ধি-দাতা,
থাকে নিত্য তবপদে মতি এই ভিক্ষা দেহি নাথ ॥৪৩৪

রাগিণী খাম্বাজ—তাল যৎ।

আমায় ছেড় না হে, এনেছ যদি হে দয়াময়।

আমি সকল দেখিয়াছি প্রভু, এখন পড়েছি
তোমার পায়।

নাহি আমার কোন বল, কেমনে থাকিব বল,
(এখন) কৃপা করে রাখ প্রভু, বেঁধে মোরে তব পায়,
না জানি ডাকিতে তোমায় (এখন) কিছু কর মোর
উপায়,
একবার হৃদয় মাঝে এস প্রভু জুড়াই তাপিত
হৃদয় ॥৪৩৫॥

রাগিণী খাম্বাজ ঝংলা—তাল ঠুংরি।

(লক্ষ্ণৌ ঠুংরি)

দীনহীনজনে, পাপী পরাধীনে,
নাথ তোমা বিনে কে আর নিস্তারে।
তুমি দুঃখ-বারী, পাপ-তাপ-হারী,
ভবের কাণ্ডারী, জগত প্রচারে।
তার নিজ গুণে, পাপী তাপী জনে,
এসেছি তাই শুনে, তোমারি দুয়ারে।

কাটি মোহ-পাশ, নাশি ভয় ত্রাস,
রক্ষ জগদীশ! ডাকি বারে বারে ॥৪৩৬॥

রাগিণী সিন্ধু খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

যদি এক বিন্দু প্রেম পাই (প্রেমসিন্ধু হে);
তবে কি তোমার চরণ ছেড়ে আর কোথা যাই।
থাকি চিরদিন, তোমার অধীন,
ধন মান সম্ভ্রম, কিছু নাহি চাই।
সকলি ত্যজিতে, অসাধ্য সাধিতে,
পারি তব প্রসাদে, কিছু না ডরাই।
সংসার বন্ধন, করিয়ে ছেদন,
আনন্দে নিশিদিন, তব গুণ গাই ॥৪৩৭॥

রামপ্রসাদী সুর—তাল একতালা।

আমায় দাও মা চরণতরী।
আমি অগাধ জলে ডুবে মরি।
সাহস করে, আপন জোরে,
ভবনদীরে ধরলেম পাড়ি;

এখন তরঙ্গেতে যাই মা ভেসে,
কূল কিনারা আর নাহি হেরি।
শুনেছি মা লোকের মুখে,
বিমুখ নাহি হয় ভিখারী;
আমি আকুল প্রাণে এই ভিক্ষা চাই,
কূলে লও মা কোলে করি ॥৪৩৮॥

রামপ্রসাদী সুর—তাল একতালা।

(আমি) রইলাম তোমার নামে পড়ে।
জগতের যত পাপী, ঐ নামেতে গেছে তরে;
যাব অনায়াসে চরণপাশে, আমিও ঐ নামের জোরে।
হৃদি ফুলের পত্রে পত্রে, লিখ্‌ব ঐ নাম ভক্তিভরে;
আমার সকল দুঃখের শান্তি হবে, ভবের চিন্তা
যাবে দূরে ॥৪৩৯॥

রাগিণী পরজ—তাল কাওয়ালি।

দীন-দয়াময় ভুল না অনাথে।
স্থান দিও প্রভু, তব পদ-কমলে,

মনে রেখো ভুলো না অনাথে।
ভ্রমি এ অরণ্যে হয়ে পথ-হারা,
সত্বর লও তব সাথে।
কোন গুণ আছে হেন মন্দমতি মম,
যাই তব সন্নিধানে ;
তুমি হে জ্যোতির জ্যোতি, এ আঁখির কি শকতি,
তাকাইতে সে মিহির পানে!
নিরখি মনের প্রতি, নাহি দেখি কোন গতি,
ক্ষণে হই মগন নিরাশে ;
স্মরি তব কৃপাগুণ, ভরসা হয় পুনঃ,
নিজ গুণে তারিবে হে দাসে ॥৫৪০॥

রাগিণী পরজ—তাল আড়াঠেকা।

রাজ রাজেশ্বর ওহে দীনজনে দেখা দাও।
করুণাভিখারী আমি করুণা কটাক্ষে চাও।
চরণে উৎসর্গ দান করিতেছি এই প্রাণ,
সংসার অনলকুণ্ডে ঝলসি গিয়াছে তাও।
কলুষ কলঙ্কে তাঁতে, আবরিত এ হৃদয়,

মোহে মুগ্ধ মৃতপ্রায়, হয়ে আছি দয়াময়,
সঞ্জীবনী দৃষ্টে তব, শোধন করিয়ে লও ॥১৪১॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল মধ্যমান।

প্রাণ মাঝে বিরাজ, প্রাণেশ!
কৃপাময় জীবন-আধার।
তোমা হারা হয়ে দেব, এই ভাবে কত দিন,
রহিব আর জীবনেশ! সহে না যে আর।
তব রূপ-সাগরে, নিমগন করহে মোরে,
অনিমেষে নিরখিব, স্বরূপ তোমার ॥১৪২॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল মধ্যমান।

তোমারি নাথ, তোমারি চিরদিন, আমি হে।
সুখে দুখে পাপে, আমি তোমারি নাথ, তোমারি হে।
দেখো দেব দেখো দেখো,
এ দাসের অন্তরে চিরদিন থেকো,
অন্তরে নিরখি তোমায় নিবারিব সব দুখ ॥১৪৩॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল মধ্যমান।

ওহে ধর্মরাজ বিচারপতি,
তোমার বিধি কে লঙ্ঘিতে পারে?
কে কোথা হয়েছে সুখী অধর্ম্ম পাপ আচারে?
দর্পহারী ন্যায়বান, পাপখণ্ড-দলন নাম,
নাহি কারো পরিত্রাণ, তোমার সূক্ষ্ম বিচারে।
দুর্ম্মতি মানবগণে, কুকর্ম্ম করি গোপনে,
পায় দুঃখ পরিণামে, কর্ম্মফল ভোগ করে।
তুমি দণ্ডদাতা পিতা, মঙ্গলময় বিধাতা,
দণ্ড দিয়ে মুক্ত কর এ অধম মহাপাপীরে॥১৪৪॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল আড়া।

হৃদয়ে থাক হে নাথ! নয়ন ভরিয়ে দেখি;
জুড়াব তাপিত প্রাণ, তোমারে হৃদয়ে রাখি।
পাপে তাপে মলিন, হায় আছি দীন হীন,
যাতনা সহে না আর, তার হে দাসে নিরখি॥১৪৫॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল আড়া।

অধম তনয়ে নাথ ত্যজিতে ত পারিবে না;
শত অপরাধী হলে ও তনয়ত্ব তায় যাবে না।
আছে অপরাধ কত, তবু নহি আশাহত,
তব দয়া হতে আমার দোষত অধিক হবে না।
পর ব্রহ্ম পরাৎপর, আদি কত নাম ধর,
কিন্তু অধম-তারণ নামের মহিমা যে অতুলনা॥৪৪৮॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল কাওয়ালি।

থেক না থেক না দূরে হৃদয়ের প্রিয়ধন।
রাখিব যতনে হৃদে হৃদয়-রতন।
ছিলাম পড়ি আঁধারে, আনিলে হে কেশে ধরে,
কত সুখ কত শান্তি করিলে হে বিতরণ;
এখন ফেলিয়ে একা, যাবে কি হে প্রাণ-সখা,
হৃদয় আঁধার করি, ওহে হৃদয়ের ধন?
তোমা ছাড়ি কত-বার, ভ্রমিলাম প্রাণাধার,
তবুতো থাকিলে তুমি সঙ্গে মোর অনুক্ষণ;

হৃদি আলো করি মোর, থাক তবে প্রাণেশ্বর,
প্রেমপাশে বেঁধে রাখ ও চরণে প্রাণ মন ॥৪৪৭॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল যৎ।

কি বলে প্রার্থনা বল করি আর।
আমার সকল কথা ফুরাইল,
ফিরিল না মন আমার।
তুমি দেখ সব থেকে অন্তরে,
তোমায় কথায় কে ভুলাতে পারে,
প্রাণের প্রাণ বল্‌ব কি আর,
আছে কি আর বলিবার।
ওহে, প্রাণ যদি চাহে তোমারে,
তুমি থাকিতে কি পার দূরে,
আপনি এস পাপীর দ্বারে,
তাই পতিত-পাবন নাম তোমার ॥৪৪৮॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল যৎ।

(কে তুমি কাছে বসে—সুর)

কেমনে পাব তোমায় আমি হে পাপে মলিন।
(নাথ) লোভে দুরাশায় চিত, লালায়িত,
ভোগ বিলাসের অধীন।
ভজন সাধনে অলস, ষড় রিপুর পরবশ,
বিষয় বাসনার দাস, হয়ে আছি চিরদিন (আমি)
হিংসা দ্বেষ অভিমানে, স্বার্থ সুখ প্রলোভনে,
জীবন কলঙ্কিত, অবিনীত, প্রেম অনুরাগ বিহীন।
নাহি ভক্তি নাহি জ্ঞান, বৈরাগ্য সমাধি ধ্যান,
মোহে হৃদয় ম্লান, পাষাণ সম কঠিন।
এখন এই অভিলাষ, হয়ে তব দাসানুদাস,
চিরদিন থাকি নাথ, যেন তোমারি অধীন ॥৪৬৯॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল যৎ।

প্রাণের গভীর বেদনা ঘুচায়; (আমার)
এ সংসারের মাঝে এমন, দেখিনে কাহায়।

সত্যের আলো আসিল, এ চক্ষু তা না দেখিল,
জেগে ঘুমায়ে রহিল, এখন কি হবে উপায়।
কতবার ডাকিলে তুমি, তোমার কথা নাহি শুনি,
মিছে লাভালাভ গণি কি করিলাম হায় হায়।
দিবে কি আর সুদিন এনে, দয়া করে কৃপাগুণে,
শুভক্ষণ ছেড়ে হলো, পতন নিশ্চয় ॥৪৫০॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল যৎ।

দীন সাধকে কর আশীর্ব্বাদ দান।
করিব প্রেম সাধন অনুষ্ঠান।
তুমি সংসারের কর্ত্তা, বিশ্বপিতা জগন্মাতা,
সুখ সম্পদ বিধাতা করুণানিধান।
পুণ্যময় ন্যায় সিন্ধু পাপীর পরম বন্ধু
ভবসিন্ধু পারকর্ত্তা পতিতপাবন।
নিমগ্ন তপঃ সাগরে, মত্ত হব প্রেমভরে,
তব পুণ্য মুখ হেরি পাব পরিত্রাণ।
সাধিব তোমার কায, মিলিয়ে সাধু সমাজ,
সেবিবে এ করদ্বয় তোমার চরণ ॥৫৫১॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল ঠুংরি।

পুণ্যময় প্রভু করুণাসাগর।
বিরাজ আসি হে হৃদয়ে আমার।
প্রকাশ হৃদয়ে উচ্চ কামনা,
বিনাশ আত্মাভিমান কুমন্ত্রণা,
পুণ্য আলোকে তব ওহে প্রেমময়,
নাশ দয়া করে হৃদয় আঁধার।
প্রবল কর প্রভু স্থমতি সকল,
তব বলে কর জীবন সবল,
পুণ্যপথে করি সদা বিচরণ,
পুণ্যধামে করি স্থখে বিহার।
নিরখি তোমার পুণ্যমূরতি,
পরিহরি নাথ পাতক দুর্ম্মতি,
ভক্তি ভরে করি অর্চ্চনা তোমার,
স্থখে হইব নাথ ভবার্ণব পার॥৪৫২॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

দয়াময় দীনবন্ধু দরিদ্রের দুঃখ ভঞ্জন।
তব কৃপা হি কেবল, পাপী তাপীর সম্বল,
দুর্ব্বলের বল তুমি নিরাশ্রয়ের অবলম্বন।
হে বিভু করুণাসিন্ধু, বিপদ কালের বন্ধু,
দিয়ে কৃপা-বারিবিন্দু কর হে পাপ মোচন।
পাপ-ভারাক্রান্ত হয়ে, ডাকি নাথ কাতর হৃদয়ে,
পার কর ভবসিন্ধু দিয়ে অভয় চরণ।
তুমি নাথ পরম দয়াল, স্নেহময় ভক্ত বৎসল,
পাপীর দুঃখে নহ পিতা কখনও উদাসীন।
ওহে অগতির গতি, করি ও পদে মিনতি,
থাকে যেন ভক্তি নাথ তোমাতে চিরদিন ॥৪৫৩॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

সুধার ভাণ্ডার তুমি জগতজননী।
চির প্রেমময়ী গতি-মুক্তিদায়িনী।
তোমার ভকতগণ, কেমন প্রেমে মগন,
তব প্রেমরসপান করিয়ে, হইয়াছে সুশীতল ;

তাই তাঁরা নিশি দিন, প্রফুল্ল প্রসন্নানন,
গভীর প্রশান্ত তাঁদের হৃদয়, কোমল তাঁদের প্রাণ;
মুখেতে পুণ্যের ভাতি স্নিগ্ধকারিণী।
চির পরাধীন, পাপে তাপে মলিন,
বড় আশা করে এসেছি তোমারে দেখিয়ে জুড়াব প্রাণ
পাপীর হৃদয়াসন, কবগো মাত গ্রহণ,
যাই আমি তবে জনমের তরে, দুঃখ শোক পাসরিয়ে,
তুমিগো মা সন্তানের দুঃখহারিণী ॥১৫৪॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।
(ধন্য ধন্য ধন্য আজি—সুর)

জয় জয় জয় দেব, জয় জগত বন্দন।
গাইছে নিয়ত মহিমা তোমার,
হে নাথ নিখিল ভুবন।
কাননে কুসুম, গগনে তপন,
করুণা তোমার, করে বরষণ;
তোমার পরশে, বাঁচে ত্রিভুবন,
জয় জগত-জীবন।

তোমার রচনা, এ ক্ষুদ্র হৃদয়,
মন প্রাণ নাথ, তব তনুদয়,
কত যে আনন্দ, লভে দয়াময়,
তোমাতে হইলে মগন।
প্রবাসে সুহৃদ, আবাসে জননী,
সুখ দুঃখে সখা, তুমি গুণমণি;
ভীম ভবার্ণবে, ও পদ তরণী,
হে ভব জলধি-তারণ।
আমরা দুর্ব্বল অতি, তুমি হে অগতির গতি;
তব বলে কর বলী, ওহে মৃত-সঞ্জীবন।
দেহ নাথ দেহে বল, জ্ঞান ভক্তি প্রীতি সম্বল,
গাইয়া অতুল মহিমা তোমার, করিব সংসারে ভ্রমণ।
কর আশীর্ব্বাদ দান, সঁপি এ দেহ মন প্রাণ,
জীবন মরণে করিব নাথ, তোমার কর্ম্ম সাধন॥৪৫৫॥

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল একতালা।
(ধন্য ধন্য ধন্য আজি—সুর)

এস এস প্রাণসখা দীনজনশরণ।
তব পদে প্রাণ মন করিব সমর্পণ।

ত্যজি অনিত্য কামনা, ছাড়ি বিষয় বাসনা,
তব অনুগত হয়ে থাকিব চিরদিন।
সদা তোমার সঙ্গে রব, প্রেম নয়নে হেরিব,
ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজিব নিশিদিন।
তোমার সন্তান সবে, মিলে আজি ভক্তিভাবে,
কাতর হৃদয়ে ডাকি, কর প্রভু শ্রবণ ॥৪৫৬॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল পোস্তা।

কেমনে পূজিব তোমায় আমি হে পাপে মলিন,
সংসারে আসক্ত মন অবিশ্বাসী চিরদিন।
আশীর্ব্বাদ কর মোরে, যেন পাপ পথ ছেড়ে,
পূজিতে পারি তোমারে, ভক্তিভরে নিশিদিন।
ওহে প্রভু দয়াময়, মহাপাপীর আশ্রয়,
দিয়ে আমায় পদাশ্রয়, কর তোমার অধীন॥৪৫৭॥

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল আড়া।

আমি হে জেনেছি এবার,
জীবে প্রেম নাম সাধন এই জীবনের সার।

বিনীত সেবক হয়ে, আত্মসুখ ত্যজিয়ে,
পরসুখে সুখী হব এই ইচ্ছা তোমার।
পিতা, তোমার পুণ্যপ্রসাদে, সকলের আশীর্ব্বাদে,
নিরাপদে ভবসিন্ধু হইব হে পার ;
যাইব অমৃত ধামে, মিলে সব বন্ধুগণে,
চির প্রেমে হয়ে রব এক পরিবার ॥৪।৮॥

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল ঠুংরি।

(এত দয়া পিতা তোমার—সুর)

তব কৃপা কৃপাময়,
সংসার পথে আশ্রয়।
তব পদ সেবিবারে, মনে বড় আশা করে,
দীনবন্ধু ডাকি হে তোমায় ;
তুমি রাখ যদি, ওহে গুণনিধি,
তবে ত সঙ্কট মাঝে পাই হে অভয়।
আমরা দুর্ব্বল অতি, জান তুমি জগৎ পতি,
অন্তর্যামি, বলিব কি আর হে ;

তুমি কৃপা করি, যদি রাখ হরি,
তোমাকে সেবিয়ে সবে জুড়াই হৃদয় ॥৪৫৯॥

রাগিণী বেহাগ—তাল চৌতাল।

ওহে দীনবন্ধু, প্রেমসিন্ধু, তুমি প্রাণেশ্বর, হৃদয়নাথ,
হৃদয়ে দেখা দেও হে।
আঁধার হৃদয় আলো কর, মোচন কর পাপভার,
নিত্য নিয়ত হৃদে বিহার, দীনে শরণ দেও হে।
যবে পাই তোমাধনে, সকলি নিরখি সুধাময়,
জ্যোতির্ম্ময় শোভাময়;
পাইলে তোমায়, মৃত শরীর প্রাণ পায়,
কোটি-কোটি স্বরগ প্রকাশ পায়, দুখ তাপ
না রহে ॥ ৪৬০ ॥

রাগিণী বেহাগ—তাল কাওয়ালি।

তুমি বিনা কে প্রভু সঙ্কট নিবারে ?
কে সহায়, ভব-অন্ধকারে।
রয়েছি বন্দীসম মোহের আগারে,
কলুষিত পাপ-বিকারে;

বিষয় রসে রত, তব প্রেমামৃত
ছাড়ি মনোভৃঙ্গ বিহারে।
বিতর কৃপা তব, যার গুণে প্রভু,
মৃত দেহে জীবন সঞ্চারে ;
পাপ-তিমির নাশি, বিরাজ হৃদয়ে আসি
কি আর জানাব তব দ্বারে॥ ৪৬১॥

রাগিণী বেহাগ—তাল কাওয়ালি।

তোমা বিহনে প্রভু কি সুখ এ জীবনে ;
কেমনে ধরি এছার জীবন।
সংসার দহনে তাপিত পরাণ মন॥
প্রেমের চন্দ্রমা তুমি হে নাথ,
সুধার ভাণ্ডার পরম সুন্দর,
তৃষিত চাতক আমার হৃদয়,
পিয়াও অমৃত জুড়াই পরাণ॥
অতুল জ্যোতি তব প্রেমাননে,
নয়ন-শোভন প্রাণ-বিমোহন,
প্রকাশ আসিয়ে হৃদয় গগনে ;
ঘুচাও বিষাদ ঘন আবরণ ;

নিরখি নিরখি ও রূপ মাধুরি,
হইবে আমার প্রাণ বিমোহিত,
হইবে শীতল তাপিত হৃদয়,
আনন্দ সাগরে হইবে মগন ॥৪৬২॥

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

আমার আমার বলি বটে, কাযে নয় আমার ;
সকলি তোমার নাথ, তুমি বিশ্ব-মূলাধার।
জীবন যৌবন ধন সকলি তোমার ;
কিছুতেই নাই আমার কোন অধিকার।
মন বুদ্ধি আদি যত, সব তোমার বিতরিত,
আমি মাত্র কেবলি আধার ;
নিজে আমি আমার নই, তোমারি সম্পত্তি হই,
এই আমার জানা আছে সার।
দিয়ে তোমায় তোমার ধন, কেমনে করি তোষণ
নাহি জানি সন্ধান তাহার ;
যদি লয়ে নিজ ধন, প্রীত হও হে মনের মন,
সর্ব্বস্ব দিব তোমারে এই দণ্ডে উপহার ॥৪৬৩॥

রাগিণী বেহাগ—তালআড়াঠেকা।

মুক্তি দাতা হে কর মুক্ত এ জনে।
কত কাল থাকিব আর ভব-বন্ধনে।
পিঞ্জরেতে পক্ষী যেমন, করে পথ অন্বেষণ,
তেমনি আমার প্রাণ ধাইতেছে তোমার পানে।
ক্রমে হল দিন গত, থাকিব আর বল কত,
ষড় রিপুর বশীভূত, মোহের আলিঙ্গনে;
ওহে করুণা-নিধান, কর মোরে পরিত্রাণ,
সম্পদে বিপদে যেন দেখি হে হৃদয়াসনে ॥৪৬৪॥

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

এস হে মন মন্দিরে।
নির্জ্জনে বসিয়ে দেখি চরণ কমলে।
দূর হবে পাপ তাপ, না রহিবে মনস্তাপ,
জীবন কৃতার্থ হবে, পাইলে তোমারে।
মোহ আঁধার ঘুচিবে, মৃত ভাব না রহিবে,
উৎসাহে পূর্ণ হইব তোমার প্রকাশে।

অসম্ভব দেখি যাহা, সম্ভব হইবে তাহা,
হইলে দয়া তোমার, তাই ডাকি কাতরে ॥৪৬৫॥

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

ফিরিল সন্তান পিতা ফিরিল এবার।
হয়েছে সুমতি প্রভু কৃপায় তোমার।
স্বীয় দেশ ত্যাগ করি, বিদেশে বিদেশে ফিরি,
দুর্গতির অবশেষ, কিছু নাহি আর;
পাসরি আপন জনে, শত্রুকে সুহৃৎ জ্ঞানে,
শিখিয়াছি এক মাত্র, বিদ্রোহ আচার।
দিলে তুমি যত ধন, সবে করি অযতন,
নিঃসম্বল হইয়াছি, কিছু নাই আমার;
শত্রুরা ছলনা করি, নিয়েছে সকলি হরি,
শূন্যহস্তে ফিরিলাম, এবে তব দ্বার।
ওহে অগতির গতি, দিলেছে যদি সুমতি,
ছাড়িয়ে তোমারে যেন, নাহি যাই আর;
চিরদিন তব সনে, থাকিব প্রফুল্ল মনে,
এই বাঞ্ছা দীননাথ পূরাও আমার ॥৪৬৬॥

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

কোথায় রহিলে নাথ! একাকী ফেলে আমারে।
না দেখে তোমারে প্রভু, প্রাণ যে কেমন করে।
কাঁদিব আর কত বল, শুকাল নয়নের জল
হৃদয় পাষাণ হল, বার বার পাপাচারে।
দুর্ব্বল পাপ জীবনে, সহিব বল কেমনে,
তব বিরহ যন্ত্রণা ওহে দয়াময়;
ডেকে লও সন্তান বলে, এঘোর বিপদকালে,
স্থান দাও চরণ তলে, এই জনম-দুঃখীরে ॥৪৬৭॥

রাগিণী কীর্ত্তন মিশ্র—তাল ঝাঁপতাল।

দীন জন ভাগ্যে নাথ, সে দিন কি আসিবে?
তব প্রেমে মগ্ন হয়ে নিশি দিন কাটিবে।
হৃদি সরোবরে সদা, ভাব তরঙ্গ খেলিবে;
(সে তরঙ্গ লহরী পরে) প্রেমচন্দ্রমা উদিবে।
(জীবন সফল হবে)।
তোমার প্রেম প্রভাবে, হৃদয় নির্ম্মল হবে,

প্রাণ মন জুড়াইবে; (সব জ্বলা দূরে যাবে)
চির সুখ শান্তি-উৎস, হৃদি মূলে উৎসরিবে ॥৪৬৮॥

গুজরাটী ভজন—তাল একতালা।

কোথা আছ প্রভু, এসেছি দীন হীন,
আলয় নাহি মোর, অসীম সংসারে।
অতি দূরে দূর ভ্রমিছি আমি হে,
প্রভু প্রভু বলে, ডাকি কাতরে।
সাড়া কি দিবে না, দীনে কি চাবে না,
রাখিবে ফেলিয়ে অকূল আঁধারে?
পথ যে জানিনে, রজনী আসিছে,
একেলা আমি যে, এ বন মাঝারে।
জগত-জননী, লহ, লহ, কোলে,
বিরাম মাগিছে, শ্রান্ত শিশু এ;
পিয়াও অমৃত, তৃসিত সে অতি,
জুড়াও তাহারে, স্নেহ বরষিয়ে।
ত্যজি সে তোমারে, গেছিল চলিয়ে,
কাঁদিছে আজিকে পথ হারাইয়ে;

আর সে যাবে না, রহিবে সাথ সাথ,
ধরিয়ে তব হাত, ভ্রমিবে নির্ভয়ে।
এস তবে প্রভু! স্নেহ নয়নে,
এমুখ পানে চাও, ঘুচিবে যাতনা;
পাইব নব বল, মুছিব অশ্রুজল,
চরণ ধরিয়ে পূরিবে কামনা ॥৪৬৯॥

রাগিণী গারা—তাল কাওয়ালি।

কি মধুর তব করুণা প্রভো, কি মধুর তব করুণা,
তব করুণা সব জগতময়,
সকলে গায় তোমারি প্রভু করুণা।
গায় তরুণ অরুণ শশী, নদী গিরি ফুলবন,
যথায় তথায় তব জয় জয় রব;
গায় নর নারী অগণন, কেহ নহে নীরব।
এই ঘোর সংসার কর হে পার কর্ণধার,
ভব জলধি মাঝে;
হৃদয়ের ধন তুমি, নিয়ত মম হৃদে বিরাজ;
কি আর কব ॥ ৪৭০ ॥

রাগিণী আশা—তাল ঠুংরি।

(বিষয় সুখে মন—সুর)

জগত পিতা তুমি বিশ্ববিধাতা।
আমরা তোমারি, কুমার কুমারী,
তুমি হরি সব সুখদাতা।
রাজ রাজেশ্বর, সর্ব্ব ভুবনপতি,
পতিতপাবন দীনবন্ধু ;
অনাথ গতি তুমি, অনাদি ঈশ্বর,
করুণা কর কৃপাসিন্ধু।
সঙ্কট মোচন অভয় চরণ তব,
বন্দিছে সুর নর বৃন্দে ;
জনম দিয়াছ যদি, শরণ দিতে হবে,
শীতল চরণারবিন্দে॥ ৪৭১॥

চতুর্থ অধ্যায়।

উপাসনা-শেষ।

রাগ ভৈরব—তাল সুরফাকতাল।

সব দুঃখ দূর হইল তোমারে দেখি।
একি অপার করুণা তব,
প্রাণ হইল শীতল বিমল সুধায়।
সব দেখি শূন্যময়, না যদি তোমারে পাই,
চন্দ্র সূর্য্য তারক জ্যোতি হারায়।
প্রাণসখা তোমা সম আর কেহ নাহি,
প্রেম সিন্ধু উথলয় স্মরিলে তোমায়;
থাক সঙ্গে অহরহ, জীবন কর সনাথ,
রাখ জীবন মরণে পদছায়ে। ৪৭২।

রাগিণী ভৈরবী—তাল যৎ।

ধন্য দয়াময়, তোমার কৃপায়,
কৃতার্থ হইল জীবন মম।

নিরখি তোমারে, প্রাণ-মন্দিরে,
জুড়াল তৃষিত নয়ন।
তব আগমনে, হৃদয়-উদ্যানে,
শুষ্ক তরু মুঞ্জরিল ;
ফুটিল প্রেম, কুসুম মধুময় ;
গন্ধে আমোদিত মন।
আনন্দে ভাসালে, মোহিত করিলে,
দেখায়ে দুর্লভ দরশন ;
দেখিনি এমন, শোভা অনুপম,
যেন ধরাতলে স্বর্গধাম।
সুখ রত্নাকর, তোমার ভাণ্ডার,
নাহি হয় পরিমাণ ;
বলিব কি আর, করি বারম্বার,
কৃতজ্ঞ ভরে প্রণাম॥ ৪৭৩।

রাগিণী সাহানা—তাল আড়াঠেকা।

কেমনে কহিব কি সুধাময় শোভা হেরিনু
হৃদয়-দুয়ার খুলিয়ে ;

অপরূপ অরূপ নাহি যে তুলনা, কি বলিব,
কি সুধাময় শোভা হেরিনু হৃদয়-দুয়ার খুলিয়ে।
দুর্লভ দরশন লাভ হলো জীবনে,
ধন্য রে তাঁর করুনা, ধন্য রে কি সুখে হেরিনু,
হৃদয়-দুয়ার খুলিয়ে ॥৪৭৪॥

রাগিণী পরজ—তাল চৌতাল।

ধন্য তুমি হে পরম দেব,
ধন্য তোমার করুণা প্রেম,
পুরিল আনন্দে বিশ্ব,
হৃদয় জুড়াইল।
যে দিকে আজি ফিরাই আঁখি,
প্রেমরূপ নিরখি তোমারি,
পূর্ণ হইল সকল কাম,
মন আনন্দে ভাসিল।
ব্রহ্ম সনাতন পুরুষ মহান,
জগপতি জগত নিধান,

জয় জয় জগপতি জগত-নিধান হে,
অন্তরে চির বিরাজ;
নয়নে নয়নে রহিও নাথ,
ভুলি সব দুঃখ তোমার সাথ,
হৃদয়ে থাকিয়ে হৃদয়-নাথ,
হৃদয় কর শীতল ।। ৪৭৫ ।।

রাগিণী মল্লার—তাল একতালা।

হায় রে আমি কি হেরিলাম;
হৃদি সরসী মাঝে, কি অপরূপ সাজে,
বলিতে নাহিক পারি, বলা নাহি যায়।
প্রাণ চমকে সেরূপ হেরি, আহা মরি মরি কিরূপ মাধুরী
প্রেমে অবশ হয় অঙ্গ, উথলে হৃদয় হায়।
রবি শশী তারা, শোভে না রে তারা,
সে রূপরাশি হৃদয় আকাশে, প্রকাশে যখন দেখি;
বহে ভক্তি সমীরণ, হলে সে রূপ দর্শন,
উচ্ছ্বাস উঠয়ে দেখি, গভীর প্রেম-সাগরে ।।৪৭৬।।

রাগিণী মল্লার—তাল একতালা।

(গাথা)

কাতরে তোমায়, ডাকি দয়াময়, হ'য়ে সদয়,
দেও দরশন ;
পুরাও মনসাধ, ঘুচাও হে বিষাদ, ভক্তি উপহার,
করিয়ে গ্রহণ।
সংসার তাপে, তাপিত হয়ে, লয়েছি শরণ,
তোমার আশ্রয়ে ;
কৃপা-বারি দানে, বাঁচাও হে প্রাণে, অধম সন্তানে,
দেখ চাহিয়ে।
গতিহীন জনে, তোমা বিহনে, আপনার বলে,
কে আর চাহিবে ;
সন্তাপ হর, কৃতার্থ কর, অভয় দানে,
আমাদের সবে।
তুমি গুণ-নিধান, সর্ব্বশক্তিমান, কল্যাণ বিধান,
কর নিরন্তর ;
করুণা তোমার, হইলে একবার, অনায়াসে পার,
হই ভব-সাগর।

অনাথ দুর্ব্বল, নাহিক সম্বল,তুমিই আমাদের,
ভরসা কেবল ;
তৃষিত হৃদয়ে, ব্যাকুল হয়ে, করি ভিক্ষা নাথ,
দেও পুণ্যবল।
সুখ সম্পদে, দুঃখ বিপদে, যেন তোমাতে,
থাকে হে মতি
ইহ পরকালে, তব পদতলে, নির্ভয় মনে,
করব বসতি।
যেন হে সবে, মিলে সদ্ভাবে, নিত্য এই ভাবে,
করি অর্চ্চনা ;
অকিঞ্চন হয়ে, এক হৃদয়ে, হে প্রভু তোমার,
করি সাধনা ॥৪১৭॥

রাগিণী মিশ্র—তাল একতালা।

(বন্দনা)

জয় দেব জয় দেব জয় মঙ্গলদাতা,
জয় জয় মঙ্গলদাতা,

সঙ্কট-ভয়-দুঃখ ত্রাতা, বিশ্বভুবন-পাতা।
জয় দেব জয় দেব।
অচিন্ত্য অনন্ত অপার, নাহি তব উপমা,
প্রভু নাহি তব উপমা;
বিশ্বেশ্বর ব্যাপক বিভু, চিন্ময় পরমাত্মা।
জয় দেব জয় দেব।
জয় জগদ্বন্দ্য দয়াল, প্রণমি তব চরণে,
প্রভু প্রণমি তব চরণে;
পরম শরণ তুমি হে, জীবন মরণে।
জয় দেব জয় দেব।
জগতারণ দীনেশ সুখ শান্তি দাতা,
প্রভু সুখ শান্তি দাতা;
শরণাগত-বৎসল তুমি, পরম পিতা মাতা।
জয় দেব জয় দেব।
আপনা-প্রতি নিরখি না দেখি নিস্তার,
প্রভু না দেখি নিস্তার;
একমাত্র ভরসা হে, করুণা তোমার।
জয় দেব জয় দেব।

শত অপরাধী আমরা পাপ ক্ষমা কর হে,
প্রভু পাপ ক্ষমা কর হে ;
তব প্রসাদ লাভে প্রভু, পাপ তাপ না রহে।
জয় দেব জয় দেব।
মিলিয়ে ভক্ত সমাজ মাগি বরাভয় দান,
প্রভু মাগি ববাভয় দান ;
কৃপা করি হে কৃপাময়, দেও চরণে স্থান।
জয় দেব জয় দেব।
কি আর যাচিব আমরা করি হে এ মিনতি,
প্রভু করি হে এ মিনতি ;
এলোকে সুমতি দেও, পরলোকে সুগতি।
জয় দেব জয় দেব ॥৪৭৮॥

পঞ্চম অধ্যায়।

বিবিধ।

উৎসব।

রাগিণী মল্লার—তাল ঝাঁপতাল।

এস এস এস সবে, আজি এই মহোৎসবে,
গাওরে মঙ্গলগীত, গাওরে মধুর রবে।
আজি বহু দিনের পরে, গাও সবে সমস্বরে,
জগদানন্দের যশঃ, "জয় জগদীশ" রবে।
যে আনন্দ সমাচার, বায়ু বহে অনিবার,
কল-কণ্ঠে বিহঙ্গম দেশে দেশে গায় রে;
যাব সে আনন্দ-পুরে, পূর্ণানন্দ রূপ হেরে,
জগত করিব পূর্ণ আনন্দের কলরবে।
বনের বিহঙ্গ প্রায়, ভাই ভগ্নী সমুদায়,
আমরা অনেকস্থানে, সম্বৎসর রই হে;

আজি এই শুভক্ষণে, এক হৃদয় এক তানে,
করি তাঁর নাম গান, এমন দিন আর হবে কবে।
কপটতা পরিহরি, আলস্য ঔদাস্য ছাড়ি,
দূর করি বিষয়ের ভাবনা অসার হে ;
আজি দেহ মন প্রাণ, ব্রহ্মে কর সমাধান,
ব্রহ্মানন্দ-সুধাপানে জীবন পবিত্র হবে ॥৪৭৯॥

রাগিণী ললিত—তাল পঞ্চম সোয়ারী।
(তুমি জ্যোতির জ্যোতি—সুর)

আজি গাও গাও গাওরে, হৃদয় ভরিয়ে ;
নব অনুরাগে সেই ভক্তি দাতা পরাৎপরে।
নব উৎসব মন্দিরে, সবে প্রেম ভক্তি ভরে,
প্রীতি-অঞ্জলি দেও প্রিয়তম প্রাণেশ্বরে।
আজি মহা মহোৎসবে, আনন্দ হৃদয়ে সবে,
যতনে ব্রহ্মপূজার কর আয়োজন ;
বসায়ে হৃদয়াসনে, সেই নিত্য সনাতনে,
নব নব স্তুতি- হার দেও উপহার তাঁরে।

আন নব নব ভাব, নব আশা সঙ্কল্প,
ভক্তি শ্রদ্ধা অনুরাগ নব জীবন ;
গাও নব নব স্তব, পূজ সেই দেব দেব,
স্বর্গের আনন্দ আজি বহিছে সহস্র ধারে।
নর নারী ভক্তি ভরে, পূজ সেই মহেশ্বরে,
যিনি বিরাজেন আজি উৎসব-গৃহে ;
অতুল পুণ্য কিরণ, হইতেছে বরষণ,
খোল হৃদয়ের দ্বার, বিনাশিবে অন্ধকার ॥৪৮০॥

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

হল কি আনন্দ আজি অপরূপ দরশনে।
একি শুভ সমাগম, পিতার পুণ্য ভবনে।
মিলে যত ভগ্নী ভ্রাতা, যেন ফুলতরুলতা,
সরলতা পবিত্রতা, খেলিছে চন্দ্র বদনে।
ভাবেতে বিবশ প্রায়, এ উহার মুখে চায়,
আত্ম পর জ্ঞানহারা, ধারা দুনয়নে ;
উঠেছে প্রেমলহরী, কি আনন্দ মরি মরি,
নাচিছে হৃদয় সবার, প্রাণে প্রাণ পরশনে।

সম্মুখেতে শান্তিধাম, স্বর্গরাজ্য যার নাম,
তবে আর কেন ভুলি, সংসারের প্রলোভনে ;
ছাড়ি মোহ কোলাহল, চল সবে চল চল,
যার তরে এত আশা, সেই সুখ নিকেতনে ॥৪৮১॥

রাগ ভৈরব—তাল ঝাঁপতাল।

অনুপমমহিম পূর্ণব্রহ্ম কর ধ্যান,
নিরমল পবিত্র উষাকালে।
ভানু নব তাঁর সেই প্রেম-মুখ ছায়া,
দেখ ঐ উদয় গিরি শুভ ভালে।
মধু সমীরণ বহিছে এই যে শুভদিনে,
তাঁর গুণ গান করি অমৃত ঢালে ;
মিলিয়ে সবে যাই চল ভগবত নিকেতনে,
প্রেম উপহার লয়ে হৃদয় থালে ॥৪৮২॥

রাগ ভৈরব—তাল একতালা।

সুখের প্রভাতে আজি হয়ে সবে একতান,
এস গো ভগিনীগণ করি বিভুগুণগান।

অলঙ্ঘ্য বিধানে তাঁর, খুলিয়ে পূরব দ্বার,
প্রকাশিল প্রভাকর কিরণ করিতে দান ;
হাসিছে সমগ্র দেশ, নাহি আঁধারের লেশ,
নির্জ্জীব জগৎ এবে ফিরিয়া পাইল প্রাণ।
কাননে বিহগচয়, কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে গায়,
চরাচরে এক হয়ে ধরিয়াছে সমতান ;
শুন গো ভগিনী যত, আমরাও সেই মত,
হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা সবে তাঁরে করি দান।
বঙ্গ ভাগ্য প্রভাকর, হয়েছে নিকটতর,
ব্রহ্মোৎসবে মগ্ন আজি বঙ্গবালাগণ ;
শোক তাপ সব ভুলি, আজি গো পরাণ খুলি,
সবে মিলি ডাকি তাঁরে জুড়াই তৃষিত মন ॥৪৮৩॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঠুংরি।

এস এস সবে, মাতি গিয়া ভবে,
আসিয়াছে দিন আনন্দকর।
দেখ দেখ রবি, মনোহর ছবি,
গগনে ঢালিছে মধুর কর।

এসরে মিলিয়া, প্রেমেতে মাতিয়া,
যোড় করি তবে সবার কর ;
গাইরে সংগীত, হউক উত্থিত,
গগনে ভেদিয়া সবার স্বর।
একি সঙ্গে সব, হইব নীরব,
সংগীত প্রবাহ থামিলে পর।
একটী সূতাতে, হিয়াতে হিয়াতে,
গাঁথিয়া দেখিরে কুসুম-হার ;
সমর ভীষণ, বৃথা নির্যাতন,
যায় কি না যায়, জ্বালা তাহার।
জাগ ওরে জাগ, বাড়াইয়া রাগ,
ভাই ভগিনী গাও মহিমা তাঁর ;
গাওরে গাওরে, কেহ না থেকোরে,
ছোট বড় ভেদে নীরবে আর।
দেখ কি আলোক, ভূলোক দ্যুলোক,
তরল কাঞ্চনে ভাসায়ে বয় ;
নাই শোক তাপ, হিংসা দ্বেষ পাপ,
মান অভিমান দুঃখ কি ভয়।

গাওরে আবার, বল বারম্বার,
জয় জয় জয় বিজয় তাঁর ;
প্রেমের পাথারে, সকলে সাঁতারে,
চল স্বর্গে যাই হইয়া পার ॥৪৮৪॥

রাগিণী বিভাস—তাল আড়া।

আজ কেন চারিদিক্ হেরি মধুময়।
হেরি অপরূপ মাধুরী সুনীল গগনে,
হৃদয়ে অযুত চন্দ্রোদয়।
চন্দ্র বরষে আজ অমৃত করণ ,
ধীরে ধীরে কতই সুধা বহে সমীরণ,
প্রভুর শুভ আগমনে, হৃদয় কাননে,
ফুটেছে প্রীতির কুসুমচয় ॥৪৮৫॥

রাগিণী মিশ্র প্রভাতী—তাল যৎ।

আহা কি অপরূপ হেরি নয়নে।
মিলে বন্ধুগণে,

প্রীতি-প্রফুল্ল হৃদয়ে, ভক্তি কমল লয়ে,
করেন অঞ্জলি-দান বিভু চরণে।
তরুণ ভানু কিরণে, প্রভাত-সমীরণে,
মেদিনী অনুরঞ্জিত নবজীবনে;
প্রকৃতি মধুর স্বরে, ব্রহ্মনাম গান করে,
আনন্দে মগন হয়ে পিতার প্রেমে।
উৎসবমন্দিরে আজ, বিশ্বপতি ধর্ম্মরাজ,
করেন বিরাজ রাজসিংহাসনে;
মরি কি সুন্দর শোভা, পুণ্যময়ের পুণ্যপ্রভা,
কৃতার্থ হইল প্রাণ দরশনে।
স্নেহময়ী মাতা হয়ে, পুত্র কন্যাগণে লয়ে,
বসেছেন আনন্দময়ী আনন্দধামে;
নিমন্ত্রণ করি সবে, এনেছেন মহোৎসবে,
বিতরিতে প্রেম-অন্ন ক্ষুধিত জনে ॥৪৮৬॥

রাগিণী মিশ্র প্রভাতী—তাল যৎ।
(আহা কি অপরূপ—স্থর)

ডাক আজ সবারে মধুরস্বরে।
প্রেমাঞ্জলি দাও তাঁরে ভক্তি ভরে ॥

শোভিছে নবীন ভানু, নীল গগনে,
বিতরি জীবন জীবে, গাইছে তাঁরে ;
তুলি সুললিত তান, পিককুল করে গান,
মধুর ঝঙ্কারে প্রাণ মোহিত করে।
মাতি মধুর উৎসবে, ভাই ভগ্নী মিলে সবে,
গাই রসাল দয়াল নাম আনন্দভরে ;
সাজাব চরণ তাঁর, দিয়ে দিব্য প্রীতি-হার,
ভক্তি চন্দনে চর্চ্চিব যতন করে ॥৪৮৭॥

রাগিণী আলাইয়া।—তাল যৎ।

আজি কি আনন্দ হেরি, এসে আনন্দ ধামে।
আনন্দ হৃদয়ে সবে মত্ত বিভু নাম গানে।
সব ভ্রাতা ভগ্নীগণ, আনন্দে হয়ে মগন,
করেন অঞ্জলি দান প্রেমময়ের চরণে।
প্রেম-ভক্তি-উপহারে, পূজেন রাজরাজেশ্বরে,
এমন স্বর্গীয় ভাব দেখি নাই আর জীবনে।
জাতি বর্ণ নাহি বিচার, সকলের সমান অধিকার,
দুঃখী ধনী সবেমিলি বসেছেন একাসনে।

মোহ কোলাহল ছাড়ি, এসেছেন সব নর নারী,
পিতার চরণ ধরি পূজিতেছেন যতনে।
সেই অগতির গতি, অখিল ব্রহ্মাণ্ড-পতি,
মগ্ন হয়ে তাঁর প্রেমে, ধারা বহে নয়নে।
মৃদু বহে সমীরণ, আনন্দেতে তরুগণ,
করে চামর ব্যজন, পিতার পুণ্যধামে।
পুণ্যবতী সতীগণ, আনন্দে বিহ্বল মন,
করিছেন দরশন, ভব-ভয়-বারণে।
ধন্য সেই দয়াময়, যিনি সবার আশ্রয়,
করিছেন প্রেমদান সব সন্তানগণে ॥৪৮৮॥

রাগিণী পঞ্চমবাহার—তাল ঝাঁপতাল।

মিলে সব বন্ধুগণে, সরল প্রফুল্ল মনে,
গাওরে আনন্দে আনন্দময়ে।
আজি মহা মহোৎসবে বল কে নীরব রবে,
নর নারী গাও সবে, প্রেম পূর্ণ হৃদয়ে।
আজি শুভ সুপ্রভাতে, ডাকরে হৃদয়-নাথে,
ডাকরে করুণা-নিলয়ে;

যিনি সর্ব্বসিদ্ধিদাতা, বিশ্বপিতা বিশ্বমাতা,
জীবন কর সফল ডাকি জীবনাশ্রয়ে।
শুভদিনে শুভক্ষণে, আজি শুভ সম্মিলনে,
শুভ-উৎসব-আলয়ে ;
নব নব বিকশিত, প্রেমচন্দন-চর্চ্চিত,
ছাওরে চরণ তাঁর ভক্তিপুষ্পচয়ে ॥৪৮৯॥

রাগিণী পঞ্চমবাহার—তাল ঝাঁপতাল।
(মিলে সব বন্ধুগণে—স্থর)

হয়ে শুদ্ধ শান্ত মন, কর তাঁর নাম গান,
হৃদে বিরাজেন যিনি পুণ্যবসনে।
সুর নর দেবগণ বন্দে যাঁর শ্রীচরণ,
প্রেম-অঞ্জলি দেও সেই বিশ্ববন্দনে।
ভক্তিভরে আজ, কর তাঁর বন্দনা,
পূজরে প্রাণেশ্বরে ;
তাঁর শুভ আবির্ভাবে, আজ বিকশিত হবে,
প্রেমের কুসুমচয় হৃদয়-উদ্যান।
তিনি পুণ্যের আলয়, পাপীর আশ্রয়,
অপার-করুণা- আধার ;

পৃথিবী স্বর্গের শোভা, নর নারী দেবপ্রভা,
ধরে তার কৃপাগুণে, পূজরে যতনে ॥৪৯০॥

রাগিণী পঞ্চমবাহার—তাল ধামাল।

ভকত সমাজে আজি মহোৎসব,
গাও সবে সুমধুর তানে।
হৃদি হৃদি বিকসিত কুসুমমঞ্জরী,
উপহর প্রেমনিধানে।
লাভ কর রে চির-জীবন-সম্বল
ব্রহ্মরসামৃত-পানে ;
সন্তাপ-হরণ আনন্দ মুখ-ছবি,
মধু [illegible]যে মম প্রাণে ॥৪৯১॥

রাগিণী গৌরী—তাল কাওয়ালি।

আহা আজি পুলকে পূরিল দিক চারি।
ঝরিছে নয়নে আনন্দ-ধারা,
একি অনুপম করুণা তোমারি।

বরিষে সুধা আজি চন্দ্র তারা,
অনিল হিল্লোলে অমৃত-লহরী;
ত্রিজগত-পাতা অখিল-বিধাতা,
পূজিব চরণ আজি তোমারি ॥৪৯২॥

রাগিণী ইমন-ভূপালী—তাল কাওয়ালি।

একি এ সুন্দর শোভা, কি সুখ হেরি এ।
আজি মোর ঘরে আইল হৃদয়-নাথ।
প্রেম-উৎসব উথলিল আজি,
বলহে প্রেমময় হৃদয়ের স্বামী,
কি ধন তোমারে দিব উপহার?
হৃদয় প্রাণ লহ তুমি, কি বলিব,
যাহা কিছু আছে মম,
সকলি লও হে নাথ ॥৪৯৩॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল সুরফাকতাল।

আজি বিশ্বজন গাইছে মধুর স্বরে,
সনাতন দুঃখহরণ বিশ্বম্ভর অনন্তে আনন্দ-ভরে।

পূর্ণ গগন অনাদি নাদ আলাপ করে,
গাইছে জলদল জলধির গভীরে,
বিশ্বনাথ অমর সেবিত, অনুপম জ্যোতিতে
বিরাজে ॥৪৯৪॥

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল ঝাঁপতাল।
(আহা আর কোথা যাব—সুর)
ভক্ত সমাজ আজি বন্দে তোমারে।
আজি মহোৎসবে অনুরাগ-ভরে।
তব প্রেম-প্রস্রবণ, খুলেছে স্বর্গেতে আজি,
ভূতলে প্রবাহিত সহস্র ধারে।
মধুময় আজি বিশ্বভুবন,
মধুর প্রবাহ বহে সবার অন্তরে ;
পুণ্য আলোক তব হৃদে হৃদে আজি,
উজলি বিনাশে পাপ আঁধারে ॥৪৯৫॥

রাগিণী বসন্ত বাহার—তাল ঢিমে তেতালা।
কেমন করে তোমায় ছেড়ে থাকি আমি বল।
তোমা হেন সখা কে আর, কে আর আছে বল বল।

বহু দিন ভগ্ন ঘরে, বাস করেছি অনাহারে,
কৃপা করি যদি দেখা দিলে দয়াময় ;
চরণ ধরে সকাতরে বলি হে তোমায়,
এবার যেন জন্মের মত নিবারি হে চক্ষের জল।
কত দিন কতক্ষণে, ভাবিয়াছি সংগোপনে,
শুভক্ষণে দরশনে জুড়াব জীবন ;
অকিঞ্চনে কত দয়া দেখিব কেমন ;
পূরাইলে সকল আশা প্রদানিলে কত ফল।
উৎসবেতে পাপি সনে, বসিলে হে একাসনে,
দেখাইলে কত ব্যাপার নয়নে নয়নে ;
প্রাণান্তে সে সব যেন কভু ভুলিনে ;
এবার যেন নব বর্ষে সকল আশা হয় সফল ॥৪৯৬॥

এস গো ভগ্নি সবে মিলি,
ডাকি আজি সেই প্রাণেশ্বরে।
বাজিছে শুন আনন্দভেরী
ডাকিছেন পিতা আমাদেরে ॥

লও প্রীতি-পুষ্প করে করি,
দেও তাঁহার চরণ-তলে ॥
যাঁহার অজস্র করুণা-বলে,
কুসংস্কার-পাশ ছিঁড়িয়া সকলে,
দেখিতেছি তাঁর রূপ-মাধুরী,
মূর্ত্তিহীন হৃদয়-রঞ্জনে ॥
যাঁহার প্রসাদে এ সুখ সম্ভোগে,
অধিকারী মোরা হইয়াছি সবে,
দেও ঢালি হৃদে সে প্রেম-নীরে,
যাইবে নিশ্চিন্তে স্বর্গধামে ॥৪৯৭॥

কি দেখিলাম আজি আবার দেখি দেখি,
এমন অপরূপ দেখি নাই কখন।
শুনি অবলার ক্রন্দন ধ্বনি,
প্রেমময় বুঝি দিলেন দরশন।
চল সবে খুলি হৃদয়ের দ্বার,
বসাইয়া তাঁরে দি উপহার,

ভক্তিকুসুম প্রীতি আদি,
যত হৃদয়ের সব অমূল্য রতন ॥
এমন দিন হবে না গো আর,
সম্বৎসর পরে পেলেম সাক্ষাৎকার,
লুটাও চরণে মস্তক সবাকার,
যদি চাও তাঁর কার্য্যে কাটাতে জীবন।
ঐ শুন ভগ্নি শুন মধুর স্বর,
'অভয় অভয়' বলি ডাকেন প্রাণেশ্বর,
'দিব আজি তোরা চাস যে সকল,
স্বাধীনতা বিদ্যা মুক্তি মহাধন' ॥৪৯৮॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

ধন্য ধন্য ধন্য আজি দিন আনন্দকারী।
সবে মিলে তব সত্যধর্ম্ম ভারতে প্রচারি।
হৃদয়ে হৃদয়ে তোমারি ধাম,
দিশি দিশি তব পুণ্য নাম,
ভক্তজন সমাজ আজি স্তুতি করে তোমারি।

নাহি চাহি ধন জন মান,
নাহি প্রভু অন্য কাম,
প্রার্থনা করে তোমারে আকুল নরনারী।
তব পদে প্রভু লইনু শরণ,
কি ভয় বিপদে কি ভয় মরণ,
অমৃতের খনি পাইনু যখন, জয় জয় তোমারি ॥৪৯৯

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

গৃহে ফিরে যেতে মন চাহে না যে আর।
ইচ্ছা হয় ঐ চরণতলে পড়ে থাকি অনিবার।
কোথায় শুনিব আর, এমন মধুর নাম;
কোথায় পাইব আর, এমন আনন্দধাম।
সংসারের প্রলোভন, স্মরণ হইলে প্রাণ,
ভয়েতে আকুল নাথ হয় যে আবার;
রাখ ক্রীতদাস করে, একেবারে এ পাপীরে,
নিয়ত ব্রহ্ম উৎসব কর হৃদয়ে আমার।
এনেছিলে সমাদরে, সবে নিমন্ত্রণ করে
অপার আনন্দ শান্তি করিলে বিস্তার;

বরষিলে অবিশ্রান্ত, পবিত্র চরণামৃত,
পাইল জীবন কত সন্তান তোমার ॥৫০০॥

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

আশীর্ব্বাদ কর বিভু, আজি সম্বৎসর তরে;
মিলি যেন সবে হেথা পুনঃ এক বর্ষ পরে।
দুঃখিনী কন্যারা সবে, তোমার এ সুখোৎসবে,
একত্রিত হয়েছিনু তব পবিত্র মন্দিরে।
দয়াময় তুমি পিতা, শুনালে মুক্তির কথা,
নির্ব্বিশেষে সত্য রত্ন নিতে সব নারীনরে;
ঘুচালে দুর্গতি কত, দেখালে ত্রাণের পথ,
করি পিতঃ প্রণিপাত, তাই কৃতজ্ঞ অন্তরে।
এখনি বিনীত ভাবে, প্রার্থনা করিছে সবে,
দুর্দ্দিনেতে নব বল দিও মোদের অন্তরে;
আগত ভগিনীগণে, যেন হে স্নেহ-বন্ধনে,
আজি হতে পরস্পর বদ্ধ হই চিরতরে।
ঘোরতর অত্যাচারে, অজ্ঞানতা অন্ধকারে,
আজও বদ্ধ কত নারী অবরোধ কারাগারে;

আজি তাঁহাদের তরে, ভাসিয়া নয়নাসারে,
চাই ভিক্ষা, তুমি কৃপা কর তাদের উপরে।
আগামী বৎসরে যেন, পুন সব ভগ্নীগণ,
দ্বিগুণ উৎসাহে মিলি, আসিছে তোমার দ্বারে;
দূর কর রোগশোক, ভারত পবিত্র হোক,
তব ধর্ম্ম প্রচারিত হোক ত্বরা ঘরে ঘরে ॥৫০১॥

রাগিণী শঙ্করা—তাল আড়া ঠেকা।

আজি আমাদের মহোৎসব।
আজ আনন্দের সীমা কি।
সব সুহৃদে মিলে ডাকি সখারে।
আজ আনন্দের সীমা কি ॥ ৫০২ ॥

রাগিণী শঙ্করাভিরণ—তাল চৌতাল।

আনন্দধারা প্রবাহে কিবা আজি।
হৃদাকাশ মাঝে শত চন্দ্রমা বিরাজে।
দেখরে হৃদে অনুপম ভাব সুন্দর মধুময়,
একদৃষ্টে আত্মার পানে মাতা হয়ে অবনত,
আছেন প্রেমভাবে তাকায়ে,শূন্যপূর্ণ আজি ॥৫০৩॥

রাগিণী সোহিনী বাহার—তাল কাওয়ালি।

আজি হরষ-সমীর বহে প্রাণে ; (একি)
প্রেম-কুসুম ফুটে হৃদি কাননে।
ভগবত মঙ্গল কিরণে,
উজল জগত শত বরণে ;
নাথ নাথ বলি, প্রাণ মন খুলি,
গায় সবে একতানে,
পূরে দিশি দিশি আনন্দগানে ॥ ৫০৪॥

মধ্যাহ্নোৎসব।

রাগিণী কাফি সিন্ধু—তাল আড়াঠেকা।

মধ্যাহ্নে কি মহোৎসব হতেছে ধরায়।
দেখ জ্ঞান আঁখি মেলি নর নারী সমুদায়।
খুলি সদাব্রত-দ্বার, দিতেছেন বিশ্বাধার,
ধর্ম্মজ্ঞান অন্নপান, সকলি সবায়।
ব্যাকুলিত যোগীজন, বিষয়ী বিদ্যার্থীগণ,
লভিয়ে বাঞ্ছিত ধন, তাঁরি যশঃ গায়।

অধ্যাপক বিদ্যালয়ে, আচার্য্য প্রশান্ত হয়ে,
প্রচারে ধর্ম্ম-মন্দিরে, তাঁর মহিমায়।
কৃষি শিল্পী নানা যত্নে, আনিয়ে বিবিধ রত্নে,
দেখাইছে পণ্য শালে, তাঁহার কৃপায়।
বন উপবন সবে, ধ্বনিত আনন্দ রবে,
মধুময় জল-স্থল, আনন্দ-ধারায়।
কেহ নিরানন্দ নহে, যথা তথা যেবা রহে,
আনন্দে আনন্দ-ধামে, ডাকিছে তাঁহায় ॥৫০৫॥

নব বর্ষ।

রাগিণী ভৈরবী—তাল মধ্যমান।

মন সাধে আজি নাথ পূজিব তব চরণে।
শুভ নব বর্ষারম্ভে, মিলে সব বন্ধুগণে ॥
সম্বৎসর কাছে ছিলে, কত সুখ শান্তি দিলে,
দুঃখ অশ্রু মুছাইলে নিরুপম কৃপাগুণে ॥
"জীবন প্রবাহ হায়, কাল সিন্ধু পানে ধায়,"
তব পদ তরি বিনা অকূলে বাঁচি কেমনে ॥

দূর হ'বে চিন্তা ভয়, দূর হ'বে পাপচয়,
এস নাথ শুভ দিনে দুঃখীর হৃদয়াসনে ॥৫০৬॥

রাগিণী ভূপালী—তাল কাওয়ালি।

সবে নবীন প্রেম-বসন পরিয়ে;
প্রণমিত দেব-দেব মহারাজ রাজ আজি,
পরম ভক্তিযোগে তাঁর গুণ গাইয়ে।
নবসূর্য্য নবচন্দ্র তারা আজি,
নবতরু পল্লব নব ভাবে সাজি,
গাইছে নব প্রেমাকরে রে।
গাও গাও সবে গাও আজি নব হৃদয়ে,
প্রাণ মোহন চরিত প্রাণ ভরিয়ে ॥৫০৭॥

রাগিণী মল্লার—তাল আড়া ঠেকা।

(কেন হে বিলম্ব—সুর)

বহিছে জীবন স্রোত কাল-স্রোতে নিরন্তর।
কিন্তু কোথা যাইতেছ ভেবে দেখ একবার।

দেখ হে গণনা করে, আসিয়াছ কত দূরে,
এক স্থানে আছ কিম্বা হইতেছ অগ্রসর।
ক্রমে দেহ হল জীর্ণ, বল বুদ্ধি অবসন্ন,
নিকটে শেষের দিন অতি ভয়ঙ্কর ;
এইত বৎসর গেল, করিলে কি সম্বল,
এরূপে বিদায় বল দিবে কত সম্বৎসর !
নববর্ষ সমাগমে, উঠ হে নব উদ্যমে,
প্রেমমত্ত হৃদয়ে সদা কর বৈরাগ্য সাধন ;
হইবে পুণ্যসঞ্চয়, থাকিবে না কালভয়
ব্রহ্মবরে চিরকাল হয়ে রহিবে অমর ॥৫০৮॥

বর্ষ শেষ।

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়া ঠেকা।

অনন্তকাল-সাগরে সম্বৎসর হল লীন।
নববর্ষ সমাগত করিতে জীবে শাসন।
থাক হে প্রস্তুত হয়ে, পথের সম্বল লয়ে,
কখন ত্যজিতে হবে, এ ভব-পান্থ ভবন।

মাস ঋতু সম্বৎসর, জরা মৃত্যুর অধিকার,
নাহিক যথায়, চল তথায় করি গমন ;
মিলিয়ে অনন্ত যোগে, ভজ নিত্য অনুরাগে,
কাল ভয়-নিবারণে হৃদি মাঝে অনুক্ষণ ॥৫০৯॥

মন্দির প্রতিষ্ঠা।

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

ভ্রাতা ভগ্নী সবে মিলি চল যাই পিতার ভবনে।
সুপ্রভাত হল আজ শুভ দিনে শুভক্ষণে ॥
ঐ দেখ দয়াময়, যিনি সবার আশ্রয়,
করিছেন আশীর্ব্বাদ সব পুত্র কন্যাগণে।
প্রবেশিয়ে নব গৃহে, নব অনুরাগোৎসাহে,
নবভাবে কর্‌ব আজি মহিমা কীর্ত্তন ;
করে ব্রহ্ম জয়ধ্বনি, কাঁপায়ে গগন মেদনী,
এস সব ভাই ভগিনী, পড়িগে তাঁর শ্রীচরণে।
প্রেমময় পিতা আজি এসেছেন মহোৎসবে,
বিতরিতে প্রেমামৃত ক্ষুধিত মানব সবে ;

ক্ষুধিত আছ যে যেথানে, এস আজ আনন্দ মনে,
পূর্ণ হবে মনের আশা প্রেমময়ের দরশনে ॥৫১০॥

রাগিণী মল্লার—তাল আড়াঠেকা।

(কেন হে বিলম্ব সুর)

এস এস এস আজি শুভ দিনে শুভক্ষণে।
সত্যের প্রতিষ্ঠা করি, মিলে ভ্রাতা ভগ্নীগণে।
আর কি বিলম্ব সয়, হেরিতে সে পুণ্যালয়,
পূজিব যেথানে সবে, নিত্য সত্য সনাতনে।
হইবে সত্যের জয়, ইথে আর কি সংশয়,
তবে আর কেন ভয়, চাহি আপনার পানে;
পঙ্গুতে লঙ্ঘয় গিরি, এই মহাবাক্য স্মরি,
সাহসে নির্ভর করি, এস সবে প্রাণপণে।
শীঘ্র কর আয়োজন, সঁপি দেহ প্রাণ মন,
বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান ধন, শুভ সঙ্কল্প সাধনে;
পরব্রহ্ম নাম স্মরি, বিশ্বাস পত্তন করি,
পবিত্র ব্রহ্মমন্দির উঠাও হে উঠাও গগনে।

ঐ পুণ্য নিকেতনে, দেখিব প্রেম নয়নে,
সংসারে স্বর্গের শোভা, বড় আশা আছে মনে ;
এস তবে এস ভা , বিলম্বেতে কায নাই,
শুভ আশীর্ব্বাদ চাই, দীননাথের শ্রীচরণে ॥৫১১॥

জাতীয় সংগীত।

রাগিণী ভৈরবী—তাল কাওয়ালি।

চেয়ে দেখ দীনবন্ধু ভারত রমণী পানে।
কে দেখে তাদের দশা দীননাথ তোমা বিনে।
অজ্ঞান আঁধারে তারা, হয়ে আছে পথহারা,
হইয়ে গো শান্তিহারা ভ্রমিছে ভব-কাননে।
কোমল কুসুম সম, প্রাণের ভগিনী মম,
অবরোধ-কারা মাঝে. বিষাদে কাটে জীবন;
সমাজ চরণ তলে, তাদেরে সতত দলে,
রাখহে রাখহে প্রভু দুঃখিনী রমণীগণে।
বিধবা-নয়নাসার, ঝরিতেছে অনিবার,
ভাসায়ে ভারত-হৃদি, দেখিয়ে বাঁচি কেমনে;

তোমা বিনে কে গো বল, মুছাইয়ে আঁখিজল,
উদ্ধারিবে দুখিনীরে, জুড়াবে তাপিত প্রাণে ॥৫১২॥

রাগিণী পাহাড়ী—তাল আড়াঠেকা।
(কি আর জানাব—সুর)

জগত-জীবন তুমি ভারত-ভূষণ।
কবে নর নারী সবে পূজিবে তব চরণ।
চারি দিকে হাহাকার, পাপতাপ অনিবার,
ভারত সন্তান কাঁদে হয়ে পরাধীন ॥
ধর্ম্ম বল দাও অন্তরে, জেগে উঠুক নারী নরে,
জয়ব্রহ্ম বলে সবে, হইবে স্বাধীন ॥৫১৩॥

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল ঠুংরি।
(এত দয়া পিতা তোমার—সুর)

তব পদে লই শরণ,
প্রার্থনা কর গ্রহণ।
আর্য্যদের প্রিয় ভূমি, সাধের ভারত ভূমি
অবসন্ন আছে অচেতন হে;

একবার দয়া করি, তোল করে ধরি,
দুর্দ্দশা-আঁধার তার কর হে মোচন।
কোটি কোটি নরনারী, ফেলিছে নয়নবারি,
অন্তর্যামি জানিছ সে সব হে ;
তাই প্রাণ কাঁদে, ক্ষম অপরাধে,
অসাড় শরীরে পুনঃ দেও হে চেতন।
কত জাতি ছিল হীন, অচেতন পরাধীন,
কৃপা করি আনিলে সুদিন হে;
সেই কৃপা গুণে, দেখি শুভক্ষণে,
সাধের ভারতে পুন আন হে জীবন ॥৫১৪॥

প্রেম পরিবার।

রাগিণী আলাইয়া—তাল একতালা।

(এবার সেই ভাবে—সুর)

পিতা এই কি হে সেই শান্তি-নিকেতন;
যার তরে, আশা করে,
আমরা করি এত আয়োজন।

দেখে যার পূর্ব্বাভাস, মনেতে বাড়ে উল্লাস,
বাক্যেতে না হয় প্রকাশ, বিচিত্র শোভন;
নরনারী সবে মিলে, ভাসে প্রেম অশ্রুজলে
ডাকে তোমায় পিতা বলে, আনন্দে হয়ে মগন।
তব পুত্র কন্যাগণে, পবিত্র ভাবে যেখানে,
প্রেম পরিবারের সুখ করে আস্বাদন;
সেই ত স্বর্গের শোভা, ভক্ত-জন-মনোলোভা,
ভূমণ্ডল মাঝে যাহা, দেখে নাই কেহ কখন ॥৫১৫॥

স্বামী স্ত্রীর প্রার্থনা।

রাগিণী দেশ মল্লার—তাল ঝাঁপতাল।

(হে গুরু কল্পতরু—স্বর)

প্রভু যেন কভু সংসারে মজিয়ে তোমায় ভুলিনে।
চিরদিন সঙ্গী হয়ে থেক জীবনে।
তব দয়া কি বলিব, কি রূপে উপমা দিব,
দেখালে কত যে কৃপা বাঁধি দুজনে।
শুভ ইচ্ছা সাধিবারে, বাঁধিলে হে এ প্রকারে,
চিরদিন বেঁধে রাখ এই বন্ধনে।

প্রণয়ে প্রাণ জুড়াবে, সুখ ইচ্ছা দূরে যাবে,
আপনা পাসরি সুখী হব সেবনে।
তব দাস দাসী হব, সাধু কাযে সদা রব
উভয়েরি এই ভিক্ষা তব চরণে॥৫১৬॥

অন্তিম কাল।

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা।

ওহে দয়াসিন্ধু, চরমকালের বন্ধু,
দেখা দাও একবার অন্তিমকালে।
এ ঘোর শ্মশানে, নাথ তোমা বিনে,
কে দিবে অভয় লয়ে নিজ কোলে।
বিষম ব্যাধিতে হল দেহ ক্ষয়,
যন্ত্রণায় কাতর জীবন সংশয়,
ভয়ে প্রাণ কাঁপে, দহে মনস্তাপে,
(দেখা দাও হে)ডাকি কাতরে পড়ে ভবনীর কূলে।
করিয়াছি কত অপরাধ ঐ পদে,
মত্ত হয়ে পাপ অহঙ্কার মদে,

এখন আর উপায়, নাহি দয়াময় (ক্ষমা করহে)
লয়ে যাও সঙ্গে হাতে ধরে পরকালে ॥৫১৭॥

রাগিণী আলাইয়া—তাল একতালা।

সেই দিনে হে আমায়, দীনবন্ধু,
দিও ঐ অভয় চরণ।
সেই বিপদ সময়, দেখো দয়াময়,
যেন অন্ধকার না দেখে নয়ন।
কি জানি কখন, আসিবে শমন,
আগে নিবেদন করে রাখিলাম;
যেন দেখে ও চরণ হয় বিসর্জ্জন,
এ মহাপাপীর জ্বলন্ত জীবন ॥৫১৮॥

কীর্ত্তনভাঙ্গা সুর—তাল একতালা।

দয়াময়, একবার এ সময়ে,
দাঁড়াও হে দেখি নয়নে।
আমার ভবের খেলা, সকলি ফুরাল,
এখন স্থান দাও প্রভু তব চরণে।

দেখে পাপের তরঙ্গ, বাড়িছে আতঙ্ক,
তাই ভয় পেয়ে প্রভু ডাকি সঘনে;
আমায় দাও হে চরণ তরী, ও ভবকাণ্ডারী,
নতুবা হে ডুবি এ পাপ-তুফানে ॥৫১৯॥

বালক বালিকার সঙ্গীত।

রাগিণী ললিত—তাল পঞ্চম সোয়ারি।

(তুমি জ্যোতির জ্যোতি—সুর)

আয় আয় ভাই, সবে মিলে যাই।
পিতার চরণতলে, আমরাও লুটাই।
বালক বালিকা বলে, থাকিব না তাঁরে ভুলে,
আমাদের ক্ষীণ স্বরে ডাকিব তাঁহায়।
প্রাতঃ সূর্য্য প্রকাশিল, আনন্দে জগৎ মাতিল,
বিহঙ্গ কুল উড়িল গাইতে বিভুর জয়।
আমরাও পিতা বলে, ডাকি আজ কুতুহলে,
সুমতি দাও সকলে কৃপা করে কৃপাময়॥৫২০॥

রাগ ভৈরব—তাল ঠুংরি।

(জয় ভবকারণ—সুর)

ভাই ভগিনী মিলে, যাব সারি সারি চলে,

তব সিংহাসন তলে হে। (আজি)

যাব সবে হাত ধরে, গাইব আনন্দ ভরে,

দয়াময় তব গুণ গান হে।

জানি না হে কেমনে, পূজিব ও চরণে,

কৃপা করে সুমতি দাও হে।

পিতা মাতা গুরুজন, করেন কত যতন,

আমাদের মঙ্গল তরে হে।

তাঁদের প্রাণে যেন, ব্যথা না দি কখন,

কুপথ আশ্রয় করে হে।

যত দিন বেঁচে রব, সাধু কাযে মিলিব,

তোমার চরণ তলে হে ॥৫২১॥

রাগিণী আলাইয়া—তাল যৎ।

(সাধে তোমায় দয়াময়—সুর)

আজ মনের সাধে প্রাণ ভরে ডাকৃব দয়াময়।

যেন জনম দিনের ফল জীবনেতে রয়।

যেন কুভাব না মনে আনি, কুকথা না কানে শুনি,
মন্দ বালক যথা যাবনা তথায়।
পিতা মাতা গুরু জন, করেন কত যতন,
তাঁদের চরণে যেন ভক্তি সদা রয়।
তুমি ভাল বাস বলে, ভাল বাসেন সকলে,
আমি যেন শিখি ভাল বাসিতে তোমায়॥৫২২॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

(ধন্য ধন্য ধন্য আজি—সুর)

জয় জয় জগদীশ জগতের আদি কারণ।
তোমার কৃপার বলে, হে পিতা সংসার চলে,
তোমারি স্নেহের কোলে, আছে বিশ্ব ভুবন।
তোমারি কৃপা বিধানে, অমৃত জননী স্তনে,
মায়ের কোমল প্রাণে দিলে স্নেহ রতন।
তব কৃপা অবতরি, পিতার হৃদয়োপরি,
যতন আকার ধরি, করিতেছে পালন।
ভাই ভগ্নী কর যুড়ি, বিনয়ে প্রার্থনা করি,
সতত সুমতি করি রেখহে চিরদিন।

তব দাস দাসী হব, সাধু কাযে সদা রব,
তোমার পথে চলিব এই মনে আকিঞ্চন ॥৫২৩॥

অনুষ্ঠান-সঙ্গীত ।

জাতকর্ম্ম ও নামকরণ ।

রাগিণী ললিত—তাল আড়া ।

হে দয়াময় তব তুলনা কি মিলে ।
সৃজিলে শিশুরে তুমি বসিয়া বিরলে ।
গর্ভে শিশু ছিল যখন, করিলে তারে পালন,
সঙ্কীর্ণ জরায়ু মাঝে নির্ব্বিঘ্নে রাখিলে ;
হে মাতঃ বিশ্ব জননী, প্রসব কালে ধাত্রী তুমি,
পাতিয়ে কোমল কোল শিশুরে লইলে ।
করিতে তারে পালন, কত তব আকিঞ্চন,
পিতা মাতার মনে তুমি স্নেহ রস দিলে ;
আজীবন তুমি পাতা, তুমি ধর্ম্ম-পথে নেতা,
এ সব করুণা মোরা রহিব কি ভুলে ॥৫২৪॥

রাগিণী ললিত—তাল আড়া ।

ওহে প্রভু দয়াময় তোমার কৃপায় ।
রক্ষিত হইল শিশু জরায়ু শয্যায় ।
তব পদে বারম্বার, করি কাতর নমস্কার
অর্পণ করিনু বিভু, এ শিশু তোমায় ।
প্রভাত কুসুম সম, নির্মল নিরুপম,
স্নেহের কলিকা এই সরল হৃদয় ,
এই ভিক্ষা আমি তাই, মাগি আজি তব ঠাঁই,
সুমতি করহ এরে, হইয়া সদয় ॥৫২৫॥

রাগিণী পরজ বাহার—তাল কাওয়ালি ।

কি বলিয়ে ডাকিব তোমারে, বল তাই ।
পিতা হয়ে পালিতেছ,
কখন জননীরূপে দেখিবারে পাই ।
অসহায় শিশু যবে জননীর কোলে,
আধ আধ মা মা বলে স্তন করে পান ;
আমি তখনই তাহার ছলে, নিরখি তোমায়,
অমনি মা বলে ডাকি কেহ না শিখায় ।

স্বধু জীবের জীবন বাঁচাবারি তরে,
ঢেকেছ বসুধা-দেহ কত উপচারে;
তোমার এমন পালন রীতি হেরি হে যথন,
ইচ্ছা হয় পিতা বলি সম্বোধি তোমায় ॥৫২৬॥

রাগিণী খাম্বাজ জংলা—তাল ঠুংরি।
(লক্ষ্ণৌ ঠুংরি)

আহা কি সুন্দর শোভা তরুণ জীবনে!
বাল ইন্দু সম বৃদ্ধি পায় দিনে দিনে।
নবীন কোরক সম, যে বদন নিরুপম,
বিকাশিবে ক্রমে তাহা অতুল ভূষণে।
এ চারু রূপের ভরা, যে মহা শিল্পীর গড়া,
বাখানি নৈপুণ্য তাঁর, মিলে না তুলনে।
সাজায়েছ নাথ! যারে, বাল্যরূপে কৃপা করে,
সাজাইও হৃদয় তার এমন যতনে।
এ রূপের অনুরূপ, সুন্দর প্রকৃতি হোক্,
অক্ষত শরীরে রেখো পবিত্র জীবনে ॥৫২৭॥

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

এ গৃহ উদ্যানে নাথ! পুনঃ তোমারি নিদেশে,
ফুটিল নব কুসুম, নব-রঞ্জিত বেশে।
আজ যে শয্যায় শোয়া, সম্বল ক্রন্দন "ওঁয়া"
চলিবে বলিবে ক্রমে তোমারই শুভ আশীষে।
এ কোমল কলেবর, হবে পুষ্ট দৃঢ়তর,
কত আশা কত চিন্তা কালে উদিবে মানসে।
পৌরুষ প্রধান ধীর, ধর্ম্ম-যুদ্ধে করো বীর,
দেশের কল্যাণে প্রাণ যেন উৎসর্গে হরষে।
অশান্তির অশ্রুজল, এ কোমল গণ্ডস্থল,
ভাষায় না যেন আর, পূর্ণ করো অভিলাষে ॥৫২৮॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল পোস্তা।

অধরে ফুটেছে হাসি, হাসি নয়নের কোণে;
ভরেছে মধুর হাসি সমগ্র বদনে।
ওরে শিশু হাস হাস, বল রে মধুর ভাষ,
মা—মা, বা—বা আধ আধ বচনে।

কি অমৃত এই হাসে, দগ্ধপ্রাণে ফিরে এসে,
সস্নেহে আগুলে কোলে একটী চুম্বনে।
কার না জুড়ায় প্রাণ, তৃষিতে অমৃত দান,
কে শিখাল এই ব্রত সুকুমার শিশুগণে।
ওরে শিশু বল বল, কে শিখাল এ কৌশল,
বাঁধিস্ উদাস প্রাণ স্নেহ-বন্ধনে কেমনে।
হাস শিশু দুলে দুলে, মায়ের পবিত্র কোলে,
এমন নির্ভয় স্থান আর পাবি না ভুবনে।
মাতৃ-অঙ্কে যার স্থান, সে না আর হাসিবে কেন,
এ সৌভাগ্য থাকে যেন, তব অনন্ত জীবনে।
ঈশ্বরে করিয়া ভর, কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর,
হয়ো, শুভ পথে থেকো রত দেশের কল্যাণে॥৫২৯॥

কীর্ত্তন।

দীন দয়াল ও করুণা-সাগর এমন কেবা আছে।
তুমি মনোবাঞ্ছা-কল্পতরু, এমন কেবা আছে।
শিশু ঘুমালে হে! হৃদয়বিহারী,
তুমি আপনি কর চৌকিদারী।

(দিবা নিশি জেগে থাক হে) (চৈতন্যরূপে)

প্রভু না হতে ভূমিষ্ঠ দেহ,

তুমি দিয়েছ অপত্য-স্নেহ। (পিতা মাতার মনে)

শিশুর কোমল দেহ পোষণের জন্যে,

দুগ্ধ দিয়েছ জননীর স্তনে।

(কণ্ঠ শুকাবে বলে হে—শিশুর কোমল কণ্ঠ)॥৫৩০॥

উদ্বাহ-সঙ্গীত।

রাগিণী বারোঁয়া—তাল ঠুংরি।

(কর সদা দয়াময়—সুর)

আজ কি আনন্দ অপার, ভাসিছে মনে সবার।

আশীষ কর হে মাতঃ নবদম্পতী তোমার।

মঙ্গলের উৎস তুমি, করুণার প্রস্রবণ,

সিদ্ধিদাতা মুক্তি-দাতা, তুমি হে সবার।

ডাকি তোমায় করযোড়ে, সবান্ধবে সমস্বরে,

দেও নাথ পদছায়া, প্রসাদ তোমার॥৫৩১॥

রাগিণী বারোঁয়া—তাল ঠুংরি।

(ঐ সুর)

আজ মনে আনন্দ অপার।
আনন্দে আনন্দময়ে ডাক একবার।
আজি ভাই ভগ্নী মিলি, ডাকি সবে প্রাণ খুলি,
মনের হরষে পূজি চরণ তাঁহার।
পবিত্র প্রীতি বন্ধনে, বাঁধিয়ে আজি দুজনে,
করহে করুণানিধি, করুণা বিস্তার ॥৫৩২॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল ঠুংরি।

(গাওরে জগপতি—সুর)

আজি এ শুভদিনে সব বান্ধবে,
ডাকি হে প্রাণ খুলে সে দেব-দেবে।
আশার কুসুম আজি দেখ হে ফুটিল;
প্রণয়ে প্রণয় ধারা আসিয়া মিশিল।
লই হে আজি বরি প্রণয়ী দুজনে,
শুভ পরিণয় পাশে বাঁধি হে যতনে;
যাচি সবে মিলি প্রসাদ তাঁহারি,
বিরচে প্রেম-লীলা করুণা যাঁহারি ॥৫৩৩॥

রাগিণী খাম্বাজ জংলা—তাল ঠুংরি।
(লক্ষ্ণৌ ঠুংরি)

প্রণয়শৃঙ্খলে প্রভু বাঁধিয়ে দুজনে,
তব দাস দাসী করে রেখহে চরণে।
যতনে প্রণয়ে, পুষিয়ে হৃদয়ে,
আজি যে ঢালিছে প্রভু জীবনে জীবনে।
হে নাথ তোমারি, রচনা কৃপারি,
বিরচিছ প্রেমলীলা ভুমিত্ত ভুবনে;
তোমারি বিধানে, পরাণে পরাণে,
বাঁধিল মিশিল আজি মোহিয়ে নয়নে।
দাঁড়ায়ে দুয়ারে, ডাকেহে তোমারে,
এখনি ফেলিবে পদ সংসার ভবনে;
প্রভু কৃপা করি, আশীষ বিতরি,
দেওহে অভয়দাতা অভয় দুজনে ॥ ৫৩৪॥

—

রাগিণী খাম্বাজ জংলা—তাল ঠুংরি।
(লক্ষ্ণৌ ঠুংরি)

প্রভু মঙ্গল শান্তি সুধাময় হে,
ভব-সেতু মহামহিমালয় হে।

জয় বিঘ্নবিনাশন পাবন হে;
জয় পূর্ণ পবিত্র কৃপাঘন হে!
জয় পুণ্য-নিধে গুণসাগর হে
আজি এ দুজনে করুণা কর হে ॥৫৩৫॥

রাগিণী ধানী মুলতানী—তাল কাওয়ালি।

কিবা সুখ রজনী, সব সাধ পূরিল,
সুখনীরে ভাসে মন;
সবে মিলি গাও, মঙ্গল সংগীত,
মিলি প্রণয়ী দুজন।
সুধাকর সনে, হাসে যথা যামিনী,
বিকাশি কুসুম দশন;
ফুল্ল ফুল সম, প্রণয়ী-হৃদয়,
হাসে হইলে মিলন।
এই প্রণয় যেন, থাকে চিরদিন,
নব জাত কুসুম মতন;
প্রণয় নিদর্শন, কুসুমেরি দামে,
করযুগ কর বন্ধন।

পিতা দয়াময়, হইয়ে সদয়,
শুভাশীষ্ কর দান।
পবিত্র প্রণয় বলে, সদা যেন ধায়,
তব পদে দোঁহার মন॥ ৫৩৬।

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল ঝাঁপতাল।

(আহা আর কোথা যাব—সুর)

আজি এ সন্তান দুটী মিলিছে তোমার;
শিখাও প্রেমের শিক্ষা খোল হে দুয়ার।
যে প্রেম সুখেতে প্রভু, পঙ্কিল না হয় কভু,
যে প্রেম দুখেতে ধরে মঙ্গল আকার।
যে প্রেম সমান ভাবে রবে চির দিন:
নিমেষে নিমেষে যাহা হইবে নবীন;
যে প্রেমের শুভ্রহাসি, প্রভাত কিরণরাশি,
যে প্রেমের অশ্রুজল শিশির উষার।
যে প্রেমের পথ গেছে অমৃত সদনে;
সে প্রেম দেখায়ে দাও পথিক দুজনে;

যদি কভু শ্রান্ত হয়, কোলে নিও দয়াময়,
যদি কভু পথ ভোলে, দেখাইও আবার ॥৫৩৭॥

রাগিণী মল্লার—তাল আড়া।
(কেনহে বিলম্ব আর—সুর)

পবিত্র প্রেম বন্ধনে বাঁধ হে আজি দুজনে।
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রাণে প্রাণে জীবনে।
উভয়ের প্রেমনদী, বহে যেন নিরবধি,
সুখেতে অনন্তকাল তব প্রেমসিন্ধু পানে।
তুমি সিদ্ধিদাতা পিতা, মঙ্গলময় বিধাতা,
শুভ কর্ম্ম সম্পাদন কর আশীর্ব্বাদ দানে ;
এই নব দম্পতীরে, রাখ দাস দাসী করে,
চির জীবনের মত তোমার চরণে ॥ ৫৩৮ ॥

রাগিণী সাহানা—তাল ঝাঁপতাল।

দুই হৃদয়ের নদী একত্র মিলিল যদি,
বল দেব ! কার পানে, আগ্রহে ছুটিয়া যায়।
সম্মুখে রয়েছে তার, তুমি প্রেম পারাবার,
তোমারি অনন্ত হৃদে দুটিতে মিলিতে চায়।

সেই এক আশা করি দুই জনে মিলিয়াছে,
সেই এক লক্ষ্য ধরি দুই জনে চলিয়াছে,
পথে বাধা শত শত, পাষাণ পর্ব্বত কত,
দুই বলে এক হয়ে, ভাঙ্গিয়া ফেলিবে তায়।
অবশেষে জীবনের মহাযাত্রা ফুরাইলে,
তোমারি স্নেহের কোলে যেন গো আশ্রয় মিলে;
দুটি হৃদয়ের সুখ, দুটি হৃদয়ের দুখ,
দুটি হৃদয়ের আশা, মিশায় তোমার পায়॥৫৩৯॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল আড়াঠেকা।

প্রেমময়! আজি তুমি বাঁধিলে যতনে,
হৃদয় কুসুম দুটি শুভ বিবাহবন্ধনে।
যেন চির দিন তরে, এক সঙ্গে শোভা করে,
না হয় বিচ্ছিন্ন যেন, প্রতীপ পবনে।
সংসার সন্তাপে কভু, না শুকায় যেন প্রভু,
তব পদে ফুটে থাকে, কৃপা-বারি-সিঞ্চনে।
দেখে সুখী হব সবে, সুসৌরভ ব্যাপ্ত রবে,
কভু নাহি ক্ষুণ্ণ হবে, পাপ-কীট-দংশনে।

যেন চিরদিন তরে, প্রেম মধু সঞ্চারে,
প্রেমময় কৃপাসিন্ধু! তোমারই কৃপা গুণে ॥৫৪০॥

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

নিরখি তোমার পানে, তোমার সন্তান দুজনে,
প্রবেশে সংসারে আজি, দেখ নাথ কৃপা নয়নে।
যথা নীর-বিন্দু দ্বয়, পুষ্প দলে এক হয়,
তেমতি হে প্রেমময়, মিলাও দুই হৃদয় মনে।
যে প্রেমে নাথ নিরন্তর, বিমোহিত নারী-নর,
বাঁধিয়াছ চরাচর, যে প্রেম বন্ধনে;
আজ প্রভু ভাল করে, চিরজীবনের তরে,
সে পবিত্র প্রেম-ডোরে, বেঁধে দেও প্রাণেপ্রাণে।
ভীষণ-ভব কাননে, পূর্ণ বিঘ্ন প্রলোভনে,
বল নাথ বল কেমনে, পশিবে দুজনে;
দেখো প্রভু দেখো দেখো, মাতা হয়ে কাছে থাকো,
নয়নে নয়নে রাখো, সদা সর্ব্বদা যতনে।
পাপের মোহিনী মায়ায়, পথ যদি ভুলে যায়,
কৃপা করি করে ধরি, ফিরাইও সেই ক্ষণে;

বিষম সন্তাপানল, অন্তরে হলে প্রবল,
মুছাইও আঁখি-জল, নিরুপম কৃপাগুণে ॥৫৪১॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

(ধন্য ধন্য ধন্য আজি—সুর)

মঙ্গল আনন্দধ্বনি করলো পুরনারী ;
সুখ-আশা পূর্ণ হলো কৃপায় তাঁহারি।
জীবনে জীবনে মিলিল আজ,
মিশিয়ে ধরিল মোহন সাজ,
মোহিল নয়ন জুড়াল হৃদয়,
সে শোভা নেহারি।
মিলায়ে কণ্ঠ ধরলো তান,
প্রাণের হরষে করলো গান,
জাগাও ধ্বনি যতেক রমণী,
আজি হৃদয় ভরি ॥৫৪২॥

শ্রাদ্ধ ও মৃত ব্যক্তির আত্মার জন্য প্রার্থনা।

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

রজনী প্রভাত হ'ল জাগিল জীব সকল।
এ ঘরে আর জাগিবে না সেই মুখ নিরমল।
বিষম বিষাদ ভারে, শূন্য দেখি এ সংসারে,
সম্পদ ঐশ্বর্য্য সুখ সকলি লাগে বিফল।
বিহঙ্গিনী শিশু লয়ে, ঘুমায় নিজ কুলায়ে,
দুরন্ত নিষাদ যেন ধরিল তাহায়।
আজি এই পরিবার, কাঁদিতেছে সে প্রকার,
সন্তানের বক্ষে আজি বহিতেছে অশ্রু-জল।
তুমি পিতা জগৎপতি, জীবনে মরণে গতি,
দেখা দেও কৃপা করে, শান্ত কর শোকানল ॥৫৪৩॥

রাগ ভৈরব—তাল ঠুংরি।

জয় করুণাময়, দীন জন-আশ্রয়,
আমরা আগত তব দ্বারে।
রজনী টুটিল, কুসুম ফুটিল,
জগত ভাসিল প্রেমে;

জাগিল ত্রিভুবন, নগর প্রান্তর বন,
পূরিল সুস্বর ধারে।
সুখের প্রভাতে, জুড়ি যুগহাতে,
কত স্বরে ডাকিতেছে, জগপুরবাসী ;
শোকে মলিন মন, অশ্রুতে দুনয়ন,
ভাসিছে দেখ এই ঘরে।
তোমার কৃপাগুণে, দুর্লভ মাতৃধনে,
পেয়েছিনু সংসারে ;
তোমারি ইচ্ছা হলো, জননী পালাল,
ঘেরিল জীবন আঁধারে।
দেহ দেব জগপতি, অগতির তুমি গতি,
আশ্বাস শান্তি বিধানে ;
মাতৃহীনের মাতা হয়ে, চির দিন সঙ্গে রয়ে
তার হে ভব দুস্তরে ॥৫৪৪॥

রাগিণী যোগিয়া—তাল মধ্যমান।

দরশন দেও হে দীন হীনে।
সোনার সংসার, হইল আঁধার,
হৃদয় দহিল শোকাগুণে।

শোক পারাবার, দুস্তর অপার,
হে নাথ উদ্ধার কৃপাগুণে ॥৫৪৫॥

রাগিণী পুরবী—তাল আড়া।

(দিবা অবসান হল—সুর)

পুনঃ আসিলাম বিভো তোমার চরণ সবে,
তোমা বিনা কে আর গতি এই ঘোর শোকার্ণবে।
শোকে তাপে জর জর, বিষাদের বিরস অন্তর,
তুমি বিনা হে ঈশ্বর, কে আর ব্যথা জুড়াবে।
তোমারি চরণতলে, তোমারি শীতল কোলে,
ইহকাল পরকালে, আশ্রিত রয়েছি সবে।
মাতৃহীন পরিবারে, স্নেহে আশীর্ব্বাদ করে,
সান্ত্বনা আশ্বাস দানে, সুশীতল কর ভবে।
তবে অশ্রু মুছে দেও, প্রাণের প্রার্থনা লও,
সম্পদে বিপদে সদা সঙ্গী থাক এই ভাবে ॥৫৪৬॥

রাগিণী পাহাড়ী—তাল জলদ তেতালা।

কত যে কর করুণা দীন মানবে প্রভু!
ভুলিতে পারিব নাথ! ভুলিতে কি পারি কভু।
সৃজিয়ে যবে আত্মারে, পাঠাও এ মহী মাঝারে,
কত যত্নে রাখ তারে, শৈশবে বাঁচায়ে হে;
দিয়ে বুদ্ধি জ্ঞান বল, স্বাধীনতা সম্বল,
খেলাও ভবের খেলা, ওহে দয়াল বিভু।
ভব লীলা হলে শেষ, ওহে ভক্ত-হৃদয়েশ,
প্রসারি স্নেহের কর, লও হে অমৃত কোলে;
যাচি আজি ভিক্ষা এই, ও উদার সদাব্রতে,
স্থান দেও দীন আত্মাকে ও শীতল চরণে প্রভু॥৫৪৭॥

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

(শান্তি কোথা আছে আর—সুর)

(আমরা) শোকেতে মলিন।
কাঁদিতেছি তব দ্বারে হয়ে মাতৃহীন।
ধনে জনে পূর্ণ করে, দিয়েছিলে এ সংসারে,
অকালে বিষাদ রাহু গ্রাসিল সে দিন।

এত সুখ ফুরাইল, সম্পদ বিপদ হল,
দেখিতে দেখিতে মাতা কোথা হলো লীন।
মা হারা সন্তান যদি, ডাকে তোমায় কৃপানিধি,
তুমিত থাকিতে নাহ হইয়ে কঠিন।
তাই আজ সকাতরে, এই ভিক্ষা তব দ্বারে,
দেখ জননীরে মম, রেখ পদে চিরদিন ॥৫৪৮॥

রাগিণী মল্লার—তাল একতালা।

(গাথা)

বিষাদ ভারে, মলিন অন্তরে,
তোমার দ্বারে করিছে ক্রন্দন ;
সদয় হয়ে, দেখ চাহিয়ে,
হৃদয়-বেদন, কর হে শ্রবণ।
স্নেহের বন্ধন ছিঁড়িয়া শমন,
করিল হরণ, জননী ধনে ;
শূন্য সংসারে, শোকের আগারে,
বিষাদে ডুবে থাকি কেমনে।

জননীর কোলে, রোগ শোক ভুলে,
সন্তান সকলে, ছিলাম কুশলে ;
কে জানে এমন, ছিঁড়িয়া বন্ধন,
করিবে হরণ, সে মায় অকালে।
মা হারা হয়ে, এখন কাঁদিয়ে,
ডাকি হে তোমায়, দেও দরশন ;
বিষাদের ভার, ঘুচাও হে সবার,
আশ্বাস দানে কর হে সান্ত্বন।
সে পরকালে, চরণতলে,
প্রিয় মাতারে রেখ দয়াময় ;
অজ্ঞান হরি, শান্তি বিতরি,
পরম পদে দিও হে আশ্রয় ॥৫৪৯॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সঙ্কীর্ত্তন।

১৭৮৯ শক।

তোরা আয় রে ভাই,
এতদিনে দুখের নিশি হল অবসান,
নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম।
কর সবে আনন্দেতে ব্রহ্ম-সংকীর্ত্তন,
পাপতাপ দূরে যাবে জুড়াবে জীবন।
দিতে পরিত্রাণ, করুণানিধান,
ব্রাহ্মধর্ম্ম করিলেন প্রেরণ ;
খুলে মুক্তির দ্বার সকলেরে করেন আবাহন ;
সে দ্বার অবারিত, কেউ না হয় বঞ্চিত,
তথায় দুঃখী ধনী, মূর্খ জ্ঞানী, সকলে সমান।
নর নারী সাধারণের সমান অধিকার,
যার আছে ভক্তি সে পাবে মুক্তি, নাহি জাতিবিচার।
ভ্রম কুসংস্কার, পাপ অন্ধকার,

বিনাশিতে, স্বর্গের ধর্ম্ম মর্ত্ত্যে আইল ;
কে যাবি আয় বিনা মূলে ভবসিন্ধু পার ;
তোরা আয়রে ত্বরায়, এবার নাই কোন ভয়,
পারের কর্ত্তা মুক্তিদাতা স্বয়ং ঈশ্বর।
একান্ত মনেতে কর ব্রহ্মপদ সার ;
সংসারের মিছে মায়ায় ভুলনা রে আর।
চল সবে যাই, বিলম্বে কায নাই,
দীননাথের লইগে শরণ ;
হৃদয় মাঝে হৃদয়-নাথে কর দরশন ;
ঘুচিবে যন্ত্রণা, পাইবে সান্ত্বনা,
প্রভুর কৃপাগুণে অনায়াসে যাইবে ব্রহ্মধামে ॥৪৫০॥

১৭৯০ শক।

দয়াময় নাম, বল রসনা অবিশ্রাম,
জুড়াবে প্রাণ নামের গুণে।
জীবের ত্রাণ, সুখশান্তিধাম, তাঁর চরণে ;
বল কে আছে আর, করিতে পার, সেই দীনকাণ্ডারী
বিনে।

সেই দীননাথ পাপীর গতি কাঙ্গালের জীবন,
নিরুপায়ের উপায় তিনি অধমতারণ;
দিনান্তে নিশান্তে কর তাঁর নাম সংকীর্ত্তন,
নামে মুক্তি হবে, শান্তি পাবে, যাবে আনন্দধাম।
সুধামাখা দয়াল নাম কররে গ্রহণ,
পাপীর দুঃখ দেখে এ নাম পিতা করেছেন প্রেরণ;
থাক চিরদিন ভক্ত হয়ে, এ নাম রাখ গেঁথে হৃদয়ে,
(ছেড় না রে)
স্বর্গের সম্পত্তি এ ধন রেখ অতি যতনে।
দেখ দেখ চেয়ে দেখ পিতা দাঁড়ায়ে দ্বারে;
ডাকছেন মধুর স্বরে স্নেহভরে, প্রেমামৃত লইয়ে করে
পিতার শান্তি নিকেতনে যেতে, এসেছেন আমাদের নিতে,
চল সবে আনন্দেতে, নামের ধ্বনি কর বদনে।
মুখে দয়াল বল দীন দুঃখী ভাই সবে মিলে,
সেই মধুর নামে পাষাণ গলে, প্রেমসিন্ধু উথলে
এ নাম সাধুর হৃদয়ের ধন, পাপীর অবলম্বন,
এনাম নগরবাসী ঘরে ঘরে গাও, আনন্দ মনে॥৫৫১॥

১৯১ শক।

ডাক দীনবন্ধু বলে, হৃদয়খুলে, সকলে মিলে;
বৃথা দিন যায় চলে, (রে) আর থেকনা সে স্বস্বপ্নে
ভুলে;
বেঁচে আছ যাঁর কৃপাবলে।
মোহনিদ্রা পরিহর কর দরশন,
পিতার দয়াগুণে কত পাপী পাইল জীবন
আর বিলম্ব কর না, এমন দিন আর হবেনা,
চল ধরি গিয়ে পুণ্যময়ের চরণ কমলে।
উঠে দেখ ওহে ভারতবাসিগণ,
করে জগৎ আলো, প্রকাশিল ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্র
কিরণ;
প্রেমময়ের প্রেমরাজ্য নিকট হল,
ত্বরায় চল চল, সময় বয়ে গেল,
তথায় প্রেমময়ে হেরি প্রাণ জুড়াই সকলে।
যদি চাহরে পরিত্রাণ এ পাপ জীবনে,
তবে ব্যাকুল হয়ে ডাক সেই দীন শরণে;
অগতির গতি তিনি পতিতপাবন,

ভক্তের প্রাণধন, বিপদ ভঞ্জন,
দেন দরশন, কাতর প্রাণে পাপী ডাকিলে।
দয়াময়-নাম, করিয়ে কীর্ত্তন,
চল যাই আনন্দধামে (রে)।
এ সংসারের মাঝে, দয়াল নাম বিনে আর কি ধন
আছে।
যে নামের গুণে, হয় প্রমোদয় পাষাণ মনে ;
তাকি জাননা রে, সে নামের যে কত মহিমা।
কর সাধন, ব্রহ্মের চরণ,
হৃদয় হবে রে নির্ম্মল, জনম সফল, পাবে ধর্ম্মবল,
পিতার করুণায় পাইবে জীবন।
করি মিনতি পায়ে ধরি, শুন ওরে ভাই,
থাকিতে সময়, লওরে আশ্রয়,
পিতা দয়াময় মুক্তিদাতা চরণতলে ॥৫৫২॥

১৭৯২ শক।

ভাই চিরদিন,   হয়ে পাপে মলিন,
রহিবে কেমনে।
জনম সফল কর,   কর রে এখন,
প্রভুর চরণ সেবনে।
আর নিরুদ্দেশে কর না ভ্রমণ,
দয়াময় নাম মহামন্ত্র করহে গ্রহণ ;
এই অনিত্য সংসারে,   ভুলে থেকনা প্রাণেশ্বরে,
হইও না বঞ্চিত নামামৃত সুধারস পানে।
জীবনের মহাযোগ কর হে সাধন,
বিশ্বাস নয়নে ব্রহ্ম কর দরশন ;
জীবে দয়া,নামে ভক্তি,কর এই সার,(ওরে মন আমার)
সে শ্রীপদে ভক্ত হয়ে থাক অনিবার,(ওরে মন আমার)
পিতার মধুর বাণী শুনে শ্রবণে,
সে আনন্দে তাঁহারে সবে,
সেব আনন্দে তাঁহারে কায়মনপ্রাণে।
উঠহে হের নয়নে,   জগত মাতিল প্রেমে,
ঐ শুন বাজে জয়-ভেরী ;

দয়াময় নামের হে, দেশ দেশান্তরে হে
মহাসাগর পারে ;
উড়িছে নিশান ব্রহ্ম-কৃপা-হিল্লোলে ;
চল যাই পিতার শ্রীমন্দিরে নিরখি সেই প্রেম কাননে
প্রেম ভক্তিযোগে বিভুর কর অর্চ্চনা,
পাবে পরিত্রাণ, পাসরিবে ভবের যন্ত্রণা।
আছে কি সুখ জীবনে প্রাণ সখা বিনে ;
কর হৃদয় মন (আর কি দেখ দেখরে.) সমর্পণ,
দীননাথের শ্রীচরণে।
থাক দাস হয়ে (জনমের মত) চিরকাল,
দীননাথের শ্রীচরণে।
এস আজি আনন্দে মাতি নাম কীর্ত্তনে ॥৫৫৩॥

১৭৯৩ শক।

আজি গাও গভীর স্বরে, প্রেমভরে নগরে,
মধুর ব্রহ্মনাম ;
যে নাম গানে মৃত প্রাণে জীবন সঞ্চারে।

ভাব যোগানন্দে, প্রেম পদারবিন্দে,

একান্তে হৃদয়মন্দিরে :

যাঁর কটাক্ষে মহাপাতকী তরে।

ও সেই মহামন্ত্র দয়াময় নাম কর সাধনা,

ভবে সাধন বিনা সে ধন মিলে না ;

কর সাধন, পূর্ণ হবে মনস্কামনা।

ওরে রসনা, কেমন বাসনা,

এমন দয়াল নামে মজলে না রে।

ওরে দেবতার দুর্লভ সে নাম,

হয় অনন্ত যার মহিমা।

এস নর-নারী সকলে, পবিত্র ভাবে মিলে,

পূজি নিরন্তর আনন্দে জগদীশ্বরে।

ত্যজে স্বার্থ অহঙ্কার, করহে প্রেম বিস্তার,

বদ্ধ হয়ে এক পরিবারে হে।

ও ভাই শান্তি-নিকেতনে যদি করবে গমন,

কর সব বিবাদ ভঞ্জন।

ভাই ভগ্নী সনে; সরল মনে, কর আগে সম্মিলন।

ও ভাই ত্বরায় চল, দিন ত ফুরাল,

(কোন দিন কি হবে রে)
গিয়ে দয়াময়ের পুণ্যালয়ে জুড়াইগে জনমের মতন।
কত আছি যে অপরাধী, পিতার চরণে জন্মাবধি,
পাপ অশান্তি এনে তার সংসারে।
সাধ মনে গিয়ে প্রেমধামে;
হেরিব নয়নে, পরম সুন্দর প্রেমময় নিরঞ্জনে;
ও সেই অরূপ রূপমাধুরী, নিরখিব প্রাণ ভরিয়ে,
ভকতমণ্ডলীর মাঝারে;
(পিতার পরিবারে হে) (কিবা শোভা মরিহে)
এবার দেখাও নাথ সে আনন্দধাম,
রাখ শ্রীপদে বেঁধে সবে প্রেমডোরে ॥ ৫৫৪ ॥

১৭৯৪ শক।

কর আনন্দে ব্রহ্মের জয় ঘোষণা, ওরে রসনা,
ছাড়িয়ে সব অসার কল্পনা।
যাঁর গুণগানে শ্রবণে, পুণ্য শান্তি হয় মনে,
দূরে যায় পাপ যন্ত্রণা;
ভবে তিনি বিহনে ত্রাণ আর পাবে না।

এক প্রভু যিনি এই বিশ্ব মাঝারে,
ভক্তিভাবে ওহে জীব ডাক তাঁহারে ;
জগৎগুরু জ্ঞানদাতা, তিনি হে পরম দেবতা,
পরিত্রাতা ভবসাগরে ;
সরল প্রার্থনাই মুক্তির সাধনা।
মায়ার ছলনে, সুখ সেবনে,
ভুলে কতদিন আর থাক্‌বে বল; (সে হৃদয় ধনে)
হয়ে ষড় রিপুর (রিপুর) বশীভূত,
হল দিনে দিনে দিন গত ; (রে অবোধ মন)
ভজন সাধন কিছুই হল না রে ;
আর শুন না পাপের কুমন্ত্রণা।
হায় ! এমন দিন কি হবে, জগদ্বাসী সবে,
প্রেম, উপহারে (দয়াল পিতা বলে হে) ঘরে ঘরে,
জগদীশ্বরে পূজিবে ;
ব্যাকুল অন্তরে, ডাকিবে তাঁহারে,
সকলে মিলে বন্ধুভাবে; (এক হৃদয় হয়ে)
করি কাতরে করযোড়ে,ভিক্ষা নাথ ! তোমার দ্বারে,
শীঘ্র পুরাও আমাদের এই বাসনা ॥৫৫৫॥

১৭৯৫ শক।

বলরে, তোরা বল্‌রে, ভক্তিভরে,
দয়াময় নাম দিনান্তে একবাররে।
ত্যজি দুরাচার, অহঙ্কার, কর প্রভুর নাম মাত্র সার,
জীবের পরম গতি চরম সাধন, নাম শ্রবণ কীর্ত্তন,
যাতে ব্রহ্মপদ লভি পাপী জীবন্মুক্ত হয় রে।
মোদের দীন দেখিয়ে, অমিয় মাখিয়ে,
দয়াল নাম পিতা ধরাতলে করিলেন প্রচার।
নামের মহিমাতে, জগৎমাতে, বহে প্রেম অনিবার।
দেখে অজ্ঞান সন্তান, প্রকাশিলেন জ্ঞান,
বিনাশিতে, জীবের মোহ-অন্ধকার।
এ পাপ জীবনে, দয়াল পিতা বিনে,
বল কিসে পাই নিস্তার।
এস হৃদয়ে হৃদয়ে সবে বাঁধি, পিতার প্রেমডোরে হে।
হয়ে সবে একতান, করি তাঁর নাম গান,
প্রেম পরিবারের মাঝারে।
পিতা মোদের দয়ার নিধি, চরণ ধরে কাঁদি যদি রে,
মনোবাঞ্ছা করিবেন পূরণ রে। (দুখ রবেনা রবেনা)

একবার দয়াময় দয়াময় দয়াময় বলে,
ডাকি একতানে।
গাই সবে আনন্দে ভাই আনন্দময় নাম রে,
আনন্দে দুবাহু তুলে যাই আনন্দধাম রে।
এ ভব গহন বন রিপুময় স্থান রে,
একাকী যাইলে পথে নাহি পরিত্রাণ রে।
থেক না আর অন্ধ হয়ে, দিব্য চক্ষে দেখ চেয়ে,
সেই নামের গুণে পাপী জনে আনন্দে মাতিল রে॥
৫৫৬

১৭৯৬ শক।

জয় ব্রহ্ম জয়, বল্ সবে ভাই আনন্দ মনে;
তোরা বল্‌রে ও নগরবাসী!
দয়াময়ের জয় সম্পদে বিপদে রে।
বিশ্ববিজয়ী ব্রহ্মনাম, এ নামে দূরে যায় ভয় ভাবনারে;
অদ্বিতীয় ব্রহ্মনাম, যাতে ব্রহ্মাণ্ড উদ্ধার হবে রে।
করে জয়ধ্বনি, কাঁপায়ে মেদিনী,
চল যাই, সেই অমৃত নিকেতনে।

সংসার সংগ্রামে, কি আর ভয় জীবনে,
ত্রাণ পাব দীননাথের শ্রীচরণে।
উঠ উঠ ত্বরা করি, পরব্রহ্মে স্মরি,
প্রেমালোক দেখ প্রেম নয়নে।
প্রেমের জয় হবেই হবে, বল ভাবনা কি তবে,
বিধাতার মঙ্গল বিধানে।
তুলে সত্যের নিশান, গাও তাঁর নাম,
মত্ত হয়ে ব্রহ্মানন্দরস-পানে।
আশায় বাঁধি হৃদয়, জয় ব্রহ্মবলে,
ব্রহ্মকৃপা-স্রোতে অঙ্গ দাও সবে ঢেলে রে।
প্রেমরাজ্য অবতীর্ণ হইবে ধরায়,
অভ্রান্ত ঈশ্বরবাণী কভু মিথ্যা নয় রে।
(এক দিন হইবেই হবে রে, প্রেমময়ের প্রেমের জয়)
রে অধীর মূঢ় মন! তোর ভাবনা কিরে।
পিতার ইচ্ছা পূর্ণ হবে।
নাম সাধন কর;
ধৈর্য্যাবলম্বন করে, সাধিলে নিশ্চয় পাবে,
সাধিলে সিদ্ধ হইবে।

শান্তি-সুধা-পানে বঞ্চিত হওনা রে,
যা করিতে হয় কর, মিছে আর কেঁদনা রে,
(কপট ক্রন্দনে কি হবে বল)
নাম সাধন কর, দেহ মন প্রাণ দিয়ে।
নামরসে না মাতিলে, প্রেমে পাগল না হইলে,
ও ভাই কিছুতেই কিছু হবে নারে ;
ও ভাই কথায় কিছু হবে নারে, (প্রাণ দিতে হবে)
সামান্য সাধনে হবে নারে।
আমি দেখিলাম অনেক করে,
কিছুতেই পাপ যায় নারে। (প্রেমে মত্ত না হইলে)
আমি দেখিলাম প্রেমে মাতিলে,
পাপের জ্বালা যায় চলে (বহু দিনের)
সুধামাখা ব্রহ্মনাম, নামে দুঃখে হয় সুখ উদয় রে
॥ ৫৫৭ ॥

১৮০২ শক।

চল চল হে সবে পিতার ভবনে ;
শুন শ্রবণে, ডাকিছেন পিতা আজ মধুর বচনে।

ভুলিয়ে সে ধনে. এখানে এমনে,
নগরবাসি, তোরা কত দিন আর র'বিরে ভাই।
হলো রে জীবন অবসান, পরিত্রাণ কেমনে পাবিরে।
তাই বিনয় করে, বলি চরণ ধরে,
এসরে ভাই, সেই পুণ্যময়ের ভবনে যাই।
এসংসার মাঝে, সে ধন বিহনে, জেনো জেনো গতি নাই।
আর বিফলে কাটাইও না জীবনে।
ও ভাই ভেবনা, দুখ রবে না,
পিতার চরণে স্থান পাবিরেভাই। (অপার কৃপাগুণে)
ও ভাই মন প্রাণে (প্রাণে) কাঁদ যদি,
তবে দেখা দিবেন কৃপানিধি। (দীনহীন বলে)
ও ভাই বড় যে তাঁর করুণা রে।
ও ভাই চাহিলে পাপী যে পায় সে ধনে।
ওভাই মনের দুখ সব আজি পাসরিব;
পূজি প্রাণভরে, প্রাণেশ্বরে,
(এমন দিন আর হবে নারে)
আনন্দনীরে ভাসিব;

হৃদয় আসনে, বসায়ে যতনে,
আজি প্রাণ মন সমর্পিব। (ভাই ভগ্নী মিলে)
ভাই বলি হে ভাই সকলে,
গাও ব্রহ্মনাম হৃদয় খুলে,
জয় ব্রহ্ম বল সবে বদনে।
বড় সাধ মনে. হৃদয় রতনে,
হৃদয় মাঝারে পাই।
আমি শ্রীপদে বিকাব, দাস হয়ে রব,
পরাণ সঁপিব ভাই! (প্রভুর অভয় পদে)
আমার, বল বুদ্ধি মন, জীবন যৌবন,
নিজের কিছু যে নাই (আমি হৃদয়-নাথের)
আমি, সে প্রেম সাগরে, জনমের তরে,
মগন হইতে চাই। (আমি সাঁতার ভুলে)
পাব কেমনে সে ধন বিনা সাধনে।
চল চল ত্বরা করে, সে আনন্দধামে হে।
গগন কাঁপায়ে চল মধুর ব্রহ্ম নামে হে।
নর নারী সবে আজি মাতিব সে নামে হে।
হেরে সে আনন্দ ছবি জুড়াইব প্রাণে হে।
এস দেখিয়ে সবে জুড়াই নয়নে ॥ ৫৫৮ ॥

মন রে তুই ডাক,

একবার ডাক্ রে দয়াল পিতা বলে।

ও তোর হয় না কেন পাষাণ-হৃদয়,

নামের গুণে যাবে গলে। (দয়াল নামের গুণে রে)

ও তোর ভবের জ্বালা দূরে যাবে,

স্থান পাবি তাঁর চরণ তলে। (আর ভয় নাই নাইরে,)

ও তোর আনন্দে ভাসিবে প্রাণ,

নামামৃত পান করিলে।

ওরে অপার সেই ভবসিন্ধু,

পার হবি রে অবহেলে ॥ ৫৫৯ ॥

অখিলতারণ বলে একবার ডাক তাঁরে।

একবার ডাক তাঁরে ভক্তসঙ্গে,

ভাসি সবে প্রেমতরঙ্গে,

দয়াময় দয়াময় দয়াময় বলে।

(একবার হৃদয় খুলে)

যদি ভবসিন্ধু পারে যাবে, ডাক তাঁরে ত্বরা করে;

দয়াময় দয়াময় দয়াময় বলে।
(একবার মনের সাধে) ॥৫৬০॥

তোরা কে যাবি রে আয় রে ভাই,
সবে মিলে প্রেমধামে যাই।
তথায় প্রেমময়ের প্রেমমুখ,
এস দেখে সবে প্রাণ জুড়াই।
পাপের মোহিনী মায়ায়, বদ্ধ হইয়ে সবাই,
কতকাল আর থাক্‌ব বল ভুলিয়ে হেথায়;
এস প্রেম ভরে কেঁদে কেঁদে,
এস সবে তাঁর পায় লুটাই।
পাপ তাপ সমুদায়, কিছু নাহিক তথায়,
নিত্য প্রেম নিত্য শান্তি বিরাজে যথায়;
ঐ শোন্ প্রেমময় ডাকিতেছেন,
এস ব্যাকুল হয়ে ধাই সবাই ॥ ৫৬১ ॥

(তোরা কে যাবি রে—সুর)
দয়াময় নাম ভুল না রে মন।
এ নাম চিরদিনের শান্তি ধন।

নামের কত মহিমা, আর কেহ জানে না,
মহাপাপীর পরিত্রাণে কিছু যায় জানা ;
পাপীর নয়ন ভাসে আশার জলে,
করিলে নাম উচ্চারণ ।
পাপীর হৃদয়ের ভার, কিছু থাকে নাক আর,
ভক্তিভাবে গলায় দিলে দয়াল নামের হার ;
পাপী আনন্দেতে হৃদয় ভরে,
করে এ নাম আস্বাদন ।
নামের কত করুণা, কারেও করে না ঘৃণা,
পাপী সাধুর ভেদাভেদ এ নাম জানে না ;
সদা স্নেহ ভরে সমভাবে,
করে সবে আলিঙ্গন ॥ ৫৩২ ॥

নির্ম্মল হইবে যদি মুখে দয়াল বল রে ।
নির্ম্মল হইবে যদি, (রসনা রে)
প্রভুর নাম রসানে মাজ হৃদি রে ।
ঐ দয়াল নাম সুধাসিন্ধু,
এ নাম কর্ণে লও রে এক বিন্দু (ওরে রসনা) ।

ঐ দয়াল নাম সিংহেরি শব্দ,
শুনে অরিগণ সব হয় স্তব্ধ। (ওরে রসনা) ॥ ৫৬৩॥

(নির্ম্মল হইবে যদি—সুর)

শান্তিধামে যাবে যদি, ভক্তিপথে চল রে।
সেই আনন্দ ধামে যাবে যদি.তবে হৃদয় কর সরল রে
লও সাধুসঙ্গ, করো না বিলম্ব,
কর দয়াল নাম পথের সম্বল রে।
রে পাষাণ মন, ত্যজ অভিমান,
তোর যে পাপের ভরা পূর্ণ হল রে।
ব্যাকুল হৃদয়ে, ডাক দয়াময়ে,
সে পথে তিনি মাত্র সহায় কেবল রে ॥ ৫৬৪ ॥

পাপে মলিন মোরা চল ভাই;
পিতার চরণে ধরি কাঁদিয়ে লুটাই রে।
পতিতপাবন পিতা ভকত- বৎসল,
উদ্ধারেন পাপী জনে দেখি অসহায় রে।

প্রেমের জলধি তিনি সংসার পাথারে,
পতিত দেখিয়ে দয়া তাই এত হয় রে।
বিলম্ব কর না আর ভুলিয়ে মায়ায়,
ত্বরিত লইগে চল তাঁর পদাশ্রয় রে॥ ৫৬৫॥

(পাপেমলিন—সুর)

বাসনা করেছি মনে দেখিব তোমায়;
তোমার করুণা বিনা না দেখি উপায় হে,
পাপে মলিন আমি দিবস যামিনী;
দয়া করি ত্রাণ কর দেখি দীন হীন হে।
দয়াময় নাম তোমার শুনিয়া শ্রবণে,
লয়েছি শরণ পিতা দেও দরশন হে॥ ৫৬৬॥

এস এস করি সবে নাম সঙ্কীর্ত্তন।
নাম সঙ্কীর্ত্তন প্রভুর গুণানুকীর্ত্তন॥
ওহে যে নামেতে হয় পাপীর পাপ বিমোচন।
ওহে যে নাম কীর্ত্তনে মত্ত ছিলেন সাধুগণ;

যোগী ঋষি আদি সবে হে,
গৌর নিতাই আদি সবে হে,
শিব শুক নারদ আদি হে,
ধ্রুব প্রহ্লাদ আদি সবে হে,
ঈশা মুশা মহম্মদ হে,
নানক কবীর আদি সবে হে।
ওহে যাঁহার প্রসাদে পাই ধরম রতন ;
আমরা পাপী হয়ে হে ॥ ৫৬৭ ॥

"ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং" সবে বল ভাই।
ওহে ব্রহ্ম কৃপা বিনা জীবের আর গতি নাই।
ওহে, সত্যমেব জয়তে আর চিন্তা নাই।
(সত্যের জয় হবেই হবে হে)
এস, ব্রাহ্ম ধর্ম্মের জয়ডঙ্কা সকলে বাজাই।
(পরব্রহ্মের কৃপাবলে হে) (নগরের দ্বারে দ্বারে হে)
ওহে, ভ্রাতৃ বিচ্ছেদ-মনঃপীড়া আর রবে নাই।
(দয়াময় পিতার রাজ্যে হে) (সব হৃদয় এক হবে হে)
॥৫৬৮॥

আনন্দ বদনে বল মধুর ব্রহ্ম নাম।
নামে উথলিবে সুধাসিন্ধু পিয় অবিরাম।
(পান কর আর দান কর হে)
যদি হয় কখন শুষ্ক হৃদয় করো নাম গান।
(প্রেমে হৃদয় সরস হবে হে)
(বিষয় মরীচিকায় পড়ে হে)
(দেখ যেন ভুলনা রে সেই মহামন্ত্র)
(বিপদকালে ডেক তাঁরে দয়াল পিতা বলে)
সবে হুঙ্কারিয়ে ছিন্ন কর পাপের বন্ধন।
(জয় ব্রহ্ম জয় বলে হে)
এস ব্রহ্মানন্দে মাতি সবে হই পূর্ণকাম।
(প্রেম যোগে যোগী হয়ে হে) ॥৫৬৯॥

ব্রহ্মনাম গাও সদা হৃদয় ভরিয়ে।
প্রেমভরে গাও সদা আনন্দ হৃদয়ে।
নগরে নগরে গাও প্রতি ঘরে ঘরে।
(মধুর ব্রহ্ম নাম রে)
পরব্রহ্মের জয়ধ্বনি কর দেশ দেশান্তরে।

হৃদয়ে আছেন তিনি দেখ রে চাহিয়ে।
কত মহা পাপী তরে গেল যে নাম স্মরিয়ে।
(পতিতপাবন নামের গুণে রে) ॥৫৭০॥

চল ভাই সবে মিলে যাই সে পিতার ভবনে।
শুনেছি নাকি তাঁর বড় দয়া দুখী তাপী কাঙ্গাল জনে
কাঙ্গাল বলে দয়া করে, কেউ নাই আমাদের ত্রিভুবনে
আর কে বুঝিবে মর্ম্মব্যথা,
সেই দয়ার সাগর পিতা বিনে।
(আর কেবা জানে রে)
দ্বারে গিয়ে কাতর স্বরে,
পিতা বলি ডাকি সঘনে ;
তিনি থাকিতে পারিবেন না কভু,
পাপীজনের কান্না শুনে।
(তাঁর বড় দয়া রে)
নিরাশ্রয় নিরুপায় যত, নিতান্ত সম্বল-বিহীনে,
সেই অনাথের নাথ দীনবন্ধু উদ্ধারিবেন নিজগুণে।
দুর্ব্বল অসহায় দেখে, কিছু ভয় করনামনে ;

ওরে অনায়াসে তরে যাব সেই সুধামাখা দয়াল নামে।
চল সবে ত্বরা করে, কিছু সুখ আর নাই এখানে ;
(একবার) জুড়াই গিয়ে তাপিত হৃদয়,
লুটায়ে তাঁর শ্রীচরণে।
(প্রাণ শীতল হবে রে)
অজ্ঞান দীন দরিদ্র যত পতিত সন্তানে,
পিতা অধমতারণ বিলাচ্ছেন ধন,
আয় রে সবে যাই সেখানে।
(দুঃখ দূরে যাবে রে) ॥৫৭১॥

একবার চল সবে ভাই, ধীরে ধীরে যাই,
পুণ্যময়ের পুণ্যালয়ে ;
জুড়াই তাপিত আঁখি, হেরি রাজ-রাজেশ্বরে।
পিতার দয়ার গুণে, এসেছি এই বঙ্গভূমে,
কি মহেন্দ্র ক্ষণে ;
আজ মনের আশা পূর্ণ করে,
পিতার নাম বলব বদন ভরে।

অনন্ত পুণ্যের জলে, নিবাইয়ে পাপানলে,
যাই পিতার রাজ্যে চলে ;
পিতার পুণ্যময় চরণ চন্দ্রে,
একবার ধরি গিয়ে ঊর্দ্ধ করে।
কি দিয়ে তোমার ধার, শুধিব আমরা এবার,
হে পুণ্যের অবতার ;
একবার লুটাই তোমার পুণ্যময়,
(পুণ্যময়) সিংহাসনের প্রান্তরে ॥৫৭২॥

(একবার চল সবে ভাই—স্বর)

আহা কি শুনিলাম, মধুর দয়াল নাম,
নাম শুনে প্রাণ জুড়াল রে ;
ভয় তাপ দূরে গেল আশা হইল অন্তরে।
দীন হীন কাঙ্গাল জনে, যাবে পিতার পুণ্যধামে,
সেই নামের গুণে ;
শুনে আনন্দ ধরে না মনে ;
পিতার দয়াল নামে পাপী তরে,

অনাথ নিরুপায় বলে, স্থান দিবেন চরণতলে,
আমাদের সকলে ;
আহা এমন দয়া কে করে আর,
পাপী অধম জনে ত্রিসংসারে।
যাদের কেহ নাই সংসারে, দুখী বলে দয়া করে,
চেয়ে দেখে ফিরে ;
দয়াসিন্ধু দীনবন্ধু পিতার নাকি,
বড় দয়া তাদের পরে ॥৫৭৩॥

তোরা আয় রে পুরবাসিগণ, আনন্দেতে করি সংকীর্ত্তন
তোদের ব্রহ্মধামে লয়ে যেতে এসেছেন পতিত পাবন
(ওভাই)ভবের মেলায় ধূল খেলায় হারাস্‌নে জীবন রতন
তোদের পাপ তাপ দূরে যাবে সফল হবে জীবন।
তোদের কাঙ্গাল হেরি রইতে নারি,
এসেছেন কাঙ্গাল, শরণ।
চল ডঙ্কা মেরে ভবপারে সবে করিগে গমন।
ঐ দেখ সম্মুখে দাঁড়াইয়ে আছেন পূর্ণব্রহ্ম সনাতন।
এস সবে মিলে ভক্তিভরে পূজি ঐ অভয় চরণ ॥৫৭৪॥

প্রেম ধামে কে যাবি আয়।
সবে [illegible] ত্বরায় আয় আয়।
রোগ শোক পাপ তাপ নাহিক যথায়।
প্রেমময়ে [illegible] যথা হৃদয় জুড়ায়।
আয় রে ব্যাকুল হয়ে, আয় আয় আয়।
কত আর জ্বল্‌বে বল সংসার জ্বালায়।
জীবন যৌবন ধন যে দিল সবায়;
প্রেম ভরে লুটাইয়ে পড় তাঁর পায় ॥৫৭৫॥

—

(প্রেমধামে কে যাবি—স্থর)

দিন যায়, যায় যায় যায়,
মিছে কাযেতে দিন যায়।
কত দিন আর থাক্‌বেবে মন, অজ্ঞান নিদ্রায়।
মজোনা মজোনা রে মন, বিষয় মায়ায়।
সংসারের সুখ সম্পদ, চিরস্থায়ী নয়।
কোথা থেকে এসেছিলে, যাইবে কোথায়।
(ভেবে দেখরে)
ভবপারে যেতে হবে, তারও কি কর উপায়।

এখন লহরে জীব, পরব্রহ্মের চরণে আশ্রয়।
তিনি বিনা পরিত্রাণ, আছে রে কোথায় ॥৫৭৬॥

মধুর ব্রহ্মনাম, তোরা বলরে পুরবাসিগণ।
একবার হৃদয়ভরে বল্‌রে।
ব্রহ্ম নামের গুণে থাক্‌বে নারে,
ও ভাই শমনের ভয়রে।
একবার পাইলে সেই ব্রহ্মানন্দ,
ও ভাই তুচ্ছ হবে বিষয় কাম।
তোদের পাপ তাপ দূরে যাবে,
শীতল হবে পরাণ ॥ ৫৭৭ ॥

একবার এস হে, একবার এস হৃদি মন্দিরে,
কাঙ্গাল ডাকে অতি কাতরে।
প্রভু এস হে, নহিলে ভজনহীনের উপায় নাই হে।
একবার এস হে, নহিলে কাঙ্গাল বয়ে যায় হে ॥৫৭৮॥

একবার এস হে, ও করুণা-সিন্ধু,
ব্যাকুল হয়ে ডাকি তোমারে।
তোমা বিনে, পতিতপাবন,
পাপীর গতি নাই আর এ সংসারে।
ওহে অগতির গতি তুমি হৃদয়বিহারী,
সুধার নিধি ক্ষুধার অন্ন পিপাসার বারি;
কাতর প্রাণে যে ডেকেছে পেয়েছে তোমায়,
তবে কেন বঞ্চিত নাথ,
তবে কেন বঞ্চিত কর আমারে।
ও নাথ তুমিত কৃপা-কল্প-তরু,
দেখা দিতে যে হবে হে (আমি অধম বলে)।
ওহে হৃদয়ে জেনেছি আমি,
অধম জনার গতি তুমি, (পাপীর গতি নাই আর)
তুমি আপনি লোকের গুরু হয়ে,
পাপীর হৃদয় আপনি দেও ফিরাইয়ে;
এমন কেবা জানে হে, (পাপী তরাইতে)
ও হে নাথ তোমার প্রেম-সিন্ধু,
জীব যদি পায় তার এক বিন্দু,

সেই বিন্দু হয় সিন্ধু প্রায়,
তরঙ্গেতে পাপপুঞ্জ ভেসে যায় ;
(পাপ আর রয় না রয় না) (তোমার কৃপা হলে)
ওহে কলুষ বাড়বানলে তাপিত হৃদয় মম হে ;
হৃদয় জ্বলে যায় হে ; (পাপানলে)
দাও হে পদপল্লব আশ্রয় হে,
হৃদয় শীতল করি নাথ (চরণ পল্লবের ছায়ায়) ।
আমি দেখিলাম অনেক করে, শান্তি নাই এ সংসারে,
তুমি মাত্র শান্তির আলয় হে ;
শান্তি কিছুতেই মিলে না (ধন বল সম্পদ বল) ।
অধম বলে কর্‌লে ঘৃণা ছাড়্‌ব না তোমায়,
চরণ দিয়ে নিস্তার নাথ,
চরণ দিয়ে নিস্তার ভব দুস্তরে ॥ ৫৭৯ ॥

করুণা কুরু কিঞ্চিত্‌, প্রভু ।
কৃপা ভিখারী কাতর কিঙ্করে নাথ ।
বড় আশা করে এসেছি নাথ । (চরণ পাব বলে)
আমি পাপেতে তাপিত হয়ে,

আছি তব দ্বারে দাঁড়াইয়ে। (ওহে পতিতপাবন)
প্রভু স্থান দাও তব চরণ তলে,
আমায় ত্যজ না পাতকী বলে। (ওহে অধমতারণ)
প্রভু কৃপাসিন্ধু সিন্ধু তব নাম,
'আমায় কৃপা-বারি কর হে দান।
(ওহে কৃপাময়) ॥ ৫৮০ ॥

তোমার তরে তৃষিত প্রাণ।
কর হে প্রেমবারি দান।
দয়াঘন তুমি, তৃষিত চাতক আমি,
করি বারিদান, বাঁচাও প্রাণ, ওহে প্রাণের প্রাণ।
(বারি পিয়াও দেখি) (মন চাতকে)
তুমি হে প্রেমশশী, আমি চকোর সুধা পিয়াসী,
মিটাইয়ে সাধ, ওহে প্রেমচাঁদ, করিব সুধাপান।
(সুধা পিয়াও দেখি) (মন চকোরে)
তুমি হে প্রেম-সিন্ধু, দাও প্রেম এক বিন্দু,

করিব পান, জুড়াবে প্রাণ, গলিবে মন পাষাণ।
(তোমার বিন্দু প্রেমে)
মাতি ভক্তি-রস-রঙ্গে, ভাসি প্রেম-তরঙ্গে,
তোমার নাম, খুলিয়ে প্রাণ, আজি করিব গান ।
(দুঃখ দূরে যাবে—নাম গানে) ॥৫৮১॥

(করুণা কুরু কিঞ্চিত—সুর)

প্রভু এস হে হৃদি মন্দিরে ।
তোমায় দীন হীন সন্তানে ডাকে নাথ ।
(পাপে কাতর হয়ে) (ওহে দয়াল পিতা)
এসে তাপিত হৃদয় শীতল কর । (ওহে শান্তিদাতা)
একবার দেখে জীবন সফল করি । (অপরূপ রূপ)
এসে পাপীরে পবিত্র কর ।
আমার বড় সাধ আছে মনে,
তোমায় হেরিব প্রেম নয়নে ।
একবার হৃদয় মাঝে উদয় হও,
হয়ে দীন হীনের পূজা লও ।

তোমায় পাবার আশে আমরা ডাকি সবে,
দাসের বাসনা পুরাতে হবে। (বাঞ্ছা-কল্পতরু) ॥৫৮২॥

(করুণা কুরু কিঞ্চিৎ—সুর)

দয়াল বলনা ওরে রসনা।
সে নাম বল্‌বার এই ত সময় বটে।
সদা আনন্দে বদন ভরে।
ও মন এখন যদি, যদি না বলিবে,
তবে শেষের সে দিন কি হইবে!(একবার দেখ ভেবে)
সেই দয়াল নামে, নামে কতই সুধা,
যে নাম পিতে পিতে বাড়ে ক্ষুধা।
দয়াল বলিলে- আনন্দ হবে,
ওরে মনের আঁধার দূরে যাবে।
অনিত্য সংসারে, ভুলে থেক না রে,
জপ দয়াল নামটি ভক্তিভরে। (দিবানিশি) ॥ ৫৮৩ ॥

অশব্দ অস্পর্শ অরূপ অব্যয়।
দেখা না দিলে কে দেখ্‌তে পায় নাথ?

(তুমি দয়া করে) (মনের অগোচর)
কেবল অনুরাগে তুমি কেনা ;
প্রভু বিনা অনুরাগ, করে যজ্ঞ যাগ
তোমারে কি যায় জানা ?
তোমায় ধন দিয়ে কে কিন্‌তে পারে ?
(ওহে অমূল্য ধন)
(হৃদয় না দিলে হে) (জীবন না দিলে হে)।
তোমার ভক্তি পুষ্পে, পুষ্পে যে জন পূজে,
(ওহে ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু হে)
তুমি আপনি এসে, দেখা দেও তার হৃদয় মাঝে।
(ডাক্‌তে না ডাকিতে) ॥৫৮৪॥

(অশব্দ অস্পর্শ—সুর)
পতিতপাবন অধম তারণ।
তোমার মহিমা কে বুঝ্‌তে পারে। (পাপীতাপী বিনে)
প্রভু দ্বারে দ্বারে নাকি ফের ;
কত পাষণ্ড সন্তান, করে অপমান,
তথাপি ছাড়িতে নার।
প্রভু তাড়ালেও নাকি এস,

একি ব্যবহার, বল, চমৎকার,
পলালে ধরিয়ে বস।
তুমি দীন জনে নাকি তার ;
আমি ঘোর অহঙ্কৃত, মোহে অবিভূত,
আমার উপায় কর
প্রভু এসেছিনু যাব বলে,
এখন, সে পথ ঘুচিল, পাষাণ গলিল,
ভাসালে নয়ন জলে ॥ ৫৮৫ ॥

বল আনন্দ বদনে ব্রহ্ম নাম।
হল নিকটে আনন্দ ধাম।
হল দুঃখ অবসান,
পিতা আপনি কল্লেন বিধান, করে ভক্তি দান ;
আর ভয় নাই ভয় দাই পরিণাম।
দুখী তাপী যে থাক,
বদন ভরে সেই পিতায় ডাক, একবার ডাকিয়ে দেখ;
সিদ্ধ হবে হবে মনস্কাম।
পিতা পরম দয়াল,

নামে আপনি কাটেন মায়া-জাল, ভবের জঞ্জাল ;
হবে সুখ শান্তি অবিরাম।
দয়ার নিধি পিতা আমার,
পাপী সন্তানে অধিক তাঁর করুণা বিস্তার ;
তিনি কভু কারও নহেন বাম ॥৫৮৬॥

মনের আনন্দে বিভুগুণ গাও।
গাওরে আনন্দ মনে, বদন ভরে গাও।
দিনান্তে নিশান্তে গাওরে, পরমানন্দে গাও।
নির্ভয় নিশ্চিন্ত মনে, দিবা নিশি গাও।
(আর কিবা ভয় আছে রে)
ভয় ভাবনা ত্যজি, সদানন্দে গাও।
(মিছে কি হইবে ভেবে রে)
বিপদে সম্পদে গাওবে, সুখে দুঃখে গাও।
শয়নে স্বপনে গাও রে, যথা তথা গাও।
(আর কিবা কায আছেরে)
নামগুণ গান করে, প্রেমরসে মত্ত হও।

গাইতে গাইতে পথে নির্ভয়ে চলে যাও।
(সংসার দুর্গম পথে রে) ॥৫৮৭॥

দয়াল নাম লইতে অলস করো না রসনা,
যা হবার তাই হবে।
দুঃখ পেয়েছ (আমার মন রে) না আর পাবে;
ঐহিকের সুখ হল না বলে কি ঢেউ দেখে না ডুবাবে
রেখ রেখ এ নাম সদা হৃদে ধরি,
অনায়াসে পার হবে ভববারি,
সচেতনে থেক, (মনরে আমার) দয়াল বলে ডেক,
এ দেহ ত্যজিবে যবে ॥ ৫৮৮ ॥

এমন সুধামাখা দয়াল নাম কেন নিলেনা রে মন।
এ নাম দেবতার দুর্লভ হয় রে, নামে পাষণ্ড করে দলন।
যোগী জপে যোগ ধ্যানে, ভক্ত রাখে হৃদাসনে,
এ নাম নিরুপায়ের উপায় হয় রে,
এ নাম পাপীদের সর্ব্বস্ব ধন।
(এ নাম আমাদের নিজস্ব ধন)

পুরাণ আদি করে তন্ত্র, শাস্ত্রেতে না পায় যার অন্ত,
পাপীদের দশা দেখে এ নাম কল্লেন বিতরণ;
ওরে তবু নামের হয় না সীমা রে,
এ নাম হৃদয়ে না হয় ধারণ ॥ ৫৮৯ ॥

(এমন সুধামাখা দয়াল—সুর)

পতিতপাবন দয়াল নামে জুড়ায় জীবন।
যেন, অন্তরে সহস্র ধারে করে সুধা বরষণ!
যেই নামামৃত লোভে, যোগীজন ভক্তি যোগে,
মনের অনুরাগে করে কঠোর সাধন;
তারা ত্যজিয়ে বিষয় বাসনা, সার করে সেই নিত্যধন
(সকল ছেড়ে)
যে নাম সাধনের বলে, অপার আনন্দ মিলে,
স্মরণেতে পাপতাপ করে হে হরণ;
কর আনন্দে সকলে মিলে দয়াময় নাম সংকীর্ত্তন।
ডাক তাঁরে প্রেমানন্দে, প্রাণভরে মনের সাধে,
পিতা দয়ালের চরণারবিন্দে, কর প্রাণ সমর্পণ।
(এ জনমের মত) ॥ ৫৯০ ॥

পতিতপাবন, ভকত-জীবন,
অখিলতারণ বল রে সবাই।
বল্ রে বল্ রে বল্ রে সবাই।
যাঁরে ডাক্‌লে পাপী তরে যাবে।
ওরে এমন নাম আর পাবি না রে ॥ ৫৯১ ॥

দয়াল বল জুড়াক্ হিয়া রে,
দয়াল বল জুড়াক্ হিয়ারে।
যাতনা সহে না প্রাণে রে।
পাপে তাপে প্রাণাকুল রে।
বিষয় বিষে অঙ্গ জ্বলে রে।
কারও কথায় ভুলো না রে।
ভুলাতে অনেক আছে রে।
মুদ্‌লে আঁখি সকল ফাঁকি রে।
কেউ সঙ্গে যাবে না রে। (দয়াল নাম বিনে)
নাম বিনে আর কি ধন আছে রে।
(সংসারের মাঝে।)

জীবনের সম্বল সে নাম রে।
অন্তিম কালের ধন রে।
নামে সকল দুঃখ দূরে যাবে রে ॥ ৫৯২ ॥

দয়াময় নাম সাধন কর।
নামে মুক্তির ঘাট নিকটে হবে,
নামের বর্ণে বর্ণে সুধা ঝরে।
নাম সাধনের এইত সময় বটে;
সময় গেলে আর ত হবে না।
নামে মহাপাপী তরে যায়। (সেই দয়াল নামে)
এ নাম পরিত্রাণের মূল মন্ত্র।
যদি ভবনদী (নদী) পার হবে,
তবে ভাই ভগ্নী মিলে সবে নাম সাধন কর।
(এক হৃদয় হয়ে)
যদি ধনী হতে চাও ও সেই নিত্য ধনে,
তবে কপট ত্যজে সরল মনে।
যদি সুখী হতে চাও এই পৃথিবীতে,
তবে অলস ত্যজে সরল চিতে (প্রেমে মত্ত হয়ে)॥৫৯৩

দয়াময় কি মধুর নাম।

আমার নাম শুনে প্রাণ জুড়াল রে, কি মধুর নাম।
নামের বর্ণে বর্ণে সুধা ঝরে, কি মধুর নাম।
এ নাম কোথা ছিল কে আনিল, কি মধুর নাম।
এ নাম জীব তরাতে এসেছিল, কি মধুর নাম।
এ নাম তোমরা বল আমরা শুনি, কি মধুর নাম।
নামে শুষ্কতরু মুঞ্জরিল, কি মধুর নাম।
নামে মরা মানুষ বেঁচে গেল, কি মধুর নাম।
আমার নামে অঙ্গ শীতল হল, কি মধুর নাম।
আমার পাপ তাপ সব দূরে গেল, কি মধুর নাম॥ ৫৯৪

ও দিন গেল দয়াল বল না, মন রসনা।
ও মন দয়াল নাম সাধন হলে শমন ভয় আর রবে না।
ওরে শোন রসনা সমাচার, দয়াল নামটী কর সার,
যদি ভবে হবে পার ;
আর মিছে মায়ায় বদ্ধ হয়ে কুপথগামী হয়ো না।
ওরে ভাই বন্ধু যত হয়, কেবল পথের পরিচয়,
ও মন কেহ কারো নয় ;

মিছে আমার আমার আমার বল,
আমার কে তা চিন্‌লে না ॥৫৯৫॥

সদা দয়াল দয়াল দয়াল বলে ডাক্‌রে রসনা ;
যাঁরে ডাকলে হৃদয় শীতল হবে রে,যাবে যম যন্ত্রণা।
আপন আপন কারে রে বল,
এসেছিলে ভবের হাটে মিছে দিন গেল ;
ও ভাই মোহ মায়ায় মুগ্ধ হয়ে রে,
মিছে খেলা আর খেলনা।
শমন এসে বাঁধ্‌বে রে যখন,
কোথায় রবে ঘর দরজা কোথায় রবে ধন ;
তখন বন্ধু জনায় বিদায় দিবে রে,
সাথের সাথী কেউ হবেনা ॥ ৫৯৬ ॥

পড়ে অকূল ভব সাগরে,তাই প্রভু ডাকি তোমারে।
আমি তরঙ্গে ডুবিয়ে মরি,আমায় উঠাও হে কেশেধরি।
আশ্রয় বিষয় গাছের তলা, কিছু আমার নাই,
যা করহে নিজ গুণে তোমারি দোহাই ;

তুমি দীনবন্ধু নাম ধরেছ,
একবার দীনের প্রতি চাও ফিরে ॥ ৫৯৭ ॥

পড়িয়ে ভব-সাগরে, ভাসি অকূল পাথারে ;
একবার দেখ হে ভব-কাণ্ডারী।
আমরা যে দিকে চাই না দেখি কূল,
তাইতে ভাবিয়ে হতেছি আকুল,
হে দয়াময়, অকূলে কূল দেও কাতরে।
তোমার দয়াময় নাম শুনে,
আমরা এসেছি সব পাপীগণে,
নিজ গুণে, পার কর অধম নরে।
একে ভবনদীর তুফান ভারি,
তাহে তরঙ্গ দেখিয়ে ডরি,
চরণ-তরী দিয়ে পার কর অধম পামরে ॥ ৫৯৮ ॥

প্রকাশ যদি হৃদি কন্দরে।
আমি তবে জানিলাম চিন্তামণি,
কৃপাময় কৃপানিধি।

এবার পাপীকে তরাতে হবে,
অতএব ডাকি নিরবধি।
তুমি পঙ্গুরে লঙ্ঘাও আকাশ,
তুমি বামন জনে চাঁদ ধরাও নাথ,
তুমি গোষ্পদের ন্যায় পার কর হে
অকূল ভব-জলধি ॥ ৫৯৯ ॥

বড় আশা করে, প্রভু তব ঘরে,
এসেছে অধম জন।
মুখ নিরখিবে, নয়ন জুড়াবে,
গলিবে পাষাণ মন। (তোমার রূপ হেরে)
যাইবে যাতনা, পুরিবে বাসনা,
নিবিবে পাপ দহন। (তোমার পুণ্যনীরে)
প্রেমেতে ডুবিব, আনন্দে মাতিব,
পাইব পরম ধন। (আজি হৃদয় ভরে)
তুমি প্রেমমণি, তুমি রত্নখনি,
তুমি হে হৃদি ভূষণ। (হৃদয়-রতন তুমি)

নেত্রের কজ্জল, আত্মার সম্বল,
তুমি হে প্রাণ-রমণ (ওহে হৃদয় সখা)
হৃদয়ের স্বামী, তোমারি হে আমি,
তুমি হে জীবন ধন। (আমি তোমারি নাথ)
এ দাসে কিনিয়ে নিজের করিয়ে,
রাখহে দীন শরণ (ঐ চরণতলে) ॥৬০০॥

এই প্রার্থনা দীনজনের হে দীননাথ।
বিষয় বিষ হ্রদে যেন ডুবিনা হে ॥
আমায় কখন ত্যাগ কর নাই তুমি;
(সাধু পাপী আমি যা হই হে)
যেন তোমায় ত্যাগ না করি আমি হে।
আমায় সম্পদে বিপদে রাখ;
(তুমি যা কর সেই ভাল হে)
ও নাথ তুমি আমার হৃদয়ে থেক হে।
যে সুখ তোমাকে ভুলায়ে রাখে,
(নানা প্রলোভনে হে)
আমার কি কায আছে এমন সুখে হে।

যে দুখ আমায় নেয় তোমার নিকটে ;
আমার সুখ হতে সে দুখ বন্ধু বটে হে ॥৬০১॥

হৃদে প্রকাশে আনন্দ চন্দ্র যখন ।
আনন্দে উথলি উঠে হৃদয় সাগর তখন ।
আনন্দে উল্লাসে ভাসে অনন্ত জগত তখন ।
পবন আনন্দ ভরে, সাধক হৃদে সঞ্চরে,
(আনন্দ চন্দ্রের প্রকাশে)
সহস্র কিরণ করে আনন্দসুধা বিতরণ ।
তরুলতা বনষ্পতি, গিরিগুহা গিরিপতি,
জলনিধি স্রোতস্বতী, আনন্দ স্রোত করে বহন ।
দূরে যায় সংসার দুঃখ নিরখি সেই প্রেমমুখ
ব্রহ্মানন্দ উথলিয়া হৃদয় হয় যে স্বর্গ ভুবন ॥৬০২॥

ওহে দয়াময়, নামে মুক্তি হয়,
তাই ডাকি তোমায় ।
আমি করি এই প্রার্থনা, পুরাও হে মনের বাসনা,
নামের ভিকারী কর হে হয়ে সদয় ।

তোমার নামের গুণ নাথ, কে বর্ণিতে পারে,
রসনা অবাক্ হয়, মন বুদ্ধি হারে।
তোমার দয়াল নামের এমনই গুণহে। ধুয়া।
অন্ধ চক্ষু পায়, খঞ্জ হেটে যায়,
বোবা গীত গায় বধীর শুনেহে।
শুষ্ক তরুচয়, মুঞ্জরিত হয়,
ফলফুলে কিবা শোভা পায় হে।
হৃদয় কানন, হয় তপোবন,
অমানিশায় হয় চন্দ্রোদয় হে।
মরুভূমিচয়, হয় জলাশয়,
প্রেমের তরঙ্গ তায় উঠে হে।
কলঙ্কে আচ্ছন্ন, হৃদয় দর্পণ,
স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন হইয়ে যায় হে।
ষড় রিপু আদি, হৃদয় মনের ব্যাধি,
ভজনের বাদী পরাস্ত হয় হে।
পাষাণ মন গলে, নয়ন ভাসে জলে,
হৃদি সরোবরে কমল ফুটে হে।
পাপ তাপানল, হয়ে যায় শীতল,
প্রেম সমীরণ হৃদে বহে হে।

অসম্ভব সম্ভবে, স্বর্গ হয় ভবে,
মনুষ্য দেবতা হইয়ে যায় হে ।
নাম রস পানে, কত ভক্ত জনে,
ক্ষুধা তৃষ্ণা সব ভুলিয়ে যায় হে ।
দিয়ে দয়াল নাম, উদ্ধার কর হে আমায় ॥৬০৩॥

কি রূপে বলিব সেইরূপ, সেত বলিবার নয় রে ।
অপরূপ অপরূপ কথায় বলিবার নয় রে ।
(কেবল প্রেম নয়নে দেখিবার)
সেরূপ অনুপম. অতুল ভক্তিতে হৃদয়ঙ্গম ।
জন্ম অন্ধে কি বুঝিতে পারে,
কি অপূর্ব্ব শোভা শশধরে ।
কেবল প্রেমিক ভকত জনে,
দেখে সে শোভা আনন্দ মনে ।
(দেখিলে প্রাণ শীতল হয়)
যদি কবিবে হে দরশন, কর চিত্ত সংযম.
শান্তমনে কর যোগ সাধন । (ত্যজিয়ে বিষয় বাসনা)

বৈরাগ্য সাধন কর, অসার সংসার ছাড়
একদৃষ্টে চাহ তাঁর পানে, হৃদি মন্দিরে হে ;
(তৃষিত ব্যাকুলান্তরে)
সেই সুন্দর রূপ-নিধান, হেরিয়ে জুড়ায় প্রাণ।
কথায় বলিবার নয় রে, চক্ষে দেখবার নয়) ॥৬০৪॥

দয়াল নামের যদি করেছ ভাই সুধাপান,
তবে থেক না মোহে আর অচেতন।
নামে পাতকী তরে যায়, অনন্ত জীবন পায়,
বল বল হে বদনভরে সর্ব্বক্ষণ।
পাপতাপে পুড়ে মরি, দেখ সব নরনারী,
হাহাকার করিতেছে না দেখি উপায় ;
তুমি পাইয়ে দয়াল নাম, রবে রবে কি হয়ে বাম,
পিতার করুণা বলিতে কি লজ্জা হয়।
এস সব ভাই মিলে, মহানন্দে প্রেম গলে,
দ্বারে দ্বারে গিয়ে করি দয়াল নাম কীর্ত্তন ;
পাপ যন্ত্রণা দূরে যাবে, তাপিত হৃদয় শীতল হবে,
এ নাম শ্রবণে কীর্ত্তনে হয় পরিত্রাণ ॥৬০৫॥

আর কত দিন তোমায় ছেড়ে থাকব বল নাথ।
দিয়ে দরশন, রাখ এ জীবন, হে কাঙ্গালের ধন।
আর কত দিন দয়াময়, করব হে হাহাকার
যাতনায় হে; (এই বিষম রোগের যাতনায় হে)
জ্বলিতেছি দিবারাত।
কবে বলব হে ঘরে ঘরে, কাঙ্গাল দেখে প্রভু মোরে,
দিয়েছেন পরিত্রাণ ॥৬০৮॥

প্রাণ আকুল হল।
না হেরিয়ে প্রভু তোমারে;
মন যে কেমন করে, প্রকাশিব কেমনে বল।
আমি সহিয়ে অনেক দুখ, চেয়ে আছি তব মুখ,
আশা মনে পাব পরিত্রাণ;
দুখ পাসরিব হে (তোমায় হেরে)
হায় সে দিন কবে হবে নাথ।
করি দয়াল নাম সংকীর্ত্তন, আনন্দে হব মগন,
প্রেমধারা নয়নে বহিবে,
তাপিত হৃদয় শীতল হবে হে।

সদা বিরলে তোমার সনে, রহিব মগন ধ্যানে,
রূপ হেরি জুড়াব নয়ন ; (অপরূপ রূপ মাধুরী হে)
অনিমেষ নয়নে।
নামামৃত পান করি, আনন্দে দিবা শর্ব্বরী,
ভক্তিভাবে সেবিব চরণ ;
মনের আশা পূর্ণ করি হে। (সকল পরিহরি হে)
দয়াময়! সেই বিচিত্র মূরতি,
যাহা প্রাণ ভরে কভু দেখি নাই নাথ!
বড় সাধ মনে হে ; (প্রাণ ভরে হেরি)
আমি অপরাধী পাপেতে মলিন,
পাপান্ধ নয়নে হেরিব কেমনে হে।
তুমি বাঞ্ছা কল্পতরু, আশা পূর্ণ কর হে,
দেখা দিতে যে হবে ;
(পাপী উদ্ধারিতে দেখা দিতে যে হবে)
তোমার অদর্শনে, বাঁচিব কেমনে,
(পিতা পাপীর দিন কি এমনি যাবে হে)
আর নাহি সুখ এই পাপ জীবনে,
নাথ তোমা বিনে সকলি আঁধার হে ;

ওহে জীবনে মরণ সম, আছি নাথ চিরদিন হে,
কোথায় গিয়ে জুড়াব হৃদয় হে ;
আর সহে না কাতর প্রাণে, দয়া কর দীনজনে,
দেখা দিয়ে পুরাও বাসনা ; (আর কিছু চাহি না নাথ)
এই পাপ জীবনে কবে দেখা দিবে হে বল ॥৬০৭॥

পাপে তাপে জ্বলে আজ জুড়াতে জীবন,
নাথ এলাম তোমার দ্বারে।
তুমি অন্তর্যামী, জান অন্তরের দুঃখ,
কি আর বলিব তোমারে।
নাথ! নিজ পাপ মনে হলে আশা নাহি রয়,
নিরুপায়ের উপায় তুমি ওহে দয়াময়।
(তাই তোমার দ্বারে এসে কাঁদি হে)
(তুমি নাকি মরম জান)
আমি দীনহীন অধম তনয় ;
নিলাম তোমার ও চরণে আশ্রয়।
নাথ! মম মন মকরের তুমি সুধাসিন্ধু,
মম মন চকোরের তুমি পূর্ণ ইন্দু।

(তাই প্রাণ তোমায় ছেড়ে রইতে নারে হে)
তুমি যদি উপেক্ষিবে, তবে কেমনে জীবন রবে ॥৬০৮

প্রাণ সখা হে ! এস হে, এস ও দয়াময়।
তোমায় দীন হীন কাঙ্গালে ডাকে হে।
(এস হে ও দয়াল প্রভু)
তোমায় না দেখিলে রইতে নারি হে।
একবার হৃদয় মাঝে উদয় হও ;
(এস হে কাঙ্গালের নিধি হে)
হোয়ে দীনহীনের পূজা লও হে।
ওহে পতিতপাবন হে, এসে পাপীরে পবিত্র
কর হে।
তোমায় দেখে হৃদয় শীতল করি হে ॥৬০৯॥

প্রভু দয়াল, সাধু মুখে আমি শুনেছি,
অকুল পাথারে পড়ে ডাকতেছি।
আমায় দিয়ে চরণ তরি উঠাও উঠাও হে কেশে ধরি,
আমি আশা করিয়ে চেয়ে রয়েছি।

অস্পৃশ্য পামর আমি, দয়ার ঠাকুর তুমি,
অগতির গতি প্রভু মনে জেনেছি ;
তুমি করিয়ে অধম তারণ, নাম ধর পতিত পাবন
তাত অধম জনা হতে জেনেছি।
করিতে পাপী উদ্ধার, হয়েছ প্রকাশ এবার,
মোর সমান পাপী প্রভু কোথা পাবে আর ;
প্রভু যে তোমার শরণ লয়, তার দশা কি এমন হয়,
আমি পাপার্ণবেতে ডুবে রয়েছি ॥ ৬১০।

হৃদে হের্‌ব আর অভয় চরণ পূজ্‌ব হে।
তোর দরশনে জীবন্মুক্ত হব ॥
তোমার প্রেমামৃত পানে ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারিব।
(ক্ষুধা দূরে যাবে হে)
তোমায় ভ্রাতা ভগ্নী মিলে প্রীতি-পুষ্পাঞ্জলি দিব।
(তোমার অভয় পদে হে)
তোমার প্রেমসিন্ধুনীরে তাপিত হৃদয় জুড়াইব।
(জ্বালা দূরে যাবে হে)

তোমার দয়াময় নাম সংকীর্ত্তনে আনন্দে মাতিব।
(মাতিব আর মাতাইব হে)
তোমার আনন্দময় রূপ হেরি আনন্দে মাতিব।
তোমায় দেখে শুনে চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভাঙ্গিব।
তোমার পুত্র কন্যাগণে প্রেম নয়নে হেরিব ॥৬১১॥

হৃদয় পরশমণি আমার।
নয়নের ভূষণ আমার বিভু দরশন,
বদনের ভূষণ আমার নাম সংকীর্ত্তন;
ভূষণ বাকি কি আছেরে, জগচ্চন্দ্র হার পরেছি।
হস্তের ভূষণ আমার সে চরণ সেবন,
কর্ণের ভূষণ আমার সে নাম শ্রবণ,
ভূষণ বাকি কি আছেরে, প্রেমমণি হার পরেছি॥৬১২

বড় আশা করে, তোমার দ্বারে এসেছি ওহে দয়াময়
প্রভু তুমি পতিতপাবন, নিলাম চরণে শরণ,
যেন এ দীনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।
এই সংসার প্রলোভনে, কাঁপে প্রাণ নিশিদিনে,
তাইতে এসেছি এখানে; (হে)

অভয় চরণ দানে এ দিনে কর অভয়।
আমি চাই না হে ধন মান, চাই না যশ অভিমান,
কর যোড়ে করি নিবেদন ; (হে)
যেন এ দিনে শ্রীচরণে পায় আশ্রয় ॥৬১৩॥

আর বলব কি যেমন তোমার ইচ্ছা হয়,
দীনবন্ধু হে।
হয় রাখ সুখে, না হয় রাখ দুঃখে,
তোমার সম্পদ বিপদ, আমার দুই সমান ;
তুমি যে বিধি কর বিধি, সেই হয় মঙ্গল বিধি,
গুণ নিধি হে ;
ঘোর বিপদেও বল্‌ব তোমায় দয়াময়।
আমি না জানি স্তব স্তুতি, তথাপি পাব মুক্তি,
তব উক্তি হে,
তোমার দয়া বিহনে পাপী কোথায় যায় ॥৬১৪॥

(আর বলব কি—সুর)

নাথ, আমার এই ভাবে যায় হে যদি এ জীবন।
আমার গতি কি হবে হে অধমতারণ।
হয়ে অনিত্য সুখের অধীন,
ইন্দ্রিয় বশে গেল চিরদিন,
আমার কুভাবই স্বভাব হয়েছে এখন।
স্মৃতি, বুদ্ধি, মন, শ্রবণ, লোচন,
সব দিয়েছিলে হে যত প্রয়োজন ;
আমি তোমারি দত্ত ধনে, বাদ সাধিলাম তোমার সনে
এখন ধনে প্রাণে বুঝি হলাম নিধন ॥৬১৫॥

(আর বলব কি যেমন—সুর)

একটী ভিক্ষা আজ দিতে হবে হে আমায়,
দীনবন্ধু হে।
ঐ অভয় চরণ, পেতে আকিঞ্চন,
নিয়ে করব হে হৃদয়ের ভূষণ ;
নিত্য ভক্তি-জলেতে ধোব, নয়ন ভরে দেখিব,
বাসনা হে ;
বলব কৃতার্থ করেছেন আমায় দয়াময়।

কি স্বদেশে, কি বিদেশে,
নিয়ে রাখব হে, হৃদয়ে গেঁথে ;
পাপ যন্ত্রণা দূরে যাবে, বিপদ সম্পদ হবে,
তুমি কৃপা করিয়া একবার হও সদয় ॥৬১৬॥

(আর বলব কি—সুর)

পাপী জনে কেন এত দয়া হয়, দয়াময় হে।
আমি ছেড়ে তোমায়, থাকি ঘোর মায়ায়,
আন কেশে ধরে পূজিতে তোমায় ;
আমি জেনেছি দয়াময়, ঐ নামে তরে যায়,
পাপী তাপী হে,
তুমি কৃপা করিয়ে মোরে দাও অভয়।
কি সম্পদে, কি বিপদে,
রেখ অধমের ভক্তি ও পদে।
নিত্য ভৃত্য করিয়ে রেখ, চিরদিন কাছে থেক,
ছেড়না হে ;
যেন ডাকিলে পাপী তোমায় দেখা পায় ॥৬১৭॥

(আর বলব কি—সুর)

নাথ আমায় করুণা করিবে না কি বলে।
কারে বঞ্চিত করেছ হে কোন কালে।
পাপে তাপে তাপিত হয়ে,
একবার যে ডাকে আকুল হৃদয়ে,
তারে শীতল কর কৃপা-সিন্ধু-জলে।
কত কুপুত্র তোমার দেখতে পাই,
তব ত্যজ্যপুত্র কভু শুনি নাই।
হ'য়ে সহস্র অপরাধী, কাতরে একবার কাঁদে যদি
তারে তখনি তনয় বলে লও কোলে ॥৬১৮॥

হে দীনবন্ধু, অপার প্রেমের সিন্ধু, জগতবন্ধু,
আমাদের মনোবাঞ্ছা করহে পূরণ।
আমরা জনি না কেমন করে, পূজিব হে তোমারে,
একবার দয়া করে, দেও তোমার ঐ চরণ
আমরা পাপ ভার স্কন্ধে লয়ে,
আছি তোমার দ্বারে দাঁড়ায়ে,

একবার দেখা দিয়ে, (পাপী বলে,) কর হে
দুঃখ-মোচন ॥৬১৯॥

এস দয়াল দীনবন্ধু, প্রেমসিন্ধু হে।
প্রভু, বলেছ বলেছ তুমি (পাপীর দশা দেখে হে)
কাঙ্গাল ডাকিলে আসিব আমি।
আমি এই মনে আশা করি হে,
তোমার ঐ চরণ হৃদয়ে ধরি।
আমি তোমা ছাড়া রইতে নারি হে,
(ওহে দয়াল প্রভু হে)
আমায় দেখা দেও হে কৃপা করি ॥৬২০॥

এস হে এস ওহে প্রভু কাঙ্গাল-শরণঃ
একবার হৃদয় মাঝে দেও হে দরশন।
তোমার দীন হীন সন্তানে ডাকে, এস হে,
ডাকে পড়িয়ে ঘোর বিপাকে।
এদের নাইকো পিতা নাইকো মাতা, এস হে,
কেবল তুমি মাত্র সহায় হেতা।

পাপী যাবে না আর তোমায় ছেড়ে, এস হে,
একবার এস প্রভু কৃপা করে।
তুমি দুঃখী তাপীর পিতা মাতা, এস হে,
এরা তোমায় ছেড়ে যাবে কোথায়।
তুমি নিরুপায়ের একই আশা, এস হে,
ও নাথ দেখে যাও পাপীর দশা।
এরা পাপার্ণবে ডুবে মরে এস হে,
নাথ থেক না তাদেরে ভুলে ॥৮২॥

পিতা গো দেখা দেও;
আমায় দেখা দিয়ে প্রাণে বাঁচাও।
আমি তোমারি নাথ, তোমারি চিরদিন,
তোমার দীনহীন অধম তনয়।
আমি একাকী অরণ্য মাঝে,
আমার ভয়ে অঙ্গ অবশ হল।
ওহে কোথায় রইলে হৃদয়ের ধন,
কোথা রইলে প্রাণসখা, দেখা দেও।

আমি আর যাব না পিতা তোমায় ছেড়ে.
আমায় ক্ষম একবার দয়া করে ॥৬২২॥

দেখা দেও পাপী জনে, ওহে পতিতপাবন।
হয়ে অচেতন আছি হে নাথ জীবন্মৃত প্রায়।
তোমায় ছেড়ে এ জীবন অন্ধকারময়,
উদ্ধার কর হে পিতা দিয়ে পদাশ্রয়।
কেমনে দেখিব তোমায় এ পাপ নয়নে,
হয়ে অন্ধ প্রায় ভ্রমিতেছি সংসার কাননে।
কত দিন আর থাকিব বল না দেখে তোমায়,
একবার আসি হৃদয়মাঝে হও হে উদয় ॥ ৬২৩॥

সত্যং শিব সুন্দর রূপ ভাতি হৃদিমন্দিরে।
নিরখি নিরখি অনুদিন মোরা ডুবিব রূপ সাগরে।
(সে দিন কবে বা হবে) (দীন জনের ভাগ্যে)
জ্ঞান অনন্ত রূপে পশিবে নাথ মম হৃদে,
অবাক হইয়ে অধীর মন শরণ লইবে শ্রীপদে।

আনন্দ অমৃতরূপে উদিবে হৃদয় আকাশে'
চন্দ্র উদিলে চকোর যেমন ক্রীড়য়ে মন হরষে,
আমরাও নাথ তেমনি করে মাতিব তব প্রকাশে।
শান্তং শিবং অদ্বিতীয় রাজ-রাজ চরণে,
বিকাইব ওহে প্রাণ সখা, সফল করিব জীবনে;
এমন অধিকার কোথা পাব আর স্বর্গ ভোগ জীবনে।
(সশরীরে)
শুদ্ধমপাপবিদ্ধং রূপ হেরিয়ে নাথ তোমার,
আলোক দেখিলে আঁধার যেমন যায় পলাইয়ে সত্বর;
তেমনি নাথ তোমার প্রকাশে পলাইবে পাপ আঁধার
ওহে ধ্রুবতারা সম হৃদে জ্বলন্ত বিশ্বাস হে,
জ্বালি দিয়ে দীনবন্ধু পূরাও মনের আশ;
আমি নিশিদিন প্রেমানন্দে মগন হইয়ে হে;
আপনারে ভুলে যাব তোমারে পাইয়ে হে।
(সে দিন কবে হবে হে) ॥ ৬২৪ ॥

এই বাসনা মনে যেন মায়ায় ভুলে তোমায় ভুলি নে,
নিরন্তর রাখ্‌ব তোমায় নয়নে নয়নে।

ঘোর বিপদ কালে দিও দরশন,
করে অভয় দান এ দুর্ব্বল সন্তানে।
মৃত্যু সঙ্কটে থেকো নিকটে,
যেন ভয় পেয়ে হারাই নে তোমায়;
ওহে অনাথ নাথ অনন্ত জীবনের সহায়,
সেই অন্তিমকালে, যখন সবে যাবে ফেলে,
তখন স্থান দিও দাসে অভয় চরণে ॥৬২৫॥

আর কিছু নাহি চাই, যেন এই ভিক্ষা পাই।
হৃদয় মন ঐক্য করে, যেন এ জনমের তরে,
আমি সর্ব্বস্ব সঁপিতে পারি হে তোমায।
মায়ের কোলে শিশু যেমন, থাকে চিন্তাভয়হীন;
হিতাহিত যত তার, সকলই মায়ের ভার,
সেই ভাবে রাখ যদি হে আমায়।
রূপ গুণ অভিমান, সুখ স্বাস্থ্য ধন মান,
এ সব বিষয় বাসনা, এই অনিত্য কামনা,
যেন মনেতে স্থান আর নাহি পায় ॥৬২৬॥

তুমি দয়াময় দয়াময় দয়াময় হে তুমি দয়াময়।
আমি জেনেছি হে(ওহে দয়ার ঠাকুর)এই পাপজীবনে,
পাপী ডাক্‌লে তোমায় দেখা পায়।
নিরাশ-কূপে পড়েছিলাম,সকল আঁধার দেখ্‌তেছিলাম
তুমি এসে বল্‌লে নাই ভয় তনয়।
পাপী সন্তান বলে তোমার এত দয়া,
আমি দেখি নাই এমন পিতা কোথায়।
দীনে দয়া যদি করেছ, চরণতলে যদি এনেছ,
তবে ঐ চরণে বাঁধ আমায়।
আজ হতে আমি বল্‌ব সবায়,
পিতা বিপদে দিয়াছেন অভয়॥৬২৭॥

কোথায় দয়াময়, ডাকি কাতর হৃদয়ে তোমায়।
দীনের প্রতি কর একবার করুণা।
পিতা আমি তোমার দ্বারে ভিখারী ;
বড় আশা করি,
পড়ে আছি চরণ তলে দিবা শর্ব্বরী ;

একবার চেয়ে দেখ কাঙ্গাল বলে,
যন্ত্রণায় মরি জ্বলে,
আমি এ পাপ-জীবন আর যে নাথ বহিতে পারি না।
ও নাথ, সাধু মুখে শুনেছি বচন,
লয়ে ও পদে শরণ,
কত মহাপাপী পাইয়াছে অনন্ত জীবন ;
তোমার করুণাময় নামের গুণে,
বীজ অঙ্কুরিত হয় পাষাণে,
আমি তাই শুনে এসেছি নাথ, আর ত কিছুই
জানি না ॥ ৬২৮ ॥

পাপে চিরদিন মজে, পাষাণ সমান কঠিন,
হয়েছে মন, ফেরালে আর ফেরে না।
এখন হল দিন অবসান, ভয়ে কাঁপে প্রাণ,
কি করিলাম কি হইল, কি হবে বিধান।
নিদ্রাভঙ্গ হয়ে এখন, দেখি চৌদিকে বেড়া হুতাশন,
আমার আর উপায় নাই, ডাকি হে তাই,
কর নাথ কর করুণা ॥ ৬২৯ ॥

আমি পাপ তাপে জর জর, তুমি করুণার সাগর,
তাই তোমারে ডাকি দয়াময়।
(ওহে অনাথ-শরণ)(তোমা বিনা গতি নাই আর)
আমি পাপবিষ করেছি পান,
আমায় কর কর কর ত্রাণ,
চরণে শরণাপন্ন হে। (পাপীর গতি নাই আর)
(একবার চেয়ে দেখ নাথ) ॥ ৬৩০ ॥

এ প্রাণ ধরি, আমি বল্‌তে নারি,
ওহে যে দুঃখেতে তোমা বিনা, নাথ!
প্রাণ মন, তুমি আমার সর্ব্বস্ব ধন,
কেমনে তোমা বিনা ধরি জীবন, নাথ।
বল্‌ব কি আর, আমি বল্‌তে নারি,
যদি ঘুচাও দুঃখ দয়া করি, নাথ!
(পাপী অধম বলে) ॥ ৬৩১ ॥

প্রাণ কাঁদে মোর বিভু বলে, কোথা তারে পাই।
পাপ মন কি সে ধন পাবে, পাপ তাপ দূরে যাবে,
জয় জগদীশ বলে ডাক্‌ব উভরায়।

আমি পাপী দীন হীন, কেমনে পাব সে ধন রে;
কবে প্রেমধামে যাব, আনন্দিত হব,
পিতাকে দেখিব নয়ন ভরিয়ে।
পিতা দয়াময় হে;
সে দিন আমার কবে হবে, দুঃখের দিন যাইবে,
একেত দয়াল পিতা তাহে পাপীগণ ত্রাতা রে!
কত মহাপাপী জন, উদ্ধার হইল।
তাই ভেবে ডাকিতেছি কোথায় দয়াময় ॥৬৩২॥

এই লও আমার প্রাণ মন।
এই লও আমার প্রাণ মন,
এই লও আমার জীবন ধন,
এই লও আমার জীবন ধন,
এই লও আমার সর্ব্বস্ব ধন।
আমি আর কিছু ধন চাই না পিতা,
কেবল তোমার শ্রীচরণ।
ভিক্ষা এই তব স্থানে, দেওহে স্থান ও চরণে
পাপী অধম সন্তানে, করে কৃপা বিতরণ।

ইচ্ছা এই হৃদয় মাঝে রাখিব যতনে,
প্রীতি ভক্তি উপহার দিব চরণে ;
প্রেম নয়নে হেরিব, সুখে সম্ভোগ করিব,
সর্ব্বদা সঙ্গে থাকিব, এই মম আকিঞ্চন।
তোমার ধন তোমায় দিয়ে নিশ্চিন্ত হব,
সরল অন্তরে তব ইচ্ছা পালিব ;
বাসনা নিবৃত্ত হবে, অভিমান দূরে যাবে,
পবিত্র প্রেমপ্রভাবে, বিচ্ছেদে হবে মিলন ॥৬৩৩॥

আজ হতে, তোমার হাতে, আমি সঁপিলাম আমায়।
ওহে দেখো যেন দীন দুঃখী, প্রাণে রক্ষা পায় ॥
আমার নিশিদিন, বিষাদে হে, সমভাবে যায়।
বল এ আগুনে, তোমা বিনে, কে আর নিভায় ॥
ওহে অন্তর্যামি, কি আর আমি, জানাব তোমায়।
তুমি দেখিতেছ, কৃপানিধি, আছি যে দশায় ॥
আমার এই মিনতি, অন্তে রেখ, চরণ ছায়ায়।
তোমায় দেখিতে দেখিতে যেন প্রাণ বাহিরায়॥৬৩৪॥

কার কাছে যাব বল, ওহে অনাথ-শরণ।
আমার আর কেহ নাই, এসংসারে, জীবনের জীবন॥
কোথায় নাথ! তোমায় ছেড়ে, করিব গমন।
ওহে মর্ম্মব্যথা, কে বুঝিবে, কে আছে এমন॥
দুঃখীর সম্বল নাথ, তোমার ঐ চরণ।
আমি জন্ম দুঃখী, তাই হে ডাকি, দাও দরশন॥
কৃপার নিধান তুমি, করি হে শ্রবণ।
একবার কৃপা করে, চাও হে ফিরে, অধমতারণ॥ ৩৫॥

এসো এসো প্রাণ সখা, প্রাণ মাঝে দাওহে দেখা,
তোমা হেরে জুড়াই জীবন।
তোমার বিহনে, কি সুখ জীবনে,
ধন মানে নাহি প্রয়োজন। (ওহে প্রভো)
প্রভু! তোমার রূপ মাধুরী, যোগীজন-মনোহারী,
ধন মানে নাহি প্রয়োজন। (ওহে প্রভো)
প্রভু! তোমার রূপ মাধুরী, যোগীজন মনোহারী,
নয়নে হেরিব অনুক্ষণ; (ওহে প্রভো)

হেরে মন গলে যাবে, প্রাণ মন উথলিবে,
প্রেমনীরে হইব মগন। (তোমার প্রেম সাগরে)
প্রভু! তব পদ শতদল, হৃদয়ে করে সম্বল;
অনুদিন করিব সেবন; (ওহে প্রভু)
দেহ মন প্রাণ দিয়ে, অনুগত দাস হয়ে,
তোমারি রহিব অনুক্ষণ।
(চ জীবনের তরে হে) ॥৬৩৬॥

ব্রহ্মসনাতনে আনন্দ অন্তরে ডাক।
সবে মিলে খুলে দাও হৃদয়-দুয়ার;
মানব জীবন সফল কর, স্মরণে পিতার।
নৃত্য কর প্রেমানন্দে হইয়ে মগন;
দয়াল বল দেহে প্রাণ আছে যতক্ষণ।
ছিন্ন হবে হৃদয়-গ্রন্থি, স্মরণে তাঁহার;
নবজীবন পাবে ভবে হইবে উদ্ধার।
ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হয়ে, কর তাঁর ধ্যান;
নামগানে নামানন্দরস কর পান।
ব্রহ্মযোগে যোগী হয়ে, জাগ দিবারাতি;

জেগে, অনিমেষে দেখ প্রভুর মোহন মুরতি।
প্রাণনাথের শ্রীচরণে পড় সবে ভাই;
ঐ চরণ বিনা এসংসারে গতি যে আর নাই।
প্রণমিয়ে প্রাণেশ্বরে ধন্য হওরে মন;
সচেতনে হৃদে রেখ, করিয়ে যতন।
(দেখ যেন ভুলনারে, জেগে যেন ঘুমাইওনারে)॥৬৩৭॥

দয়াময় বলে আমরা তাই ডাকি।
তুমি অধমতারণ পতিতপাবন;
নামে মহাপাপী তরে যায় হে।
তুমি কাঙ্গাল বলে দয়া কর।
তুমি দুঃখী বলে ভালবাস।
তুমি পাপী তাপীর মুক্তিদাতা।
তোমা বই আর কেহ নাই নাথ। (এসংসার মাঝে)
তোমায় ছেড়ে রইতে নারি। (একাকী সংসারে)
তোমায় ডাকলে হৃদয় শীতল হয় হে।
(দয়াল পিতা বলে)

পাপী ডাক্‌লে দয়াল পিতা বলে,
(পাপে তাপে কাতর হয়ে হে)
তুমি স্থান দেও চরণ তলে।
তোমার সর্ব্বজীবে সমান দয়া।
তোমার দুঃখী ধনী সবাই সমান।
তোমার কাছে জাতির বিচার কিছু নাই হে।
(তোমার কাছে যেতে)
তুমি দুর্ব্বলের বল কাঙ্গালের ধন।
যে জন কাতর প্রাণে তোমারে ডাকে,
(ভবসিন্ধুর মাঝে পড়ে হে)
তুমি চরণতরি দেও তাকে।
(ওহে ভবের নাবিক)
তুমি রাজার রাজা গুরুর গুরু,
(তোমার তুল্য কেহ নাই হে)
তুমি ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু।
তোমায় ডাক্‌লে পাপী দেখা পায় হে।
তোমায় না দেখে প্রাণ কেমন করে।
তোমার তরে প্রাণ কাঁদে ॥৬০৮॥

শুন শুন প্রেমময়, কি কহিব আর,
পরশমণি সমান প্রীতি তোমার হে।
তুলনা আছে কি প্রভো! ধরণী মাঝারে,
অতুলন প্রেম তব এ ভব সংসারে॥
ক্ষিতি তলে যদি কভু হয় চন্দ্রোদয়;
শূন্যে শোভে তরুরাজি লতা কিসলয়॥
অনলে শৈত্য সম্ভবে উষ্ণত্ব তুষারে;
তুলনা নহে সম্ভব (তব প্রেমের) এ মহী মাঝারে।
যে প্রেমে মোহিত কর ভকত সন্তানে;
নাহি যার শোধ তার ছার প্রাণ দানে॥
প্রচণ্ড দৈত্যর সম মানব তনয়;
তব প্রেম ফাঁদে পড়ে তৃণ হয়ে রয়॥
সুচতুর সেই সাধু প্রাণ বিনিময়ে;
লভেন তোমার প্রেম দীনদাস হয়ে॥
বাখানিব কত আমি ও প্রেম কাহিনী;
প্রেমসিন্ধু তুমি নাথ। ওহে গুণমণি!
প্রভো! কি নিবেদিব আমি, হে;
গভীর তোমার, প্রেম সাগর,
নিমগন কর তুমি॥

বিষয়ের কীট, অতীব বিকট,
মমস্তুদি প্রাণ মন ;
কিরূপে নিকট, হইব তোমার,
ভেবে হই অচেতন ॥
মোহ আঁধারে, পাপ বিকারে,
অশুচি রয়েছি আমি ;
তব পুণ্যনীরে, ধুইয়ে আমারে,
কোলে লও পিতা তুমি ॥
পিতা তব কোলে, বসিয়ে বিরলে,
দেখিব শ্রীমুখ শশী।
হয়ে পূর্ণকাম, গাব তব নাম,
শুনিবে জগতবাসী ॥
তব যোগ ধ্যানে নাম গুণগানে,
নিয়োজিব পাপ মন ;
হাসিব কাঁদিব, নাচিব গাইব,
ক্ষেপা পাগল মতন ॥
(সে দিন কবে বা হবে)
লভিয়ে তোমায়, ওহে দয়াময়,
পূর্ণ হবে মনস্কাম ;

সফল হইবে, মানব জীবন,
যাইব তোমার ধাম।
প্রভো! আশীষ কর মোরে, যাইতে তোমার পারে,
প্রেম সম্বল যেন পাই,
(আমায়) দাও নব জীবন, দাও নব চেতন,
মাগয়ি বর তব ঠাঁই ॥৬৩৯॥

এমন দয়াল নাম সুধা রসে,
আমার মন কেন না মজিলরে।
আমার মন, মন কেন না মজিলরে।
সেই দেবতার বাঞ্ছিত ধনে, না মজিল রে।
আমি না জানি, কোন অপরাধে না মজিল রে
(গতি কি হবে রে)
এমন জনম বিফলে গেল, না মজিল রে।
(কখন কি হবে রে) ॥৬৪০॥

(তব) রূপ-সাগরে ডুবে রহিব ;
আমি মীনের মতন ডুবে রব।
চঞ্চল মন বেড়ায় ভেসে। (গতি কি হবে হে)
আজি ডুবাইব (তব) প্রেমরসে। (চিরদিনের তরে)
তব প্রেমনীরে মগ্ন হয়ে (প্রেমসিন্ধু হে)
আমি. জুড়াইব এই তাপিত হিয়ে।
(দুঃখ রবে না রবেনা) (তোমার কৃপা হলে)
এ জনমের মত ডুবে রব,
আমি কভু নাহি উঠে যাব। (সংসার তাপে দহিতে)
প্রেমবারি (প্রাণ ভরি) পান করিব, (প্রেম সিন্ধুহে)
পাপের জ্বালা নিবারিব।
(বহুদিনের পাপের জ্বালা) ॥ ৬৪১॥

ধন্য প্রভু হে প্রণমি তোমারে।
দেখা দিলে কৃপা করে হে।
(পাপীর হৃদয় মাঝে)
প্রেমচন্দ্র কত সুধা বরষিলে প্রাণে,
চিত্ত চকোর বিভোর হল সুধাপানে।

(তোমার কত দয়া হে) (তোমার প্রেমের সীমা কি
আছে হে)

হেরিয়ে তোমার মুখ, ভুলিলাম সব দুখ,
উঠিল তরঙ্গ সুখ-পারাবারে।
(পাপ পুঞ্জ ভেসে গেল হে)(সে তরঙ্গে)
রজনী আসিছে প্রভু, কেমনে যাইব বিভু,
তোমা ছাড়ি সংসার কাননে;
দাও জ্ঞান, দাও বল, দাও হে পুণ্য সম্বল,
চলে যাই নির্ভয় মনে।
(কারুর ভয় কর্‌ব না)
ভব-কানন মাঝারে, তব নাম গান করে,
যেন প্রভু সতত বেড়াই;
তব দ্বারে আসি পুন, পূজি এই ভাবে যেন,
এই ভিক্ষা মাগি তব ঠাঁই। (প্রভু হে)
(মোরা কর যোড়ে হে) ॥ ৬৪২ ॥

(নাথ আমায় করুণা করিবে না কি বলে—সুর)

নাথ তোমার করুণায় সকল আশা হয় পূরণ।
তবু বিগলিত হয় না কেন পাষাণ মন।

যখন যা করি বাসনা, কিছুতেই বঞ্চিত কভু করনা,
বিনা প্রার্থনায় কত সুখ কর বিতরণ।
এ পাপ জীবনে, কত দয়া দেখ্‌তে পাই,
যাহার মতন কাধ্য কিছু করি নাই;
আমি ছিলাম ঘোর অন্ধকারে, আনিলে উদ্ধার করে,
কেশেতে ধরে;
দিলে পিতা বলে করিতে সম্বোধন।
কত অসাধ্য হইল সাধন,
দেখে অবাক হলেম না সরে বচন;
(কত অসম্ভব, দেখি হয় সম্ভব,
তোমার প্রেমের রাজ্যে কিছুর নাই অভাব;)
তুমি দীনকে কর ধনী, মূর্খকে কর জ্ঞানী,
তাত জানি হে;
কর পাপীকে পুণ্যবান দিয়ে শ্রীচরণ॥
হায়, দুঃখেতে প্রাণ ফেটে যায়,
তবু ভাল বাস্‌তে পারিনে তোমায়;
কেন আমার এমন হল, হৃদয় শুকায়ে গেল
কি করি বল;
এ ছার জীবন ধারণ কেবল বিড়ম্বন॥৮৪৩॥

এসো এসো করি সবে—সুর

বলরে আনন্দ-ভরে মধুর ব্রহ্ম নাম।

দেব-দুর্লভ নাম সুধা কর সবে পান॥

(এমন দিন আর হবে নারে—মানবজীবনসফলকররে)

যে নাম কীর্ত্তনে হয় মোক্ষ অবসান।

(প্রেমানন্দ উদয় হয় রে—প্রেমসিন্ধু উথলয় রে)

(হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্ন হয় রে—মানবদেবতা হয় রে)

ইহকালের সুখ দয়াল অন্তের আরাম॥

(দয়াল বিনা কি ধন আছেরে—জীবের জীবন ধনরে)

ঐ দেখ, ভাসিছে আনন্দে ধরা,

শুনে আনন্দময়ের জয়ধ্বনি রে।

আবার বলরে ভাই ভক্তিভরে জয় ব্রহ্ম রে।

(জয় জয় দয়াময়) (বিশ্ববিজয়ী নাম)

(নব অনুরাগে মাতি) আবার বল রে ভাই)॥

দয়াল নামে সুধা, গানে সুধা, প্রেমে সুধারে।

ঐ বরষিছে সুধা আজ সুধাকরে রে॥

ঐ সুধাক্ষরে গিরি নদী সরিৎ সিন্ধু রে।

ঐ বহিতেছে সুধা আজ সমীরণ রে॥

ঐ ঢালিতেছে সুধাধারা তারাদল রে।
ঐ উৎসারিছে সুধা তরু লতা রাজি রে ॥
ঐ চারিদিক হলো ধরা সুধাময় রে।
(সুধা মাখা ব্রহ্ম নামে রে) ॥ ৬৪৪ ॥

সদা আনন্দে সদানন্দে হৃদয় প্রাণ ভরে ডাক
ও আমার মন।
ওমন, থেকনা বিষণ্ণ ভাবে বিষয়ে মগন।
ডাক দীননাথ দীনবন্ধু ওদীন শরণ,
(আমাদের কেউ নাই হে।
ডাক জগন্নাথ জগবন্ধু জগত তারণ,
(আজ আমাদের দয়া কর হে।
ডাক প্রাণনাথ প্রাণনাথ ও প্রাণরমন।
(তোমা বই আর গতি নাই হে।
সফল কর দয়াল ব্রহ্মনামে মানব জীবন।
(এমন নাম আর পাবেনারে) ॥ ৬৪৫ ॥

নগর সঙ্কীর্ত্তন।

১৮০৪ শক।

তোরা আয় রে ভাই ডাকি বিনয়ে নগরবাসী-জন।

আর কত দিন সংসারে ভুলে করিবে যাপন। (পুরবাসিরে! কত দিন আর ভুলে রবে রে)

ভাই যাবেনা পাপ যাতনা সেই পুণ্যময়ের চরণ বিনা। (যাগ যজ্ঞে কিছুই হবে না রে) (প্রেম ভক্তি বিনা) ভাই মুক্তিধামে (ধামে) যাবে যদি, তবে ডাক তাঁরে নিরবধি। (মন প্রাণ খুলে) (দয়াল প্রভু বলে) ভাই দয়াল নামে যদি না মজিবে, তবে পাপের জ্বালা কে ঘুচাবে। (দয়াল প্রভু বিনা) (তাঁহার কৃপা বিনা)

মিল। সরল প্রার্থনাই মুক্তির জেনো পরম সাধন। (পুরবাসীরে! মুক্তি ধামের পথ আর নাই রে)

(দেখ) গেলরে দুখ রজনী সমুদিত দিনমণি,

সত্য ধর্ম্ম হইল প্রকাশ। (চেয়ে দেখ দেখরে) (জেগে যেন ঘুমা'ওনা) পাপ নিদ্রা পরিহরি, এস সব নরনারী; ছিন্ন করি এস মোহপাশ। (আর বদ্ধ থেকনারে) (বিষয় মোহে মুগ্ধ হয়ে) অশেষ যাতনা সয়ে.আছরে বল কি লয়ে, বল কিসে পাইবে উদ্ধার। (শেষের গতি কি ভেবেছ) (সারধনে ভুলে আছ) এভব সংকট হতে, কে তারিবে এ জগতে, বিনা সেই করুণার আধার। (আর কেবা আছে রে) (পাপীজনে উদ্ধারিতে)

মিল। ভবে পাতকীর গতি সেই প্রভু অধম তারণ। (পুরবাসীরে! তিনি বিনা গতি আর নাই রে)

হিয়ার মাঝারে, সেই প্রাণেশ্বরে, পূজ রে যতনে ভক্তিভরে।

হৃদয়-সখা তিনি, তাঁরে রেখনা রেখনা দূরে। পরম রতন ফেলে, ওভাই থেকনারে এ সংসারে। নয়ন মণি ছেড়ে, আর বেড়াও'না অন্ধকারে।

মিল। খুলে মুক্তির দ্বার কাঙ্গালে আজ প্রভু করেন

নিমন্ত্রণ। (পুরবাসীরে! ব্যাকুল হয়ে ধেয়ে আয় রে)

(আজ) মাতিব আনন্দে সবে সেই দয়াল নামের মধুর হিল্লোলে। (আজ) মাতরে ভাই ব্রহ্মনামে হৃদয় খুলে রে। (নামে পাষাণ গলে যাবে রে) (নব জীবন পাব সবে রে) (পাপের জ্বালা নিবাইব রে)

ওভাই গগণ কাঁপায়ে বল ব্রহ্মজয় রে।
(জয় জয় দয়াময় রে)
ওভাই আনন্দে নাচিয়ে বল ব্রহ্মজয় রে।
(বাহুতুলে নেচে বল রে)
ও ভাই সবারে জাগায়ে বল ব্রহ্মজয় রে।
(মোহনিদ্রা ভেঙ্গে দেওরে)
ও ভাই নগর মাতায়ে বল ব্রহ্মজয় রে
(মাতিয়ে মাতাও ভাইরে)

মিশ্র। কর করুণা কাতরে ডাকে আজ অধম জন। (দীনবন্ধু হে দীন হীন আজ দ্বারে ডাকে হে)

। ৬৪৬।

পরিশিষ্ট।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড়া।

কে গো বসে অন্তরালে। ঠিক যেন মায়ের মত,
যখন যাহা প্রয়োজন যোগাইছ যথাকালে।
সৃষ্টির আবরণে, লুকায়ে আছ কি জন্যে,
কি সম্বন্ধ তোমার সনে কাণে কাণে দাও বলে।
বুঝেছি বল্‌তে হবে না, ব্যভারে গিয়াছে জানা,
আপনার গুণে আপনি প্রকাশ হয়ে পড়িলে।
মা হয়ে সন্তানের কাছে, লুকাবে সাধ্য কি আছে,
স্নেহের অনুরোধে প্রাণের টানে আপনি ধরা দিলে।
এত ভালবাস তবে, থাক কেন গুপ্ত ভাবে,
আমার প্রাণ যেন কেমন করে তোমার মুখ না
দেখিলে। ৬৪৭।

রাগিণী ললিত।—তাল একতালা।

পরম সুখে রয়েছি, পিতার কাছে আছি,
আমার এখন কিসের ভয়।
যখন পিতায় ছেড়ে থাকি, তখনি সে দেখি,
চারি দিক আমার আপদ বিপদ ময়।
এখন অনলের সাধ্য নাহি পোড়াইতে,
সাগরের সাধ্য নাহি ডুবাইতে, কাছে থাকিতে;
নাই পর্ব্বতের সাধ্য আঘাত করিতে,
প্রতিকূল বায়ু অনুকূলে বয়।
আমার অন্তরে বাহিরে আনন্দেতে ভরা,
সুখময়ী হয়ে সুধাইছে ধরা, করিয়ে ত্বরা;
আমায় হাঁসাইতে হাঁসে রবিচন্দ্র তারা,
চারি পাসে তারা বসে সমুদয়।
দেখি সর্ব্বব্যাপী পিতা সর্ব্ব মূলাধার,
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল পিতার অধিকার,
কিসের চিন্তা আর;
আমার পিতার হাতে আছে এ জীবনের ভার,
ব্রহ্ম নামে যার শমন দমন হয়।৬৪৮।

স্থর—মনোহর সই।

চঞ্চল অতি, ধাওল মতি,
নাথ তরে ভব ভুবনে,
শশী ভাস্কর, তারা নিকর,
পুছত সলিল পবনে।
(ও কেউ দেখেছ নাকি, আমার হৃদয়নাথে)
হে স্থরধনী, সাগর গামিনী,
গতি তব বহুদূরে, (সাগর সম্ভাষিতে)
হেরিলে কি তুমি, ভরমিয়া ভূমি,
যাঁর তরে আঁখি ঝরে।
(তোমার ধারার মত)
মিহির ইন্দু, কোথা সে বন্ধু,
দৃষ্টি তব বহুদূরে,
(গগন মাঝে যে থাক) (বল্‌লে বল্‌তেও পার)
হেরিছ নগর, সরসী সাগর,
নাথ মম কোন্ পুরে? ॥৬৪৯॥

—

রাগিণী সাহানা (মিশ্র)—তাল যৎ।

আমি মা মা বলিয়ে ডাকি তোমারে।
মাতা হতেও স্নেহ তুমি কর আমারে।
আমি জরায়ু শয্যাতে যখন ছিলাম শয়ান,
তোমারি করুণায় আমার বাঁচিল প্রাণ,
আমি জানিতাম না এত দয়া কে করে!
যখন মাতা না থাকেন সঙ্গে,
তুমি থাক সঙ্গে সঙ্গে,
বাঁচাও আমায় কত স্নেহে কৃপা করে ॥৬৫০॥

রাগিণী বিভাস—তাল কাওয়ালী।

তুমি এক জন হৃদয়েরি ধন।
সকলে আপনার ব'লে সঁপে তোমায় প্রাণ মন।
প্রাণের ব্যথা মনের কথা যার যা মনে থাকে,
ভাবে ভুলে হৃদয় খুলে ব'লে সুখী তোমাকে,
সকলের হৃদয়ে থেকে শুন হৃদয় রঞ্জন।
মঙ্গল স্বরূপ তুমি তোমা ধন সকলে চায়,
দীন বন্ধু কৃপা সিন্ধু তোমার গুণ সকলে গায়;

কারু মাতা কারু পিতা কারু সুহৃদ সখা হও,
প্রেমে গ'লে যে যা বলে, তাতেই তুমি প্রীত রও।
কেউবা মনে কেউ বচনে পূজে তোমার ঐ চরণ
চব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় চাও না চতুর্ব্বিধ রস,
তুমি কেবল ভাব-গ্রাহী ভাবের ভাবুক ভাবের বশ।
একা তুমি সকলের ভাব গ্রহণ কর নিশি দিন,
ভাব ক'রে ডাকিলে এস ভাবনাক জ্ঞান হীন;
সেই ভরসায় ভবের কূলে বসে আছি নিরঞ্জন॥৮৫১॥

রাগিণী দেশ—তাল একতালা।

দিবা নিশি জাগেরে, ও কে হৃদয় মাঝারে।
(আমার) প্রাণ মোহন, হৃদি রঞ্জন সখা বা
হবে রে (নইলে)
কেন অকারণে, এ মলিন মনে, বিহার করেরে;
(নইলে)
আমার সঙ্গে, কিবা প্রসঙ্গে, রঙ্গে, রাজেরে॥
পাপ নাশিয়ে, প্রেম বিকাশিয়ে, মোহ সংহারে

(আবার) মাভৈঃ রবে, অভয়বাণী, শুনায়
পাপীরে।
অপরূপ রূপে, ভকত পরাণ, আকুল করে;
(আবার হরণ করি, ভব জঞ্জাল,লয় ভব পারে)।
এতেও কি রে পাষাণ পরাণ, ঘুমায়ে রবিরে;
একবার ছাড়ি মোহ ঘোর, ও চরণে ভোর,
হইয়ে রহরে ॥৬৫২॥

প্রভু তোমার সঙ্গে মিল না হলে আর দিন চলে না।
দুঃখ ঘুচল না, সুখ হল না, থাকিতে বিচ্ছেদ কিছুই
হবে না।
প্রবৃত্তি প্রতিকূল হয়ে, নানা মতে ভোগা দিয়ে,
করে মোরে আত্ম-বঞ্চনা!
তোমার বিধি অখণ্ড, পাপেতে হয় পাপের দণ্ড,
এ যে, বিষম যন্ত্রণা, ছাড়িলেও ছাড়ে না, এখন
উপায় কি করি তা বলনা!
কুবুদ্ধির মন্ত্রণা শুনে, পড়ে পাপ প্রলোভনে,
মুখেরঅন্ন খেতে পেলাম না;

করে ঘরে ঘরে বিসম্বাদ, পিতা পুত্রে হল বিবাদ,
সেই মহা পাপের ফল, ভুগিব কত কাল,
যা হবার হয়েছে আর হবে না ॥৬৫৩॥

রাগিণী কর্ণাটী ঝিঁঝিট—তাল কাওয়ালি।

বড় আশা করে এসেছিগো কাছে ডেকে লও,
ফিরাইও না জননি।
দীন হীনে কেহ চাহে না।
তুমি তারে রাখিবে জানি গো।
আর আমি যে কিছু চাহি নে
চরণ তলে বসে থাকিব।
আর আমি যে কিছু চাহি নে
জননী বলে শুধু ডাকিব।
তুমি না রাখিলে গৃহ আর পাইব কোথা
কেঁদে কেঁদে কোথা বেড়াব।
ঐ যে হেরি তমসা ঘন ঘোরা গহন রজনী ॥৬৫৪॥

ভজন—তাল ঠুংরি।

কি করিলি মোহের ছলনে।
গৃহ তেয়াগিয়া, প্রবাসে ভ্রমিলি,
পথ হারাইলি গহনে।
(ঐ) সময় চলে গেল, আঁধার হয়ে এল,
মেঘ ছাইল গগণে।
শ্রান্ত দেহ আর, চলিতে চাহে না,
বিঁধিছে কণ্টক চরণে।
পথ বলে দেও, পথ বলে দেও,
কে জানে কারে ডাকি সঘনে।
বন্ধু যাহারা ছিল, সকলে চলে গেল,
কে আর রহিল এবনে;
(ওরে) জগত সখা আছে, যারে তাঁর কাছে
বেলা যে যায় মিছে রোদনে।
দাঁড়ায়ে গৃহ দ্বারে, জননী ডাকিছে,
আয়রে ধরি তাঁর চরণে;
পথের ধূলি লেগে, অন্ধ আঁখি মোর,
মায়েরে দেখে ও দেখিলিনে!

কোথা গো কোথা তুমি, জননী!
কোথা তুমি, ডাকিছ কোথা হতে এজনে।
হাত ধরিয়ে সাথে লয়ে চল, তোমার অমৃত ভবনে।
॥৬৫৫॥

গুজরাটী—ভজন।

কোথা প্রাণ-সখা! দীনে দাও দেখা, থেকোনা
অন্তরে ফেলিয়া সংসারে।
আমি যে তোমার হই, জানিনে তোমা বই, কেমনে
বল রই, না হেরে তোমারে।
দেখি যে তমোময়, নাথ হে সমুদয়, সতত শোকভয়,
আকুল করে মোরে।
নাহি কোন সুখ, ভুঞ্জি সদা দুখ, দেখাও প্রেম মুখ,
দুঃখী দুরাচারে।
কোথা যে কেহ নাই, বল হে কোথা যাই কারে বা
সুধাই, কে দুঃখ নিবারে।
দাও হে আশ্রয়, ওহে কৃপাময়, ঘুচাও ভব ভয়,
ডাকি বারে বারে ॥৬৫৬॥

কর্ণাটী খাম্বাজ—তাল ঠুংরি।

আজি শুভদিনে পিতার ভবনে, অমৃত সদনে, চল যাই,
চল চল চল ভাই।
না জানি সেথা কত সুখ মিলিবে, আনন্দের নিকে-
তনে চল চল চল ভাই।
মহোৎসবে ত্রিভুবন মাতিল, কি আনন্দ উথলিল
চল চল চল ভাই।
দেবলোকে উঠিয়াছে জয়গান, গাও সবে একতান
গাও সবে জয় জয় ॥৬৫৭॥

রাগিণী নটবেহাগ—তাল ঝাঁপতাল।

জয় পরম শুভসদন ব্রহ্মসনাতন,
করুণার সাগর কলুষ নিবারণ।
জয় বিশ্বপিতা অনন্ত বিধাতা,
জয় দেব দেবেশ জীবের জীবন ॥৬৫৮॥

রাগিণী সিন্ধু।—তাল চৌতাল।

কঠিন দুঃখ পাই হে মোহান্ধকারে তোমারি
দরশন বিনা, দাও দরশন দীননাথ!
আর যাতনা সয়না।
আছি নিশিদিন হায়রে পথ চাহিয়ে, কবে
প্রসন্ন হবে প্রভু শরণদাতা এদীনে ॥৩৫৯॥

রাগিণী ভূপালী।—তাল সুর ফাকতাল।

চন্দ্র বরিষে জ্যোতিঃ তোমারি,
নিরমল অতি শীতল কিরণ সুখ দায়ী।
চৌদিকে তারাগণ, উজলি গগণ অঙ্গন,
ধারণ করে তোমারি শোভা মনোহারি।
বিতরণ করি জীবন, বহিছে মৃদু সমীরণ,
অমৃত পূর্ণ মঙ্গল ভাব তব প্রচারি।
বরষিয়ে মধুর তান জুড়ায় হৃদয় প্রাণ,
বিহগগণ করে গান তবগুণ বলিহারি ॥৩৬০॥

রাগিণী বাহার।—তাল কাওয়ালী।

হৃদয়েরি মম যতনেরি ধন তুমি হে,
অন্তরযামী, আত্মার স্বামী, পিতা তুমি পুত্র আমি,
জাগ্রত কৃপা তোমারি দীন জনে।
তোমারি করুণা দিবারাত প্রতি মুহু মুহু জীবনেভায়,
মিনতি করি তোমায়, মোহপাশ কাটিয়ে আমায়
রাখহে রাখ তব সাথ সাথ ॥৬৬১॥

রাগিণী আলেয়া—তাল একতালা।

নাথ! তুমি সর্ব্বস্ব আমার।
প্রাণাধার সারাৎসার, নাহি তোমা বিনে,
কেহ ত্রিভুবনে, বলিবার আপনার।
তুমি সুখ শান্তি সহায় সম্বল,
সম্পদ ঐশ্বর্য্য জ্ঞান বুদ্ধিবল,
তুমি বাসগৃহ আরামের স্থল, আত্মীয় বন্ধু পরিবার।
তুমি ইহকাল তুমি পরিত্রাণ,
তুমি পরকাল তুমি স্বর্গধাম,
তুমি শাস্ত্র বিধি গুরু কল্পতরু অনন্ত সুখের আধার।
তুমি হে উপায় তুমিই উদ্দেশ্য,

তুমিস্রষ্টা পাতা তুমি হে উপাস্য,
দণ্ডদাতা পিতা, স্নেহময়ী মাতা,
ভবার্ণবে কর্ণধার, (তুমি।) ॥৬৬২॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল ঝাঁপতাল।

ভয়-ভাবনা দূর কর, ভয়-তাপ-হারী।
কে আর নিস্তারে, ডাকি হে কাহারে,
হয়ে তোমার দুয়ারী।
সংসার-তরঙ্গ, ভীষণ উত্তুঙ্গ দেখি কাঁপে অঙ্গ,
হৃদয় আমারি!
তাহে দিন যায়, রিপু সমুদায়,
লইছে বিদায়, ওহে দুঃখ-বারি!
তার জ্ঞান হীনে, উপায় বিহীনে,
পাপতাপী দীনে, অনাথ কাণ্ডারি ॥৬৬৩॥

রাগিণী রাম কেলী—তাল এক তালা।

কর বদন ভরি, দয়ালহরি নামানুকীর্ত্তন রে।
কর সদানন্দে ভূমানন্দ রসামৃত পান রে ॥

আছে উক্ত, জীবনমুক্ত হয় ভক্ত জন রে ;
গেয়ে দয়াল নাম, অবিরাম, যায় পুণ্যধাম রে।
গাই সবে, ভক্তিভাবে, রসাল দয়াল নামরে ;
নামে হৃদয়-কমল, হবে অমল, হব পূর্ণকামরে ॥৬৩৪

একবার জাগ জাগরে ভাই ভারত-সন্ততি।
অজ্ঞানে আবৃত, মায়া শয্যাগত,
নিদ্রিত দশায় কত কর স্থিতি।
(উঠ উঠ রে ভাই)
মিছে কেন আর কল্প দীপ জ্বাল, ভারত আঁধারে সত্য সূর্য্য উদয় হল, বিহঙ্গের ধ্বনি মৃদঙ্গের ধ্বনি গাও মঙ্গলালয়ের মঙ্গল আরতি।
(উঠ উঠ রে ভাই)
তত্ত্বজ্ঞান সত্য দিবাকর করে, মহাঘোর মোহ অন্ধকার হরে, ভুবন আকাশে মহিমা প্রকাশে, দেখ পরমানন্দের আনন্দ মূরতি। (উঠ২ রে ভাই)
(একান্ত বিশ্বাস) সলিল মন-শঙ্খাধারে, করি প্রক্ষালন, কর পবিত্র আত্মারে, ভকতি (অকপট)

চন্দনে, মাখিয়ে যতনে, কর পরম পিতার
চরণে প্রণতি (পদে অবস্থিতি) ॥৬৬৫॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল কাওয়ালি।

কি ভয় তাঁহার নাথ, মৃত্যুর স্মরণে।
অমর করেছ যাঁরে প্রেমসুধা দানে।
তব প্রেম আস্বাদন, না করেছে যেই জন,
বিষয় সর্ব্বস্ব ধন, তারি সন্নিধানে।
কৃতান্তে গ্রাসিবে কবে, বিষয় ত্যজিতে হবে;
দিবানিশি এই ভেবে শঙ্কিত সে মনে মনে।
যে জন তোমারে চায়, তার কি কৃতান্তে ভয়,
মরণ সোপান তার, যেতে শান্তি-নিকেতনে ॥৬৬৬॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড়াঠেকা।

কোথা পেলে এ সুহাসি ?
কাহার কোমল করে,
পেয়েছ কোমল কান্তি, সুবিমল সুগন্ধরাশি ?
নিভৃত নির্জ্জন স্থানে, হাসিতেছ আপন মনে,
দেখ্‌লে এ হাসি নয়নে, মোহিত হন যোগী ঋষী।

পবনের সঙ্গে মিলে, আনন্দেতে হেলে দুলে,
হেসে হেসে ঢলে ঢলে, কার কোলে পড়িছ খসি?
কি মোহিনী শক্তি ধর, রূপেতে বিমুগ্ধ কর,
হাসিতে মন চুরি কর, নিঃশব্দে স্বস্থানে বসি।
মল্লিকা গন্ধরাজ গোলাপ, ঘুচাও আমার চির বিলাপ,
করে দেও তাঁর সঙ্গে আলাপ, যিনি আছেন অভ্যন্তরে পশি।
যে তোমারে হাসা'তেছে, আনন্দেতে ভাসা'তেছে,
ইচ্ছা হয় তাঁহারে পেলে, ভালরূপে ভালবাসি ॥৬৬৭॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল ঠুংরি।

আয়রে যাই সবে শান্তি নিকেতনে,
বিষাদে ভ্রম কেন সংসার কাননে?
কতকাল বল আর রবে হে স্বপনে,
ভুলে সেই প্রেমময় পতিত পাবনে।
তাঁরে ছাড়ি আর এছার জীবনে,
কে পারে তারিতে বল, পাতকী অধমে,

ভক্তবৎসল বিপদ্ বারণে,

এসহে ডাকি সবে আজি প্রাণ পণে ॥৬৬৮॥

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল চৌতাল।

তুমি নাহি দিলে দেখা কেহ কি দেখিতে পায়।
তুমি না ডাকিলে কাছে সহজে কি চিত ধায় ॥
তুমি পূর্ণ পরাৎপর, তুমি অগম্য অপার, ওহে নাথ!
সাধ্য কার, ধ্যানেতে ধরে তোমায়।
মনেরে বুঝাই এত, তুমি বাক্য মনাতীত, তবু সদা
ব্যাকুলিত তোমারে দেখিতে চায়।
দিয়ে দীনে দরশন, কর হে কীর্ত্তি স্থাপন, ওহে
লজ্জা নিবারণ শীতল কর হৃদয় ॥৬৬৯॥

রাগিণী বেহাগ—তাল সুর ফাকতাল।

পর ব্রহ্ম সত্য সনাতন অনাদি জগত গুরু,
পূরণ হরে হরে।
প্রাণাধার অখিলপিতা হে, দীন দয়াল প্রভু পূরণ
হরে হরে।

পরমশরণ প্রভু দীন সখা হে, তুমি বিনা কে
ভবে ত্রাণ করে ?
সুখদায়ক দুঃখভঞ্জন স্বামী, কে এমন পরম ধন
ত্রিভুবন চরাচরে ॥৬৭০॥

রাগিণী দেশ।—তাল সুরফাকতাল।

দেখিয়ে হৃদয় মন্দিরে, ভজনা শিবসুন্দরে, কি ভ্রমে
ভুলিয়ে তাঁরে কর অযতন, এখন করহ সাধন।
এই সে পতিত পাবন, এই সে জগত তারণ, এই সে
পরম কারণ, করহ তাঁর মনন।
হইয়ে বিষয়ে মত্ত, হারালে পরমতত্ত্ব, না ভাবিলে
সেই সত্য, নিত্য নিরঞ্জন।
হৃদয়ের প্রেমহার, দেওহে তাঁহারে উপহার, পেয়েছ
কৃপায় যাঁহার, দেহ হৃদয় জীবন ॥৬৭১॥

রাগিণী ছায়ানট।—তাল ঝাঁপতাল।

বিপদ ভয়বারণ যে করে, ওরে মন,
তাঁরে কেন ডাকনা।
মিছা ভ্রমে ভুলে সদা রয়েছ ভব ঘোরে মজি
একি বিড়ম্বনা।

এ ধন জন, নারবে হেন, তাঁরে যেন ভুলোনা।
ছাড়ি অসার, ভজহ সার, যাবে ভব-যাতনা।
এখন হিত বচন শোন, যতনে করি ধারনা।
বদন ভরি, নাম হরি সতত কর ঘোষণা।
যদি এভবে পার হবে, ছাড় বিষয় কামনা।
সঁপিয়ে তনু হৃদয় মন, তাঁরে কর সাধনা ॥৬৭২॥

রাগিণী জয়জয়ন্তী।—তাল চৌতাল।

আজ আয় রে প্রকৃতি, পূজি জগত আধার
জগদীশ্বরে।
গাই তাঁর সুমহদ যশ, সবে মিলে সমস্বরে ;
জ্বালায়ে দীপ মহাগগনে, রবিচন্দ্র তারা অগনন,
মন্দ মন্দ কররে ব্যজন পবন চামরে।
নদী সাগর সরোবর, শোভন বনরাজি ভুধর,
যা আছে ধরনী যেখানে তোমার, উৎসর্গ তাঁহারে!
যতনে যতেক নরনারীকুল, শুদ্ধ সুরভি প্রীতি ফুল,
জীবন ধন যা আছে সকল, তাঁরে উপহারে।

গভীর নিনাদে মেঘ মহার্ণব, কররে তাঁহার জয়
জয় রব,
দ্যুলোকে দেব মর্ত্ত্যে মানব তাঁর স্তুতি গীত গাওরে
॥৬৭৩॥

অনুষ্ঠান সঙ্গীত।

রাগিণী সাহানা—তাল জৎ।

শুভদিনে শুভক্ষণে, পৃথিবী আনন্দমনে,
দুটি হৃদয়ের ফুল, উপহার দিল আজ।
ওই চরণের কাছে, দেখগো পড়িয়া আছে,
তোমার দক্ষিণ হস্তে তুলে লও রাজ রাজ।
একসূত্রে দিয়ে, দেব! গেঁথে রাখ এক সাথে,
টুটেনা ছিঁড়েনা যেন, থাকে যেন ওই হাতে।
তোমার শিশির দিয়ে, রাখ তাকে বাঁচাইয়ে,
কি জানি শুকায় পাছে সংসার রৌদ্রের মাঝে।
॥৬৭৪॥

রাগিণী জয়জয়ন্তি—ঝাঁপতাল।

তুমি হে প্রেমের রবি আলো করি চরাচর,
যত কর বিতরণ অক্ষয় তোমার কর।
দু'জনের আঁখি পরে, তুমি থাক আলো করে,
তা'হলে আঁধারে আর বলহে কিসের ডর।
তোমারে হারায় যদি, দু'জনে হারা'বে দোঁহে,
দু'জনে কাঁদিবে বসি অন্ধ হয়ে ঘন মোহে;
এমনি আঁধার হবে, পাশাপাশি বসে র'বে,
তবুও দোঁহার মুখ চিনিবেনা পরস্পর।
দে'খো প্রভু চিরদিন, আঁখিপরে থে'কো জেগে,
তোমারে ঢাকেনা যেন সংসারের ঘন মেঘে,
তোমারি আলোকে বসি, উজল আনন শশী,
উভয়ে উভয়ে হেরে পুলকিত কলেবর ॥৬৭৫॥

(আমি এমন করে কতদিন আর কাটাব বল—গানের সুর)

আজ গাওরে আনন্দে ভাই হৃদয় খুলে,
আনন্দ উৎসব আজি কর সকলে।
সকলের পিতা যিনি ওভাই দেখরে এখানে তিনি,
জনক জননী হয়ে রেখেছেন কোলে।

এত স্নেহ ভালবাসা, এত সুখশান্তি আশা,
পেয়েছি সকলে তাঁর করুণা বলে।
যতনে হৃদয় ভরে ওভাই প্রেমপুষ্প উপহারে,
ছাইরে সকলে তাঁর চরণ তলে ॥৬৭৬॥

রাগিণী খট ভৈরবী—তাল একতালা।

তোমার অপার কৃপা জীবের প্রতি,
অপার কৃপাগুণে মানব সন্তানে
পালিছ যতনে ওহে জগতপতি।
জননী জঠরে নাহতে সঞ্চার,
তুমিহে ভাবনা ভাবিলে আমার।
মাতার হৃদয়ে সুধার ভাণ্ডার—
মাতৃ প্রাণে দিলে প্রেমের শকতি
কোমল শৈশবে প্রহরী হইয়ে,
অবোধ সন্তানে রাখিলে নির্ভয়ে।
বয়োবুদ্ধি সনে খুলিলে নয়নে
দেখালে সন্তানে তবস্নেহ জ্যোতি,
তুমি দিলে স্নেহ সকলের প্রাণে
যার গুণে মোরা বাড়ি দিনে দিনে

করিহে প্রার্থনা আজ ও চরণে
তবপদে প্রভু থাকে যেন মতি ॥৬৭৭॥

মনে করি প্রাণ মন সঁপেদি তোমায়,
কেমন মোহ আসি সে সাধ ভুলায়।
আসক্তির শত টানে, বাঁধা প্রাণ শত স্থানে,
কেমনে বলহে প্রাণ সঁপিব তোমায়!
নিদারুণ রিপুগণে ফেলিকত প্রলোভনে,
অত্যাচারে অবিরত শাসিছে আমায়।
দুর্ব্বলের তুমি বল দেহ নাথ প্রাণে বল,
কে আর সম্বল বল অনাথ আশ্রয় ॥৬৭৮॥

জন্মোৎসব সঙ্গীত।

রাগিণী দেশ—তাল একতালা।

ডাক হৃদি খুলিয়ে ও সে হৃদয় সখারে।
(এমন) চিরসুহৃদ, অনাথনাথ,
কে আর আছে রে;
(সদাই) হৃদয়কুটীরে, প্রাণের ভিতরে,
বসতি করে রে;

(আজি) প্রীতি-প্রসূনে, ভক্তি চন্দনে,
তাঁরে পূজ রে।
যাঁর প্রেম তরে, জননী জঠরে,
নির্ব্বিঘ্নে ছিলি রে;
(আবার) যাঁর স্নেহগুণে, জননীর স্তনে,
পীযূষ পিলি রে।
দুঃখ ভাবনা, রোগ যাতনা, যে জন
নাশে রে;
(আবার) নিরাশ হৃদয়ে, আশা সঞ্চারিয়ে,
পরাণ মোহে রে।
শোক পাপ তাপে, বিরহ সন্তাপে,
শান্তি যে দাতারে;
(এমন) চিরন্তন ধনে, এ জনম দিনে,
ভুলে কি রবিরে ॥৬৭৯॥

রাগিণী টৌড়ি—তাল একতালা।

পিতা তুমি আছ কোথা;
সারা বরষের পরে জানাতে এসেছি ব্যথা।

কত মোহ কত পাপ, কত শোক কত তাপ ;—
কত যে সহেছি আমি, তোমারে কব সে কথা।
যে শুভ্র জীবন তুমি মোরে দিয়েছিলে সখা,
দেখ আজি কত তাহে পড়েছে কলঙ্ক রেখা।
এনেছি তোমারি কাছে, দাও তাহা দাও মুছে,
নয়নে ঝরিছে বারি, সভয়ে এসেছি পিতা!
দেখ দেব চেয়ে দেখ, হৃদয়েতে নাহি বল,
সংসারের বায়ুবেগে করিতেছে টলমল ;
লহ সে হৃদয় তুলে, রাখ তব পদমূলে,
সারাটি জীবন যেন নির্ভয়ে রহিগো সেথা ॥৬৮০॥

প্রভু এ এলেম কোথায়!
কখন্ বরষ গেল, জীবন বহে গেল,
কখন্ কি যে হল জানিনে হায়!
আসিলাম কোথা হতে যেতেছি কোন্ পথে ;
ভাসি যে কালস্রোতে তৃণের প্রায়!
মরণ সাগর পানে, চলেছি প্রতিক্ষণে,
তবুও দিবানিশি, মোহেতে অচেতন!

এ জীবন অবহেলে, আঁধারে দিনু ফেলে ;
কত কি গেল চলে, কত কি যায়!
শোকে তাপে জরজর অসহ্য যাতনায় ;
শুকায়ে গেছে প্রেম, হৃদয় মরু প্রায়!
কাঁদিয়া হলেম সারা, হয়েছি দিশাহারা ;
কোথা গো ধ্রুব তারা, কোথা গো হায় ॥৬৮১॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

জগতের পুরোহিত তুমি, তোমার এ জগত মাঝারে,
এক চায় একেরে পাইতে, দুই চায় এক হইবারে।
ফুলে ফুলে করে কোলাকুলি, গলাগলি অরুণে উষায়,
মেঘ দেখে মেঘ ছুটে আসে, তারাটি তারার পানে চায়।
পূর্ণ হয় তোমার নিয়ম, প্রভু হে! তোমারি হয় জয়,
তোমার কৃপায় এক হয়, আজি এ যুগল হৃদয়।
যে হাতে দিয়েছ তুমি বেঁধে, শশধরে ধরার প্রণয়ে,
সেই হাতে বাঁধিতেছ তুমি, এই দুটি হৃদয়ে হৃদয়ে।
জগত গাহিছে জয় জয়, উঠেছে হরষ কোলাহল,
প্রেমের বাতাস বহিতেছে, ছুটিতেছে প্রেম পরিমল।
পাখীরা গাওগো গান, কহ বায়ু চরাচর ময়,
মহেশের প্রেমের জগতে, প্রেমের হইছে আজি
জয় ॥৬৮২॥

রাগিণী খাম্বাজ জংলা ; তাল—একতালা।

পরাণ সঁপিনু, তোমারি চরণে,
করহে আশীষ হৃদয় সখা।
জীবনে মরণে, সজনে বিজনে,
নিশিদিন প্রাণে দিওহে দেখা॥
জনম অবধি তোমার করুণা,
কত যে লভিনু না হয় তুলনা ;
সুখে দুখে যেন কভু তা ভুলি না,
থাকে যেন হৃদে নিয়ত আঁকা।
দীন হীনে নাথ এ জনম দিনে,
করিছে মিনতি তোমার চরণে ;—
দাওহে ভকতি প্রীতি মোর প্রাণে
জীবন্ত বিশ্বাস, হে দীন সখা॥৬৮৩॥

(কাতরে তোমায় ডাকি দয়াময় এই গানের সুর)

বালক। শুন ভগিনি! সুখের কাহিনী,
ভারত রজনী প্রভাত হল।
বালিকা। চল ভাই সবে, আনন্দরবে
সুখের সংগীত গাইহে চল॥

বালক। অজ্ঞান আঁধার, ঘুচিল এবার,

শুভ সমাচার শুনলো কাণে

বালিকা। ভাই কি শুনালে নিদ্রা ভাঙ্গা'লে

আনন্দ দিলে বড়হে প্রাণে,

বালক। সাধে কি ডাকি, মোরা একাকী,

কেমনে কাজে যাইব বল।

বালিকা। হ'য়ে সঙ্গিনী যতেক ভগিনী যাইব

মোরা নির্ভয়ে চল।

বালক। ভাই বুনে মিলে, সবে খাটিলে,

ঈশ্বর কৃপায় সুদিন আসিবে।

বালিকা। করুন হে ঈশ্বর, আসুক সত্বর,

দেখিয়া নয়ন জুড়াই হে সবে।

বালক। ভগ্নী থাকিতে, কেন জগতে

একাকী বসে করিব ক্রন্দন।

বালিকা। ভাই কেঁদনা, দুঃখ করনা,

আর রব না ঘুমে অচেতন।

বালক। বাড়িল বেলা, করনা হেলা,

উঠ ভারতের যতেক নন্দিনী।

বালিকা। এই যে উঠেছি, চক্ষু খুলেছি
ভেয়ের পাশে, এল ভগিনী।
বালক। চলরে এখন, হয়ে এক মন,
ডাকিব গিয়ে লোকের দ্বারে।
বালিকা। বলব ঘুমায়ে, অলস হয়ে,
থেকনা সবে এই প্রকারে।
বালক। দেশের সুজন, আছ যত জন,
জাগো গো জাগো, বলি ডাকিয়ে।
বালিকা। ভারতনারী, নয়নবারি,
ফেলিছে ঘরে দেখ চাহিয়ে।
বালক। কোথা হে ঈশ্বর, কৃপার সাগর,
ভাই ভগ্নীদের এই প্রার্থনা॥
বালিকা। করুণা কর, দুর্গতি হর,
ঘুচাও নারীর দুঃখ যাতনা॥৬৮৪॥

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা।

বালক। ভগিনী সকলে, আজ প্রাণ খুলে,
ভাই বোনে মিলে, এস সবে গাই।

বালিকা। হৃদয়ে হৃদয়ে, এস রে মিলায়ে,
ভাই বোনে গেয়ে, সবারে মাতাই।
বালক। অনেক আশা বোন, করি মনে মনে,
পিতা মাতা মোদের পালেন যতনে,
বালিকা। সেই ভাল বাসা, সে মনের আশা,
পূর্ণ যেন হয় এই মাত্র চাই।
বালক। বড় ভাগ্যে বোন, অতি শুভক্ষণে,
জন্মিয়াছি মোরা এই বঙ্গ ভূমে,
বালিকা। সেই ভাগ্য মত, যেন রে নিয়ত,
জ্ঞান ধর্ম্ম পেয়ে সুখী হতে পাই।
বালক। দেখ সত্য জ্যোতি, দেখ রে নয়নে,
ভারত আকাশ উজলে কিরণে,
বালিকা। এল সত্যালোক, গেল দুঃখ শোক,
এ সুখের ভাই তুলনা যে নাই।
বালক। নারীর বন্ধন ঘোচে এতদিনে,
আর অশ্রুধারা রবে না নয়নে,
বালিকা। যাঁহার কৃপায়, পেয়েছি উপায়,
এসহে তাঁহারি জয়ধ্বনি গাই ॥৬৮৫॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

জয় জয় জগদীশ জয়হে তোমারি,
করুণা তব অপার তুমি বিঘ্নহারী।
বালক বালিকা আমরা আজ,
ডাকিহে তোমারে বিশ্বরাজ,
তোমার করুণা, তোমার মহিমা
মোরা কি বুঝিতে পারি।
তোমারি করুণা হয়ে সহায়,
বিপদ আঁধারে দিল উপায়,
পাইয়া চেতন জ্ঞানের নয়ন,
খুলিল ভারত নারী।
নরনারী জাগে এ ভারতময়,
তোমারি কৃপায় হতেছে জয়,
সত্যের আলোকে সুখে ভাসে লোকে,
গায় হৃদয় ভরি।
জয়ধ্বনি মোরা করিহে তাই,
ভাই বোনে মিলে তাইত গাই,
জয়হে তোমার কৃপার আধার
জয়হে তোমারি ॥৬৮৯॥

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

গাওরে আনন্দে সবে "জয় ব্রহ্ম জয়।"
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁরে গাইছে, অনন্ত স্বরে,
গায় কোটী চন্দ্র তারা "জয় ব্রহ্ম জয়"
জয় সত্য সনাতন জয় জগত কারণ;
জ্ঞানময় বিশ্বাধার বিশ্বপতি জয়।
অচ্যুত আনন্দ ধাম, প্রেমসিন্ধু প্রাণারাম;
জয় শিব সিদ্ধিদাতা মঙ্গল আলয়।
ভুবন বিজয়ী নামে, চলি যাব শান্তি-ধামে;
'ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম" কিভয় কিভয়?
হে প্রভু দীন শরণ, পাপ সন্তাপ হরণ;
অধম সন্তানে নাথ দেহ পদাশ্রয় ॥৬৮৭॥

নগর কীর্ত্তন।

দিন যায় রে সবে মিলে গাও ব্রহ্মনাম।
দিতে জীবে ত্রাণ, এলো এ নাম মর্ত্ত্য ধাম।
তোরা আয় নগরবাসী, প্রেম রসে ভাসি
বিভু নাম আজি করি গে কীর্ত্তন।
কাঁপায়ে গগণ, কাঁপায়ে মেদিনী

আয় সবে করি ব্রহ্মনাম ধ্বনি,
প্রতি দ্বারে দ্বারে, গাইব গম্ভীরে
মাতিব মাতাব জগতের জন।
পশ্চাতে রাখি সংসার, ব্রহ্মনাম কর সার
(কেন ভুলে রলিরে) (এমন সুধামাখা ব্রহ্মনাম)
সেই নামের গুণে পাপী তরে,
(একবার ডাক্ ডাক্‌রে)
ভব ভয় যায় দূরে, মৃত প্রাণে জীবন সঞ্চারে।
সবে পীয় পীয়রে ব্রহ্ম নাম সুধা।
কর নাম গান পূর্ণ হবে মনস্কাম ॥২৮৮॥

রাগিণী পিলু—তালযৎ।

একদিন হায় এমন হবে এমুখে আর বল্‌বে না।
এ হাতে আর ধরবে না, এ চরণে আর চল্‌বে না।
নাম ধরে ডাকিবে সবে শ্রবণে তা শুনবে না।
পুত্র মিত্রে জগৎ চিত্রে নেত্রে নিরখিবে না।
অসাড় হবে এ রসনা আস্বাদন আর করবে না,
ভাল মন্দ কোন গন্ধ নাসিকাতে লবে না।
রাজ সিংহাসন ছাই মাটি বন এ বিচার আর
থাক্‌বে না।

বন্ধনে দহনে দেহে যাতনা জানাবে না।
হবে সাঙ্গ অবশাঙ্গ সঙ্গে কিছুই যাবে না।
(তাঁরে) এই বেলা ডাক।
ডেকে নেরে ডাক্‌তে সময় মিলবে না ॥৬৮৯॥

বাউলে স্থর—তাল একতালা।

মোহময় সংসারে থেকে আমি কেমন করে
পাইব তোমায় (প্রাণবন্ধু হে)
আমি যতনে বাঁধিয়ে প্রাণ দিতে চাই তোমারে।
পথ মাঝে প্রলোভন ঘেরে যে আমারে!
আমার চরণ চলিতে নারে তবু
(তোমায়) নয়ন দেক্‌তে চায়,
(আমার) ভয়েতে কাঁপিছে প্রাণ জানি না সাঁতার।
কৃপা তরি দিয়ে নাথ কর মোরে পার,
সাগর ভীষণ তরঙ্গ দেখে এ প্রাণ কাঁদে অনিবার,

বাউলে স্থর।

একবার ডাকদেখি মন ডাকের মতন দয়াময় বলে।
এখনি পাবি দরশন ডাকের মতন ডাকা হলে॥
বল আর কতদিন ভবে পাপের বোঝা মাথায় ববে,
অনুতাপে দগ্ধ হবে, জীবন যাবে বিফলে।
তিনি অন্তরের ধন, অন্তরে কর সাধন,
সপিয়ে জীবন মন তাঁর শ্রীচরণ তলে ॥৬৯০॥

ভাবানুসারে সূচী।

প্রথম অধ্যায়।

উদ্বোধন ও উপদেশ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আরাধনা ও কৃতজ্ঞতা।

তৃতীয় অধ্যায়।

প্রার্থনা, আকাঙ্ক্ষা ও অনুতাপ।

চতুর্থ অধ্যায়।

উপাসনা-শেষ।

পঞ্চম অধ্যায়।

বিবিধ।